হৃদয় থেকে হৃদয়ের কথা

ইসা আঃ এর আগ্মন

আবদুল ওয়ারিথ বিন আবদ আল মুঘনী



সূচিপত্র

পরম করুনাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ এর নামে শুরু করছি।

এই বইটি লেখার সময় বহুবার কেঁদেছি আমি - বলতে পারেন – বইটি আমার চোখের পানি দিয়ে লেখা। বইটি আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করার অনুরোধ থাকল। বইটি যে কেউ অবিকৃত রেখে প্রকাশ করতে পারবেন। বইটি কপিরাইট মুক্ত, পাবলিক প্রপার্টি। এটি বইটির **পঞ্চম সংস্করণ**। বইটি কষ্ট করে হলেও পুরোটা পড়বেন। **এই বইয়ে দাজ্জাল এবং গাযওয়াতুল হিন্দের কিছু অংশ দেয়া আছে।** এই বইয়ে দিক -নির্দেশনা দেয়া আছে যে বর্তমান জমানায় কিভাবে ইসলামের পথে টিকে থাকতে হবে। কারা সঠিক পথে আছে। **ইসা আঃ এর দলে কারা যোগ দিয়েছে?** আমার বিশেষ অনুরোধ, এই বইটির একটি শব্দও পড়া বাদ দিবেন না।

বইটির চতুর্থ সংস্করণে কিছু অধ্যায় যুক্ত করতে হয়েছে কারণ আমেরিকা এবং ইসরায়েল ইরানে হামলা করে- মানবজাতির শেষের শুরু করে দিয়েছে। অধ্যায়গুলো হচ্ছেঃ

যারা আগে পূর্বে বইটি পড়েছেন তারা শুধু উপরের তিনটি অধ্যায় পড়ে নিলেই চলবে। এই বইয়ে হয়তো মানবজাতির অন্যতম biggest secret reveal করা হয়েছে। ইসা ইবনে মরিয়ম কোন দাজ্জালকে হত্যা করবেন তা এই বইয়ে প্রমাণসহ উল্লেখ করা হয়েছে। পুরো বইয়েই কিছু জিনিস edit করা হয়েছে। আপনি চাইলে, বইটি পুনরায় পড়তে পারেন। **বর্তমান প্রেক্ষাপটে, এই বইটি না পড়লে আপনি আপনার জীবনে অন্যতম একটি সেরা বই পড়া থেকে বঞ্চিত হবেন বলে আমি মনে করি।**

আমার ব্যাখ্যা ভুল হতে পারে। তাই, অন্ধের মত এই বইয়ে যা লেখা হয়েছে তা বিশ্বাস করবেন না। নিজে চিন্তা-ভাবনা করবেন তারপর সিদ্ধান্ত নিবেন। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

বইটি লেখার পটভূমি

কাঁচের গ্লাসের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমি চিন্তা করছি ম্যাডাম আমাকে ডেকেছেন কেন? ভুল কিছু তো করিনি, যেমনঃ ম্যামের ৮ ফুট উঁচু cubicle এর উপর দিয়ে ফুল বা চকলেট দেয়া বা আবেগী চিঠি। দরজার মাঝে লেখা - " সানজিদা আফরিন" যদিও উনাকে এই নামে কেউ চিনে বলে মনে হয় না – আমিও তো উনার নাম 'ডলি'- বলেই জানতাম।

প্রথম দিন ক্লাসে এসেই বলে দিলেন, "আমার নাম তোমরা জানো নিশ্চয়ই, (সবার সমস্বরে উত্তর- জি মেম, ডলি) আমি happily married এবং আমার ক্লাস সিক্সে পড়া একটি মেয়ে আছে।………… এই কথাগুলো ক্লাসের প্রথম দিনেই তোমাদের বলতে প্রকটর স্যার অনুরোধ করেছেন……..। কি করবো বল? কৈশোর থেকে তোমরা অনেকেই এখনো ম্যাচুরিটি পাওনি, এটা স্বাভাবিক, কেউ ম্যাচুরিটি একটু আগে পায় আবার কেউ একটু দেরিতে পায় – সমস্যা নেই – with time you will become man............ But for me, you are my child.

ছেলে-মেয়েরা বলে উঠল, No Ma'am , NOOO........... We are friends, just friends.

- আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে, পুরো সেমিস্টারে আমি যত চকলেট পাবো তা জমা করে রাখব আর লাস্ট ক্লাসে সবাই মিলে একসাথে খাবো। আমার বয়স ৪০ হয়ে যাচ্ছে – অত চকলেট কি খাওয়া যায়! খাবার জিনিস – ফেলেও তো দেয়া যায় না- কি করবো - তোমরাই বল?" ক্লাসে প্রচুর হাসি চলছে।

আর হ্যাঁ, আমার চেহারা নাকি পুতুলের মত তাই স্টুডেন্টরা আমাকে ডলি নামে ডাকে। ডলির চেয়ে পুতুল নামটাই বেশি সুন্দর ছিল, তাই না?"

কি ব্যাপার, এখানে দাঁড়িয়ে আছো যে ! কোনো দরকার? মেমের TA (Teaching Assistant) চলে এসেছে। আসো ভিতরে আসো।

আমি মেমের Cubicle এ ঢুকে সালাম দিলাম।

- বসো।………….. তুমি কি আজকে কুইজে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছো? জামাতে নামাজ পড়ার জন্য ক্লাসে ৭-৮ মিনিট লেট করে এসেছ – এটা ঠিক আছে কিন্তু আমাকে আগে জানালে আমি ক্লাসের শেষে পরীক্ষাটা নিতাম। নিয়মিত প্রার্থনা না করলেও কারো প্রার্থনায় প্রতিবন্ধকতা তৈরির মানসিকতা আমার নেই।

আমি বললাম, জি মেম, সবগুলো প্রশ্নের উত্তরই মোটামুটি দিতে পেরেছি।

এই তো - এটাই তো সমস্যা, ১৫ মিনিটের পরীক্ষায় ৭-৮ মিনিটে তুমি কিভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে, সম্ভব না - মোটামুটিই তো হবে। এখন কি করি?

আমি বললাম, সমস্যা নাই মেম।

কিন্তু আমার যে সমস্যা আছে, একটা কাজ করি, তুমি আগামী ক্লাসে এই পরীক্ষাটা আবার দাও, সিলেবাস একই থাকবে তবে প্রশ্ন ভিন্ন হবে, OK? Is it fair?

জি মেম। thank you.

মেম হাসতে হাসতে বললেন, আমরা তো নামাজ পড়ি না, হিজাবও না - আমাদের জন্য দোজখ – কি বল ? আমি কি বলব – বুঝতে পারছিলাম না।

আচ্ছা, হিজাব ছাড়া মেয়ে দেখলে তোমাদের হুযুরদের মাথা খারাপ হয়ে যায় নাকি? কি সব অশালীন গালি গালাজ করে - মুখে আনা সম্ভব না। আমি লন্ডনের Kings College থেকে Linguistics এ মাস্টার্স করে আসছি আর কোথাকার কোন মুল্লা বলে কি না - আমি নাকি খোসা ছাড়া কলা ! আরও কত বাজে কথা। মেমের চেহারা রাগে লাল হয়ে গেছে।

আমি বললাম, মেম আপনি পর্দা করেন না - এই কথা কে বলেছে? আপনি তো 70% - 80% পর্দা করছেনই।

মেম চোখ ছোট ছোট করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কি মজা করছ আমার সাথে ? How DARE you ?

আমি থতমত খেয়ে বললাম, "না মেম, আমি seriously-ই বলছি। আপনি অনেকটুকুই পর্দা করেন।

- কিভাবে? Make it clear.

আমি বললাম, ইসলামে নিয়ম হচ্ছে মেয়েরা মুখমণ্ডল, দুই হাতের কবজি থেকে আঙ্গুল পর্যন্ত এবং পায়ের পাতা খোলা রাখতে পারবে (*)। আপনি মাথা ছাড়া - মানে বলতে চাচ্ছি, আপনি যতটুকু কাপড় দিয়ে ঢেকেছেন ততটুকু আপনি পর্দা করছেন আর যে অংশ খোলা রেখেছেন সেই অংশ আপনি পর্দা করছেন না।

মেম বললেন, তাই তো! আমি তো এভাবে চিন্তা করি নি। তাহলে তো আমিও ৭০% থেকে ৮০% পর্দা করি। বাহ ! বেশ মজার ব্যাপার তো। এভাবে তো কেউ কোন দিন বলেনি। ম্যাডামকে বেশ আনন্দিত দেখাচ্ছে। একটু আগের রাগ এখন আর নেই।

- তবে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে - আপনি যখন জামা পড়বেন মানে শাড়ি পড়বেন তখন আপনি মনে মনে এই উদ্দেশে বা নিয়তে পড়বেন যে, "আমি পোশাক পরছি, পর্দা করছি - একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য"। তাহলে আপনি যতটুকু কাপড় দিয়ে ঢাকবেন ততটুকু পর্দা আপনি করলেন আর এজন্য আপনি নেকি পাবেন। নিয়ত প্রতিদিন মনে মনে বলার বা মন স্থির করার দরকার নাই, প্রথম দিন মন স্থির করে নিলেই হবে।

- আর যে জায়গাগুলো ঢাকলাম না - সেগুলো কি হবে?

- সেজন্য আপনার গুনাহ হবে।

- তাহলে, কি লাভ হল? সেই তো আগুনেই পুড়তে হবে।

- আগুনে পুড়তে হবে - এই কথা বলা যায় না। যে জায়গাগুলো ঢাকছেন না এজন্য আপনার গুনাহ হবে কিন্তু এজন্য আল্লাহ আপনাকে শাস্তি দিবেনই – এটা নিশ্চিত নয়। কিয়ামতের দিন আল্লাহ আপনার ঐ সকল গুনাহ মাপ করে দিতে পারেন অথবা শাস্তি দিতে পারেন। এমন কি, আপনি ক্ষমা না চাইলেও আল্লাহ

আপনার ঐ সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন। আল্লাহ আমাদের অনেক গুনাহ এমনি এমনি ক্ষমা করে দেন।

- ওয়াও!!! তুমি দেখছি অনেক পজিটিভ। আমি যে হিজাব করি মানে পর্দা করি - এই কথা কেউ কোন দিন বলেনি। তুমি-ই প্রথম বললে। মানে পুরো না করলেও ৭০-৮০% পর্দা তো করি। এটা আমার জন্য অনেক। আচ্ছা তুমি যা বলছ -তাতে তুমি কি নিশ্চিত?

- জি মেম, আমি শতভাগ নিশ্চিত। ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে, রমজান মাসে ৩০ টি রোজার মধ্যে আপনি ২২-২৩ টি রোজা রাখছেন আর বাকি ৭-৮ টা রোজা রাখছেন না।

- ম্যাডাম বেশ ফুরফুরে মেজাজে বললেন, চা খাবে বা কফি?

- আমি কি বলব, বুঝতে পারছিলাম না; কোন instructor বা teacher আমাকে কখনো চা খাওয়ার দাওয়াত দেয় নি।

মেমের TA রুমেই ছিল। সে হাসি দিয়ে বলল, " খেয়ে ফেলো, মেম কাউকে চা offer করে না"।

আমি বললাম, আচ্ছা, চা খাবো।

মেম বললেন, "আসলে, কারো কাছ থেকে যে ইসলাম সম্পর্কে জানব – তার সুযোগ হয়ে উঠেনি। মুল্লাদের দেখলেই মনে হয়, নিশ্চয়ই মনে মনে আমাকে নিয়ে খারাপ কিছু গালি- গালাজ করছে। সবাই হয়তো এক রকম নয় কিন্তু যারা ভালো তারা তো অন্যদের বলতে পারে যে, তোমরা, যে সকল নারী বুরখা বা হিজাব পড়ে না তাদের নিয়ে খারাপ কথা বলো না। তারপর আমরা ছেলেদের পাশাপাশি চাকরি করলেও তো তাদের সমস্যা। তুমি একটা কাজ করতে পারবা - তুমি কি আমাকে পরামর্শ দিতে পারবা যে, মিনিমাম কতটুকু ইসলাম follow করলে আমি জান্নাতে যেতে পারবো? আমি কিন্তু বেশি কিছু করতে পারব না, খুব অল্প কিছু। যেমনঃ আমাকে বুরখা পড়তে বলবে না, ঐটা আমি পারব না।

- আচ্ছা, সমস্যা নেই।…………..ইসলাম তো অনেক বড়, আমি আপনাকে কিছু মুল বিষয় সম্পর্কে বলতে পারব কিন্তু সেটা আপনি গ্রহন করবেন কি না - তা একান্তই আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

- আচ্ছা; তুমি যে বললে - কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ পর্দা না করা সত্ত্বেও আল্লাহ আমাকে শাস্তি না-ও দিতে পারেন। এই কথা তুমি কোথাও পেয়েছো কি?

"নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে শরীক করাকে (শিরককারীকে) ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর যে-ই আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে এক মহাপাপ করে।" (সুরা নিসাঃ৪৮)

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো অংশীদার স্থাপন (শিরক) না করে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন (শিরক) করে মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সহীহ মুসলিম ৯৩, রিয়াদ আস-সালিহিন ৪১৪)

মেম বললেন, "বুঝতে পেরেছি। মুল বিষয় হচ্ছে শিরক থেকে বাঁচতে হবে। তাই তো ?

মেমের TA বলে উঠল, মেম, ওরা মেয়েদের শুধু মা, মেয়ে, স্ত্রী হিসেবে দেখে, মানুষ হিসেবে দেখে না। মেয়েদের ওরা খোসা ছাড়া আম, কলা, তেতুলের সাথে তুলনা করে। Disgusting হুযুর সব। মেয়েদেরকে ওরা খাবারের সাথে তুলনা করে কেন – এটাও একটা প্রশ্ন? রিয়াজ উত্তর দাও।

আমি বললাম, হুযুরদের উত্তর আমি দিবো কিভাবে ?

TA মেয়েটা খুব রেগেছে। বলল, উত্তর তোমাকে দিতেই হবে কারণ তুমি এখানে তাদেরকে represent করো।

আমি বললাম, না, আমি তাদেরকে represent করি না। আমি মাদ্রাসায় পড়িনি।

- শুনো আমি কারো বোঝা হয়ে থাকতে চাই না। আমি চাকরি করবো, ব্যবসা করবো। আমি আর্মিতে চাকরি করবো, তোমাদের সমস্যা কি?

আমিতো অবাক ! মেয়েটা আমাকে টার্গেট করছে কেন? আমিতো হুযুরদের কেউ নই।

মেম বললেন, " Let me finish it. শুনো রিয়াজ, এখনকার মেয়েরা চ্যালেঞ্জ চায়, দায়িত্ব চায়। তুমি যদি বল, আল্লাহ আমাকে এত জ্ঞান, মেধা, যোগ্যতা দিয়েছেন কিন্তু ইসলামে আমার তেমন কোন দায়িত্ব নাই। আমার দায়িত্ব কেবল স্বামীর সেবা করা, স্বামীর মন রঞ্জন করা, ঘরে থাকা, বাচ্চা মানুষ করা, ইত্যাদি - তাহলে ব্যাপারটা মিলছে না। ইসলামে যদি আমার কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ-ই না থাকে তাহলে আল্লাহ আমাকে এত মেধা, যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করলেন কেন? আমি তো খাদিজার (রাঃ) মত নবীর পিছনে দাঁড়াতে চাই। ইসলাম সম্পর্কে তুমি কতটুকু লেখাপড়া করেছো - আমি জানি না কিন্তু অমুসলিমরা ইসলামের প্রসারের জন্য মা খাদিজাকে দায়ী করে। তারা বলে যে, "যখন নবী সাঃ প্রথম হেরা গুহায় নবুয়ত প্রাপ্ত হলেন, উনার উপর কোরআনের আয়াত নাযিল হল তখন তিনি উনার পাশে খাদিজাকে না পেলে ইসলাম এত দূর আসত না"। এটা আমার মতামত নয় – এটা হচ্ছে অমুসলিমদের মতামত। খাদিজাই নবীকে সাঃ খ্রিস্টান পাদ্রী ওয়ারাকার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন যিনি নবীর মোহরে নবুয়ত দেখে বলেছিলেন যে, মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহ এর রসূল। পাদ্রী 'ওয়ারাকা' কিন্তু জান্নাতী। তুমি কি জানো - এই বিষয়গুলো?

আমি চুপ করে রইলাম।

ম্যাডাম বলেই চললেন, ইসলাম এত দূর আসার পিছনে নারীদের অনেক ভুমিকা আছে। কিন্তু তোমরা নারীদের মা, মেয়ে, স্ত্রী হিসেবে আটকে দিয়েছো। খাদিজা রাঃ শুধু নবীর স্ত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সাহাবী। খাদিজাকে তোমরা শুধু নবীর স্ত্রী হিসেবে দেখো কিন্তু আমি উনাকে নবীর একজন সাহাবী হিসেবে দেখি। পার্থক্যটা বুঝতে পারছ? আমি খাদিজার মত সব সময় নবীর পিছনে দাঁড়াতে চাই। স্ত্রী হিসেবে নয়, একজন অনুসারী (উম্মত) হিসেবে। আমি উহুদের যুদ্ধে সাহাবীদের মত নবীর সাঃ সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়াতে চাই। I hope, you understood my point.

সেদিন ম্যাডামের কথাগুলো শুনে আমি একটি হাদিস পূর্বের চেয়ে আরও ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলামঃ

“……………...তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, “একজন ব্যক্তি এমন কাজ করে যা লোকদের কাছে জান্নাতীদের জন্য উপযুক্ত বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামী। এবং নিশ্চয়ই একজন ব্যক্তি

এমন কাজ করে যা লোকদের দৃষ্টিতে জাহান্নামীরা করে, কিন্তু সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত।” (সাহিহ মুসলিম ১১২)

কত মানুষ যে ইসলাম সম্পর্কে জানতে চায়, ইসলাম খুঁজে পেতে চায়, ইসলাম গ্রহন করতে চায় কিন্তু আমাদের ভুলের কারণে তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, আল্লাহ এর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যা কথা না বলে সত্য কথা বলুন – দেখুন মানুষ ইসলাম গ্রহন করে কি না ? মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম মানুষকে তার জীবনের চেয়ে বড় কিছু পাবার পথ দেখিয়ে দেয়। আমি জান্নাতে যাবো না জাহান্নামে ? এটা একটা চিন্তা কিন্তু জান্নাতের চেয়ে অনেক বড় কিছু আপনি পাবেন যদি আপনি মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম খুঁজে পান। বইটিতে সেই বড় জিনিসটিই খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

হৃদয় খোলার চাবি

ধরে নিলাম, আপনি আগে কোন দিন সুরা ফাতিহা বুঝে বুঝে পড়েন নি। কোরআনও আপনি বুঝে বুঝে পড়েন নি। আর পড়ে থাকলেও কোরআন সর্বদা নতুন-ই থাকে কারন যখন আপনি কোরআন পড়বেন প্রতিবার পূর্বের চেয়ে ভিন্ন অর্থ খুঁজে পাবেন। কোরআন তিলাওয়াত করতে হয় অর্থাৎ বার বার পড়তে হয় কারণ প্রতিবার পড়ায় নতুন নতুন অর্থ পাওয়া যায়।

ফাতিহা শব্দের অর্থ হচ্ছে সূচনা, যা দিয়ে কোন কিছু খোলা হয় (The Opener/ The Key),

“আমি তোমাকে দিয়েছি সাতটি আয়াত যা বার বার পড়া হয় এবং মহা কোরআন।" (সূরা হিজরঃ ৮৭)
এখানে সাতটি আয়াত বলতে আল্লাহ সূরা ফাতিহার কথা বলেছেন – এই ব্যাপারে সকলেই একমত। নামাযে সূরা ফাতিহা পড়তেই হয় – ফলে আমরা না চাইলেও সূরা ফাতিহা দিনে অনেক বার-ই পড়া হচ্ছে এবং অন্য যে কোন সুরার চেয়ে বেশি পড়া হচ্ছে বলেই প্রতীয়মান হয়।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সূরা হিজরে আল্লাহ সূরা ফাতিহার কথা আলাদা করে বলেছেন। মুহাম্মাদ সাঃ কে আল্লাহ সাতটি আয়াত দিয়েছেন এবং কোরআন - মানে কি ? তাহলে সূরা ফাতিহা কি কোরআনের অংশ নয় ? হ্যাঁ, সূরা ফাতিহা কোরআনের অংশ কিন্তু কোরআন থেকে আলাদা করে বলার অর্থ আমি মনে করি, যখন কেউ প্রথমবার কোরআন খুলে পড়বে - প্রথমে সে সূরা ফাতিহা পড়বে, যখন সে সূরা ফাতিহা পড়বে তখন তার জন্য সম্পূর্ণ কোরআন খুলে যাবে, কোরআনের জ্ঞান খুলে যাবে। এটা বুঝার জন্য আমরা দেখি সূরা ফাতিহার অর্থ কি?
"পরম করুণাময় (Most Compassionate), অসীম দয়ালু (Most Merciful) আল্লাহর নামে।
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব।
যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু। (the Most Compassionate, Most Merciful,)

প্রতিফল দিবসের মালিক,
আমরা আপনার আনুগত্য করি এবং আপনার কাছে সাহায্য চাই।
আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন। (Guide us along the Straight Path)
যাদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছ, তাদের পথ নয় - যাদের উপর তুমি অসন্তুষ্ট, অথবা যারা পথভ্রষ্ট।" (সূরা ফাতিহাঃ ১-৭)

আল্লাহকে যখন আপনি প্রতিফল দিবসের মালিক হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে এই কথাও স্বীকার করে নিলেন যে, আপনি একমাত্র আল্লাহ এর আনুগত্য করেন অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আইন, কানুন, বিধান মানেন না এবং একমাত্র আল্লাহ এর কাছেই সাহায্য চান তখন আপনার জন্য আল্লাহ এর কাছে চাওয়ার সুযোগ আসল। এখানে একটি বিষয় খেয়াল মত যে, যতক্ষণ একজন ব্যক্তি আল্লাহকে একমাত্র আইনদাতা বা আনুগত্য পাবার একমাত্র দাবীদার হিসেবে স্বীকার না করছে ততক্ষন তার জন্য আল্লাহ এর কাছে কোন কিছু চাওয়ার দরজা খুলছে না কারণ সূরা ফাতিহার ৫ম আয়াত পড়ার সময় আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি যে, আনুগত্য পাবার মালিক একমাত্র আল্লাহ আর সূরা ফাতিহার ৬ষ্ঠ আয়াতে আমরা আল্লাহ এর কাছে চাচ্ছি। ৫ম আয়াত বাদ দিয়ে ৬ষ্ঠ আয়াতে যাওয়া সম্ভব না। নামাযে সূরা ফাতিহা পুরোটা পড়তে হয়, মাঝখান থেকে পড়ার সুযোগ নেই; তাহলে বুঝা যাচ্ছে - আনুগত্য পাবার মালিক একমাত্র আল্লাহ, আইন দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ – এই কথা স্বীকার না করলে আল্লাহ এর কাছে কোন কিছু চাওয়ার - কোনো সুযোগ নেই। আমরা আনুগত্য পাবার একমাত্র মালিক আল্লাহ স্বীকার করে নেবার পর আল্লাহ এর কাছে চাইলাম, "আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন (Guide us along the Straight Path)"। বক্রপথ নয়, আমরা আল্লাহ এর কাছে সরল- সোজা পথ চেয়েছি। তারপর আরও চাইলামঃ "যাদের উপর তুমি (আল্লাহ) অনুগ্রহ করেছ, তাদের পথ নয় - যাদের উপর তুমি অসন্তুষ্ট, অথবা যারা পথভ্রষ্ট।"
আল্লাহ আমাদের দুয়ার উত্তর দিলেন, পুরো কোরআন আমাদের জন্য খুলে গেলো।

"আলিফ, লাম, মীম। এই সেই (পথ নির্দেশ সংবলিত) বই যাতে কোন সন্দেহ নেই, সজীব হৃদয়ের জন্য পথ নির্দেশ।" (কোরআন, সূরা বাকারা ১-২)
আল্লাহ আমাদের দুয়া কবুল করেছেন, আমরা যে পথ আল্লাহ এর কাছে চেয়েছিলাম সূরা ফাতিহার শেষ দুই আয়াতে সেই পথ আল্লাহ আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন – "এই সেই বই যাতে কোন সন্দেহ নেই, সজীব হৃদয়ের জন্য পথ নির্দেশ।"
কিন্তু কোরআন তো আল্লাহ বহু আগে মুহাম্মাদ সাঃ এর উপর নাযিল করেছেন, বহু লোক কোরআন পড়েছে, বহু ব্যাখ্যা, বহু বই কোরআন নিয়ে লেখা হয়েছে। সব-ই ঠিক আছে। কিন্তু কোরআন আপনার জন্য খুলেনি, কোরআনের জ্ঞান আপনার জন্য খুলেনি যতক্ষন না আপনি সূরা ফাতিহা পড়ে আল্লাহ এর কাছে সরল পথ চাইবেন। সূরা ফাতিহা শুধু কোরআন খোলার চাবি নয় বরং বন্ধ হয়ে যাওয়া হৃদয় খোলার চাবিও হচ্ছে সূরা ফাতিহা কারণ যে হৃদয় বন্ধ হয়ে গেছে তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ খুলতে পারবে না। আর

সূরা ফাতিহায় আপনি আল্লাহ এর কাছেই চাচ্ছেন যেন তিনি আপনাকে সরল সোজা পথ দেখিয়ে দেন – কাকে দেখিয়ে দিবেন? আপনার হৃদয়কে। হৃদয় বন্ধ থাকলে তো সেই হৃদয় দেখতে পাবে না, শুনতে পাবে না তাই সূরা ফাতিহায় আপনি আল্লাহকে এই কথাও বলছেন যে, তিনি যেন আপনার হৃদয়কে খুলে দেন।

"তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা করে না? নাকি তাদের হৃদয়ে তালা পড়েছে?" (সূরা মুহাম্মাদঃ২৪)

বুঝা গেলো, হৃদয়ে তালা পড়লে কোরআন নিয়ে চিন্তা করা সম্ভব নয়। তাহলে প্রথমে হৃদয়ের তালা খুলতে হবে - আর হৃদয়ের নিয়ন্ত্রন তো আপনার হাতে নেই। হৃদয়ের তালা খুলে দিতে পারেন একমাত্র আল্লাহ। প্রথমবার যখন একজন ব্যক্তি কোরআন পড়তে আসে এবং সূরা ফাতিহা পড়ে আল্লাহ তার হৃদয়ের তালা খুলে দেন। সূরা ফাতিহার আলোয় তার হৃদয় আলোকিত হয়। কিন্তু জেনে বুঝে যখন সে সত্যকে অস্বীকার করে বা সত্যকে মিথ্যা দ্বারা ঢেকে দেয় বা বিশ্বাসের সাথে অবিশ্বাসকে মিস্রিত করে তখন তার হৃদয় বন্ধ হয়ে যায়। এবার তার হৃদয় হয়তো আর কোনদিন-ই খুলবে না।
যে হৃদয় আল্লাহ খুলে দিয়েছিলেন সেই হৃদয় যে বন্ধ করে দিবে - সেই হৃদয় আল্লাহ পুনরায় খুলে দিবেন – এ রকম হবার সম্ভাবনা কম।

আপনার শরীরে অনুভব করতে পারেন এমন সকল অঙ্গের নিয়ন্ত্রন আল্লাহ আপনার হাতে দিয়ে দিয়েছেন। যেমনঃ হাত, পা, চোখ, ইত্যাদি। কিন্তু আপনার হৃদয়ের নিয়ন্ত্রন আল্লাহ আপনার হাতে দেন নি। আপনার হৃদয় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে response (প্রতিক্রিয়া) দিতে পারে আর হৃদয়ের এই response (প্রতিক্রিয়া) আপনার নিয়ন্ত্রনের বাহিরে। যেমনঃ আপনি একা একা রাত ২ টায় গোরস্তানে গেলে সম্ভাবনা আছে যে, আপনি ভয় পাবেন এবং আপনার হৃদয় এত কাঁপবে যেটাকে আমরা বলি, বুক ধুকপুক করা, আপনি চাইলেই এই বুক ধুকপুক বন্ধ করতে পারবেন না। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় আপনার বাড়িতে পরিবারের মধ্যে - আপনি চাইলেই আপনার হৃদয়কে কাপাতে পারবেন না।
হৃদয় শুনতে পায়, দেখতে পায়। হৃদয় কোন ঘটনাকে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করতে পারে। এর একটি উদাহরনঃ আপনি রাস্তার পাশের ফুড কোর্ট থেকে একটি শর্মা কিনে খাচ্ছেন, এমন সময় একটি ৫-৬ বছরের শিশু এসে আপনার সামনে হাত পাতল, " ভাই, ক্ষুধা লাগসে"; মুহূর্তেই আপনার শর্মা খাওয়ার মজা নষ্ট হয়ে গেল। কারণ আপনার হৃদয় ঐ শীর্ণ, অভাবী শিশুকে না দিয়ে খেতে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু আপনি শিশুটিকে না দিয়ে বললেন, ' যা ভাগ এখান থেকে, এগুলো তো গরীব না, এগুলোর হচ্ছে স্বভাব খারাপ'। শিশুটি চলে গেলো। আপনি এখন মজা করে পুনরায় শর্মা খেতে পারছেন, আপনার হৃদয় আর বাধা দিচ্ছে না কারণ আপনি আপনার হৃদয়কে একটি মিথ্যা কথা বুঝিয়েছেন যে, ঐ ছেলেটা দরিদ্র নয়, তার স্বভাব খারাপ; এভাবে হৃদয়কে মিথ্যা দ্বারা বাধা দেবার কারণে আমাদের হৃদয় আর প্রতিক্রিয়া (response) দেয় না, হৃদয় ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় বা মরে যায়। সেই হৃদয় আর দেখতে পায় না, শুনতে পায় না, বিচার – বিশ্লেষণ করতে পারে না।

আরও একটি উদাহরণঃ আপনি কোন মেয়েকে পছন্দ করেন, ঐ মেয়েকে দেখা মাত্রই আপনার বুক ধড়ফড় শুরু হয় (You start missing beats)। মেয়েটি আপনার দিকে আসলে আপনার হৃদয় এত কাঁপতে থাকে - বুকে যেন ভুমিকম্প শুরু হয়েছে। সম্পর্কের প্রথম দিকে প্রায় প্রতিটি যুবক-ই তার ভালোবাসার নারীর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারে না - তার হৃদয় কাঁপতে থাকে ফলে হাত- পা ও কাপে। কিন্তু এই ছেলেটি যদি দিনের পর দিন পর্ণগ্রাফি দেখে বা বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয় তখন তার হৃদয় মরে যায় বা হৃদয় বন্ধ হয়ে যায় ফলে সে আর কোন মেয়ের প্রতিই ভালোবাসা বা প্রেম অনুভব করে না। নারী তখন তার কাছে শুধু একটি মাংস পিণ্ড বা ভোগের বস্তু হয়ে যায়। পর্ণগ্রাফির মাধ্যমে খুব দ্রুত জীবন্ত হৃদয়ের মৃত্যু হয় বা একটি খোলা হৃদয় বন্ধ হয়ে যায়।

বন্ধ হৃদয় খোলার জন্য সূরা ফাতিহা বুঝে বুঝে পড়তে হবে এবং আল্লাহ এর কাছে কান্নাকাটি করতে হবে। জোর করে তো কান্না করা যায় না; আমাদের চোখের পানির সাথে হৃদয়ের সরাসরি যোগাযোগ আছে। পুরো কোরআন বুঝে বুঝে পড়তে হবে।

সূরা ফাতিহা পড়ার পর যে পথ আল্লাহ আপনাকে কোরআনে দেখিয়ে দিয়েছেন - সে পথে যারা চলেছেন তাদের জীবনে যে সকল বিপদ – আপদ এসেছিল আপনার জীবনেও সেই সকল বিপদ – আপদ আসবে বা সে রকম বিপদ – আপদ আসবে। প্রত্যেক নবী - রসূলদের ঘটনা যখন পড়বেন তখন বুঝতে হবে যে - সেই সকল ঘটনা আপনার জীবনেও ঘটবে বা সে রকম ঘটনা ঘটবে তখন যেন আপনি পিছিয়ে না আসেন বা এই কথা যেন না বলেন, “আমার জীবনে এই রকম কষ্ট, বিপদ আসছে কেন? আমি এই রকম কষ্ট বা বিপদ চাই না”। এই রাস্তা তো আপনি নিজেই আল্লাহ এর কাছে চেয়ে নিয়েছেন যখন আপনি সূরা ফাতিহা পড়েছেন। সোজা, সরল পথ এমন-ই হয়, আল্লাহ যাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন তারা এই পথেই হেঁটেছেন। যদি কখনো আপনি দেখেন যে, আপনি কুলিয়ে উঠতে পারছেন না তাহলে সূরা ফাতিহা পড়তে থাকুন কিন্তু আল্লাহ এর কাছে অভিযোগ করবেন না। ইসলামের পথে চলার কারণে যদি দুঃখ- কষ্ট, দারিদ্রতা, বিপদ-আপদ আসে তাহলে, আল্লাহ এর কাছে এই বলে দুয়া করবেন না যে, ‘আমার উপরে যে বিপদ-আপদ এসেছে তা দূর করে দাও’ – তাহলে আপনি ধৈর্য ধরলেন না। দুয়ার সাথে ধৈর্যের বিপরীতমুখী সম্পর্ক রয়েছে। যদি আপনি আপনার অবস্থা পরিবর্তনের জন্য দুয়া করেন তাহলে আপনি আপনার ব্যাপারে ফয়সালার জন্য আল্লাহ এর সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করলেন না।

খাব্বাব ইব্ন আরত্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর কাছে অভিযোগ করলাম। তখন তিনি তাঁর চাদরকে বালিশ বানিয়ে কা‘বা শরীফের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু‘আ করবেন না? তিনি বললেন, তোমাদের আগের লোকদের অবস্থা ছিল এই, তাদের জন্য মাটিতে গর্ত খুঁড়া হত এবং ঐ গর্তে তাকে পুঁতে রেখে করাত দিয়ে তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করা হত। এটা তাদেরকে দ্বীন(ধর্ম) হতে টলাতে পারত না। লোহার চিরুনী দিয়ে শরীরের হাড় মাংস ও শিরা-উপশিরা সব কিছু ছিন্নভিন্ন করে দিত। এটা তাদেরকে দ্বীন হতে সরাতে পারেনি। আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্ এ দীনকে

অবশ্যই বিজয়ী করবেন। তখন একজন ভ্রমণকারী সান'আ হতে হাযারামাউত পর্যন্ত সফর করবে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করবে না, কিন্তু তার মেষপালের জন্য নেকড়ে বাঘের (চিন্তা)। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছ। (সাহিহ বুখারী ৩৬১২)

"আতা বিন আবি রাবাহ থেকে বর্ণিত:

ইবনে আব্বাস আমাকে বললেন, "আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখাবো?" আমি বললাম, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "এই কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা নবী (সাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, 'আমার মৃগীরোগ হয় এবং আমার শরীর অনাবৃত হয়ে যায়; দয়া করে আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন।' নবী (সাঃ) বললেন, 'যদি তুমি চাও, ধৈর্য ধরো, তাহলে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর যদি তুমি চাও, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে তোমার আরোগ্যের জন্য দু'আ করব।' তিনি (মহিলা) বললেন, 'আমি ধৈর্য ধরবো,' এবং আরও বললেন, 'কিন্তু (রোগের সময়) আমি অনাবৃত হয়ে যাই, তাই আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যাতে আমি অনাবৃত না হই।' তাই তিনি তার জন্য আল্লাহর কাছে (মহিলার অনাবৃত না হবার) দু'আ করলেন।"

আতা বর্ণনা করেছেন: তিনি উম্মে জাফর নামক লম্বা কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাকে কা'বার পর্দা ধরে থাকতে দেখেছিলেন। (সহীহ বুখারী ৫৬৫২)

মক্কায় যখন সাহাবীরা নির্যাতিত হচ্ছিলেন তখন তাদের কেউ আল্লাহ এর কাছে এই নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য দুয়া করেছেন -এমন কোন হাদিস পেয়েছেন? আমি পাইনি। আমি আল্লাহ এর জন্য নির্যাতিত হচ্ছি, কষ্ট পাচ্ছি, ব্যথা পাচ্ছি - এটা আল্লাহ জানছেন, দেখছেন, আমার অনুভূতিগুলো আল্লাহ বুঝতে পারছেন – এটাই তো আল্লাহ এর কাছ থেকে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় পুরষ্কার। এটা হচ্ছে আল্লাহ এর প্রতি আমাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ এর জন্য নির্যাতিত হওয়া ছাড়া - আমি যে আল্লাহকে ভালোবাসি সেটা আমি আল্লাহকে কিভাবে বুঝাবো? নবীর সাঃ উম্মতের মধ্যে সুমাইয়া রাঃ প্রথম শহীদ। তিনি তো আল্লাহ এর কাছে নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য দু'আ করেন নি।

"হে আল্লাহ, আমি তোমার জন্য, তুমি আমাকে নিয়ে যা খুশী করতে পারো, আমি কখনো অভিযোগ করবো না যে - 'তুমি আমাকে এই দুরাবস্থার মধ্যে ফেললে কেন, আমাকে উদ্ধার করো' - কারণ তুমি আমাকে যে ভালোবাসা দিয়েছো তা অন্য কেউই দেয়নি।"

আমার এই দুয়ার উত্তর, আমাকে পৃথিবীতে পাঠানোর আগেই, আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ যখন তার সৃষ্টিকে পরিপূর্ণ করলেন, তখন তিনি তাঁর বই - যা আরশের উপর তাঁর নিকট আছে - লিখেন, "নিশ্চয়ই আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর সর্বদাই বিজয়ী হয়"। (সহীহ আল-বুখারী ৩১৯৪)

তবে নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য দুয়া করা হারাম নয়। আপনি যদি সহ্য করতে না পারেন তাহলে দুয়া করতে পারেন।

আল্লাহ এর সাহায্য

কোরআন হচ্ছে আল্লাহ এর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় সাহায্য। আমার জানামতে, আল্লাহ এর পক্ষ হতে আমাদের জন্য এর চেয়ে বড় সাহায্য আর কিছু নেই। আদম (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (সাঃ) পর্যন্ত আল্লাহ যত মানুষকে যতভাবে সাহায্য করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সাহায্য হচ্ছে কোরআন। আল্লাহ মুসাকে (আঃ) ফোরাত নদী দুই ভাগ করে সাহায্য করেছিলেন, ইব্রাহীম আঃ এর জন্য আগুনকে আরামদায়ক করে দিয়েছিলেন, বদরের যুদ্ধে আল্লাহ ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহাবীদের সাহায্য করেছিলেন – এই সকল সাহায্যের চেয়ে বড় সাহায্য হচ্ছে কোরআন। আল্লাহ তো আপনাকে সাহায্য করেই দিয়েছেন এখন আপনি, আমি যদি সেই সাহায্য গ্রহন না করি তাহলে আল্লাহ এর কি করার আছে? কোরআন বুঝে বুঝে না পড়ে আমি যদি বলি আল্লাহ এর সাহায্য কোথায় – তাহলে কিভাবে হবে?

"তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৫৩)

কাউকে ইসলাম সম্পর্কে বলার সময় তাকে ভালো কাজের দিকে ডাকুন, আশান্বিত করুন। তাকে ভেঙ্গে ফেলবেন না, আশাহত করবেন না। শিরকে লিপ্ত না হলে আপনার হৃদয় কখনোই বন্ধ হয়ে যাবে না। শিরকে লিপ্ত হলে আপনার হৃদয় মরে যাবে এবং বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু আপনি সেটা হয়তো বুঝতেও পারবেন না।

বিশ্বাস কাকে বলে?

এখন আমরা সূরা বাকারা সম্পর্কে অল্প কিছু জানব।

'বাকারা' শব্দের অর্থ হচ্ছে গরু। আমরা এখন গরুর সাথে মানুষের সম্পর্ক বুঝতে চেষ্টা করব।

আমার চাচা গ্রামে থাকেন। পঞ্চগড়ের নিভৃত গ্রাম। বাড়িতে নিজেরা গাভীর দুধ খাওয়ার জন্য অল্প কয়েকটা গরু পুষেন। চাচার গোয়ালে একটা দেশি ষাঁড় দেখতে পেলাম। অনেক উঁচু, ঘোড়ার মত পিটা শরীর, কেমন রাজার মত মাথা উঁচু করে এদিক-সেদিক তাকায় – যেন এটা তার রাজত্ব। চাচা বললেন এই গরুটা তার বাড়িতেই হয়েছে, কোন মেডিসিন দেন নি। একদম খাটি দেশি গরু। আমি গরুটার মাথায় হাত বুলাতে যাওয়ার সাথে সাথেই গরুটা লাফ দিয়ে গুতা দিতে আসল। আমি দুই লাফে পিছিয়ে আসলাম। চাচা হেসে বললেন, আস্তে আস্তে, ও তোমাকে চিনে না। দুপুরে চাচা গরুটাকে খাবার দিতে গেলেন, গোয়াল ঘরে ঢুকে - গরুটার একদম কাছে চলে গেলেন, গরুর মাথা চাচার পিছনে, চাচা গরুর জন্য খেড় ভাজ করে দিচ্ছেন। গরুটা কিছুই করছে না। চাচা গরুটার দিকে পিঠ দিয়ে নিজ মনে খেড় সাজাচ্ছেন। গরুটা চাইলে চাচাকে এক গুতা দিয়ে পেট এফোঁড়- ওফোঁড় করে দিতে পারে। কিন্তু চাচার এদিকে কোন নযর-ই নেই। এটাকেই বলে বিশ্বাস। বিকালে আরও আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম। আমার চাচাতো বোন, টিনা, যার বয়স ৬-৭ বছর

হবে, সে এই ষাঁড় গরুটার মাথা নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে আছে, গরুটা কিছু বলছে না - বরং গরুটা যেন খুশিই হচ্ছে। আমি চাচিকে বললাম, এটা তো ঠিক হচ্ছে না, গরুটা যদি গুতা দেয় – গরু তো গরুই। চাচি হেসে বললেন, 'ও কিছু করবে না। ওরা একসাথেই বড় হয়েছে। টিনা ওকে বকা দিলে দূরে সরে যাবে কিন্তু প্রতিবাদ করে গুতা দিতে আসবে না। ওকে দড়ি দিয়ে বেধে রাখি - তা না হলে ঘরে চলে আসে। ও মনে করে - ও আমাদের পরিবারের একজন সদস্য। ভয়ের কিছুই নেই। আমি বুঝতে পারলাম – এর নাম হচ্ছে বিশ্বাস। গরুটা এদেরকে বিশ্বাস করে আবার এরা গরুটাকে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস তাদের হৃদয় থেকে এসেছে - মাথা বা ব্রেইন থেকে আসেনি। মাথা বা ব্রেইন থেকে আসে যুক্তি- তর্ক আর বিশ্বাস আসে হৃদয় থেকে। আল্লাহ কোরআনে যে বিশ্বাসের কথা বলেছেন তা হৃদয় থেকে আসতে হবে, বিশ্বাস থাকতে হবে হৃদয়ে। আপনি চাইলেই আপনার হৃদয়ে কোন বিশ্বাস ঢুকাতে পারবেন না। জোর করে বিশ্বাস হৃদয়ে ঢুকানো যায় না। এটা হৃদয়ের ব্যাপার। বিশ্বাসের আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে, আপনি যাকে বিশ্বাস করেন তার থেকে আপনি কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রাখেন না। সে চাইলেই আপনাকে আঘাত করতে পারে। যেমনঃ আমার চাচা গরুর দিকে পিঠ দিয়ে খেড় সাজায়, গরুটি চাইলেই চাচাকে আঘাত করতে পারে কিন্তু এই ব্যাপারে চাচা কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রাখেন নি। যে আল্লাহকে হৃদয় থেকে বিশ্বাস করে সে আল্লাহ এর ব্যাপারে কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রাখে না। আল্লাহ চাইলে, তাকে আঘাত করতে পারেন, তাকে এমন কোন কাজ করতে বলতে পারেন যাতে সে আঘাত পাবে, কষ্ট পাবে কিন্তু এতেও সে আল্লাহ এর প্রতি বিশ্বাস থেকে সরে আসে না কারণ সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তার ভালোর জন্যই তাকে এমন কাজ করতে বলেছেন যাতে সে নির্যাতিত হচ্ছে। হৃদয় থেকে বিশ্বাস করলেই এমনটি করা সম্ভব। যেমনঃ আল্লাহ ইব্রাহীম আঃ কে বললেন উনার সন্তানকে কোরবানি করতে, ইব্রাহীম আঃ কোন অজুহাত না দিয়ে, কোন যুক্তি তর্কে না গিয়ে - নিজের সন্তানকে কোরবানি করতে উদ্ধত হলেন – এটা হচ্ছে যুক্তি-তর্কহীন বিশ্বাস। এই বিশ্বাস মাথা বা ব্রেইন থেকে আসেনি, এই বিশ্বাস থাকে হৃদয়ে। আল্লাহ আমাদেরকে ইব্রাহীম আঃ এর মত বিশ্বাস করতে বলেছেন।

(এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ দেখতে চেয়েছিলেন, ইব্রাহীম আঃ আল্লাহকে নিজের সন্তানের চেয়ে বেশী ভালবাসেন কি না? যখন আল্লাহ দেখলেন, ইব্রাহীম আঃ নিজের সন্তানের চেয়ে আল্লাহকে বেশী ভালোবাসেন তখন আল্লাহ ইব্রাহীমের সন্তান ইসমাইলকে রক্ষা করলেন। সাধারণত, আল্লাহ আপনাকে শুধু পরীক্ষা করবেন কিন্তু তিনি আপনার কাছ থেকে কোন কিছু কেড়ে নিবেন না। আপনাকে কষ্ট দিয়ে আল্লাহর কোন লাভ নেই। আল্লাহ শুধু দেখতে চান – আপনি আল্লাহকে কতটুকু ভালোবাসেন। আল্লাহ যদি কারো কাছ থেকে কিছু নিয়ে নেন আর সে যদি ধৈর্য ধারণ করে (অর্থাৎ, আল্লাহ এর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে) তবে তিনি তাকে তার চেয়ে উত্তম জিনিস দেন।)

এখন যদি আপনাকে বলা হয় যে, ২+২= ৪ হয়, এটা কি আপনি বিশ্বাস করেন? প্রশ্ন শুনে আপনি অবাক হবেন, এখানে বিশ্বাসের কি আছে? এটা আমরা জানি যে, ২+২=৪ হয়। এটা আপনার মস্তিষ্ক বা মাথা থেকে

এসেছে, হৃদয় থেকে আসেনি। আমরা অনেকেই আল্লাহকে বিশ্বাস করার কথা বলি কিন্তু বিশ্বাসের এই দাবী হৃদয় থেকে এসেছে - না মাথা থেকে এসেছে বুঝা মুশকিল।

"বেদুঈনরা বলে, 'আমরা বিশ্বাস করেছি'। বল- 'তোমরা বিশ্বাস করনি, বরং তোমরা বল, 'আমরা (মৌখিক) আনুগত্য স্বীকার করেছি', এখন পর্যন্ত তোমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মান্য কর তাহলে তোমাদের কৃতকর্মের কিছুই কমতি করা হবে না। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা হুযুরাতঃ১৪)

বুঝা যাচ্ছে, আমরা যদি আল্লাহ এর হুকুম মানি এবং নবীর কথা মানি তাহলে বিশ্বাস ধীরে ধীরে আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করবে।

"শপথ হৃদয়ের এবং তাঁর - যিনি তা (হৃদয়কে) সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন। (৭) এবং এটিকে (হৃদয়কে) অনুভুতি প্রদান করেছেন যে এর জন্য কোনটি ভুল এবং (কোনটি) সঠিক। (৮) যে তা (হৃদয়ের এই অনুভুতি অনুযায়ী কাজ করে তার অনুভুতি আরও) বৃদ্ধি করে, সে-ই প্রকৃতপক্ষে সফলকাম।(৯) আর যে ব্যক্তি এটিকে বাধাগ্রস্ত করে (আর যে হৃদয়ের অনুভূতি অনুযায়ী কাজ না করে তার ঐ অনুভূতিকে বাধাগ্রস্থ করে), সে প্রকৃতপক্ষে ব্যর্থ।" (১০) (সূরা শামসঃ ৭-১০)

আল্লাহ যখন মানুষকে পৃথিবীতে পাঠান তখন তার হৃদয়কে এই জ্ঞান দিয়ে দেন যে, তার জন্য কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল। যে ব্যক্তি হৃদয়ের এই ন্যায়- অন্যায়ের অনুভুতিকে অনুসরণ করে সে তার হৃদয়ের এই অনুভূতিকে আরও শক্তিশালী করে ফলে তার হৃদয় ভালো কাজে তাকে এগিয়ে দেয় এবং মন্দ কাজে তাকে আরও বেশি শক্তভাবে বাধা দেয়, এভাবে ঐ ব্যক্তি সফল হয়। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে হৃদয়ের এই ন্যায়- অন্যায়ের অনুভুতিকে অনুসরণ করে না - তার হৃদয়ের এই ন্যায়-অন্যায়ের অনুভূতি কমে যেতে থাকে ফলে সে নিম্ন থেকে আরও নিম্ন ধরনের খারাপ কাজে লিপ্ত হতে থাকে এবং ব্যর্থ হয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক শিশুই ফিতরাতের (স্বাভাবিক প্রবণতা / natural instinct *) উপর জন্মগ্রহণ করে (অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করার জন্য নয়) কিন্তু তার পিতামাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা মাজুস (যাদুকর) হিসেবে ধর্মান্তরিত করে, যেমন একটি পশু একটি নিখুঁত বাচ্চা প্রসব করে। তুমি কি এটিকে বিকৃত দেখতে পাও?" তারপর আবু হুরাইরা (রাঃ) কোরআনের আয়াত তিলাওয়াত করলেন, "অতএব, (হে নবী) - আল্লাহর স্বাভাবিক পথের উপর বিশ্বাসে অটল থাকো, যা (স্বাভাবিক পথের জ্ঞান) তিনি সকল মানুষের মধ্যে স্থাপন করেছেন। আল্লাহর এই সৃষ্টিতে যেন কোন পরিবর্তন না করা হয়। এটাই সরল পথ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" (সূরা রুমঃ৩০) (সাহিহ বুখারিঃ ১৩৫৮)

* ফিতরাত বা স্বাভাবিক প্রবণতা বা natural instinct ই হচ্ছে ইসলাম। **ইসলামের জ্ঞান বা স্বাভাবিক পথের জ্ঞান বা সরল, সোজা পথের জ্ঞান আল্লাহ প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে দিয়ে তারপর তাকে পৃথিবীতে পাঠান। বুঝা গেলো, আমাদের হৃদয়ের এক সময় সঠিক- ভুল বুঝার সক্ষমতা ছিল।** শর্মা খাওয়ার ঘটনাটা মনে আছে? আমরা যখন ঐ ঘটনার মত আমাদের হৃদয়ের ন্যায় / অন্যায়ের অনুভূতিকে অগ্রাহ্য করতে থাকি তখন হৃদয়ের এই অনুভূতি কমে যেতে থাকে। এক সময় এই হৃদয় আর কোন প্রতিক্রিয়া বা response দিতে পারে না। এটা হচ্ছে মৃত হৃদয় বা বন্ধ হয়ে যাওয়া হৃদয়ের উদাহরণ। যে হৃদয় দেখতে পায় না, শুনতে পায় না, কোন কিছু বিচার – বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা করতে পারে না।

হৃদয় কেন তালা বন্ধ হয়ে যায়?

“আলিফ, লাম, মীম।(১) এই সেই (পথ নির্দেশ সংবলিত) বই যাতে কোন সন্দেহ নেই, সজীব হৃদয়ের জন্য পথ নির্দেশ।" (২) যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যা প্রদান করেছি তা হতে দান করে।(৩) এবং যারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে এবং মৃত্যুর পর একটি জীবন আছে এই ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। (৪) তারাই তাদের পালনকর্তার নির্দেশিত পথপ্রাপ্ত এবং তারাই সফলকাম হবে। (৫) যারা বিশ্বাসকেই অস্বীকার করে তুমি তাদেরকে সতর্ক করো বা না করো, উভয়ই সমান - তারা কখনও বিশ্বাস করবে না। (৬) আল্লাহ তাদের হৃদয় ও শ্রবণশক্তির উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টিশক্তির উপর পর্দা দিয়ে দিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।(৭) আর কিছু লোক আছে যারা বলে, "আমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের ব্যাপারটি বিশ্বাস করেছি", অথচ তারা বিশ্বাসী নয়। (৮) তারা আল্লাহ ও বিশ্বাসীদের ধোঁকা দিতে চায়, প্রকৃত পক্ষে তারা নিজেদের ব্যতীত অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না, অথচ তারা তা বুঝে না। (৯) (সূরা বাকারা ১-৯)

“অথবা আকাশ থেকে বৃষ্টিপাতের সময় অন্ধকার, বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তারা মৃত্যুর ভয়ে প্রতিটি বজ্রপাতের শব্দে তাদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেয়। আর আল্লাহ কাফেরদেরকে ঘিরে রেখেছেন। (১৯) বজ্রপাত যেন তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতে উদ্যত। যখনই বিদ্যুৎ চমকায়, তারা তার আলোয় চলাফেরা করে, কিন্তু যখন অন্ধকার তাদের ঢেকে ফেলে, তখন তারা দাঁড়িয়ে থাকে। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তিনি তাদের শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতে পারতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বাধিক ক্ষমতাবান। (২০) (সূরা বাকারাঃ১৯-২০)

যারা বিশ্বাস করাকেই অস্বীকার করে অর্থাৎ 'বিশ্বাস' বলে কিছু আছে তাই তারা মানে না বা সেই পর্যায়ে চিন্তা করার সক্ষমতা যাদের নেই তাদের হৃদয়ে তালা পড়ে গেছে। তারা যখন সামনে আরাম – আয়েশ দেখতে পায় না, শান্তির নিরাপদ জীবন দেখতে পায় না, যখন তাদের সামনে ইসলাম মেনে চলার কারণে অন্ধকার অর্থাৎ নির্যাতন, দারিদ্রতা, মামলার ঝুঁকি, বিপদ – আপদ, জেল, নিহত হবার ঝুঁকি ইত্যাদি চলে আসে তখন

তারা পথ চলতে পারে না। তখন তারা বলেঃ" আমাদের উপায় নাই, ইসলামে কিভাবে গণতন্ত্র আছে- তা খুঁজে বের করো, আরেকজন বলে, গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে"। এদের হৃদয়ে বিশ্বাস নেই তাই তারা মাথা বা মগজ দ্বারা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছে যে, বাংলা অঞ্চলে আল্লাহ এর রসুলের (সাঃ) পদ্ধতি অর্থাৎ দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, তাই তারা "ইসলামে গনতন্ত্রের অনেক কিছু আছে" - এই মতাদর্শ নিয়ে এসেছে। তাদের গনতন্ত্র নাকি পশ্চিমা গনতন্ত্র নয়, তাদের গনতন্ত্র নাকি ইসলামিক গনতন্ত্র ! এদের হৃদয়ে বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস কাকে বলে তা তারা জানেও না। গনতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোট দিয়ে আইনদাতা নিযুক্ত করা নাকি আমানত, ঈমানী দায়িত্ব ! আল্লাহ বলছেন, 'আল্লাহ একমাত্র আইনদাতা' আর তোমরা বলছ ভোট দিয়ে আইনদাতা নিযুক্ত করা আমানত, ঈমানী দায়িত্ব !

অন্যদিকে একজন বিশ্বাসী ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাতের রাতে অন্ধকারে পথ চলতে থাকে। সে তার সামনে কিছুই দেখতে পায় না। ইসলাম মেনে চলার কারণে তার সামনে শুধুই অন্ধকার অর্থাৎ দারিদ্রতা, গুম, মামলা, জেল, নিহত হবার সম্ভাবনা। সে ইসলামের বিজয় দেখে মরতে পারবে -এমন কোন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। তবু সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে পথ চলতে থাকে। জীবিত অবস্থায় সে হয়তো বাংলা অঞ্চলে ইসলামের বিজয় দেখে যেতে পারবে না তবু সে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ইসলাম প্রচার করে, আইন বিধান দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ, ইসলামে গনতন্ত্র বলে কিছু নাই, ইসলামিক গনতন্ত্র বলে কিছু নাই, গনতন্ত্র শিরক, পিরতন্ত্র শিরক, ইত্যাদি – কথাগুলো প্রচার করে। তার বিশ্বাস হচ্ছে যুক্তিহীন বিশ্বাস। এই বিশ্বাস হৃদয় থেকে এসেছে। আল্লাহ কোরআনে এদেরকেই বিশ্বাসী বলেছেন।

যারা বিশ্বাস বলে যে একটা ব্যাপার আছে - এই ব্যাপারটিই জানে না বা বুঝে না - তাদেরকে সতর্ক করে লাভ নেই কারণ তারা বিশ্বাস করবে না। এদের মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত যারা মুখে বলে যে, আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু কাজে কর্মে দেখা যায় যে, তারা বিশ্বাসের চেয়ে যুক্তি -তর্ককে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে । যারা বিশ্বাসের চেয়ে যুক্তি তর্ককে বেশি প্রাধান্য দিবে তারাও বিশ্বাসী নয়। বিশ্বাসের যে দাবী তারা করে তা তাদের মাথা থেকে এসেছে, হৃদয় থেকে আসেনি। এই ধরণের তথাকথিত 'বিশ্বাস' আল্লাহ গ্রহন করবেন না। যে বিশ্বাস হৃদয়ে থাকে সেই বিশ্বাসকেই আল্লাহ গ্রহন করবেন।

"সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিও না অথবা জেনে বুঝে সত্য গোপন করো না।" (সূরা বাকারাঃ ৪২)
"নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করেছে তারপর অবিশ্বাস করেছে, তারপর (আবার) বিশ্বাস করেছে এবং আবার অবিশ্বাস করেছে - বরং অবিশ্বাসে বৃদ্ধি পাচ্ছে - আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং সঠিক পথ দেখাবেন না।" (সূরা নিসাঃ ১৩৭)
যারা বিশ্বাসের পর অবিশ্বাস করে এবং পরে অবিশ্বাসে তীব্র হয়ে ওঠে, তাদের তওবা কবুল করা হবে না। আর তারাই পথভ্রষ্ট। (সূরা আলে ইমরানঃ ৯০)

সেদিন কিছু মুখ উজ্জ্বল হবে আবার কিছু মুখ মলিন হবে। মলিন মুখমন্ডলধারীদের বলা হবে, "তোমরা কি বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করেছিলে? অতএব, তোমাদের অবিশ্বাসের শাস্তি আস্বাদন করো।" (সূরা আলে ইমরানঃ ১০৬)

যখন আপনার সামনে সত্য এসে উপস্থিত হল এবং আপনি সত্যকে চিনতেও পারলেন তখন যদি আপনি তা গ্রহন না করেন তাহলে পরে আপনি সত্য গ্রহন করবেন – এমন সম্ভাবনা কম। আর যারা ইসলাম সম্পর্কে জেনে, বুঝে বিশ্বাস করেছিল কিন্তু পরে অবিশ্বাসে ফিরে যায় এবং অবিশ্বাসের পক্ষেই অটল থাকে তাদের হৃদয় কি সত্যের জন্য আর কখনো খুলবে?

নাস্তিক ইসলামে ফিরে এসেছে এবং গনতন্ত্রবিহীন, পিরতন্ত্রবিহীন ইসলাম গ্রহন করে, ইসলাম প্রচার করছে - এমন অনেক ঘটনা দেখেছি।

আল্লাহ বলেছেন, সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিও না। ইসলামের সাথে কুফর, শিরককে মিশিও না। এখন যারা ইসলামের ভিতরে গনতন্ত্রের অনেক কিছু খুঁজে পায় – তাদের কি বলবেন? কারা ঈমান আনার পর কুফরিতে নিমজ্জিত হয়েছে? যারা বিশ্বাস করার পর ইসলামের ভিতরে পিরতন্ত্র আর গণতন্ত্র খুঁজে পায় -তারা। যে মুসলিম ভূখণ্ডে এক নায়কতন্ত্র চলছে সেখানে এদের মত লোকেরা বলবে, " ইসলামে একনায়কতন্ত্রের অনেক কিছু খুঁজে পাওয়া যায়"।

কারা সারা জীবন হারাম এবং শিরক সংশ্লিষ্ট ব্যাপার বলে শহীদ মিনারে ফুল দিতে যায়নি কিন্তু ২০২৬ এ গিয়েছে ? এরাই কি তারা নয় যারা বিশ্বাস করার পর কুফরে লিপ্ত হয়েছে ? এরা ইসলামে ফিরে আসবে না। এরা সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশ্রিত করেছে।

যাই হোক, আমরা বুঝতে পারলাম, কিভাবে হৃদয় অন্ধ, বধির হয়ে যায়। কিভাবে হৃদয়ে তালা পড়ে যায়। যারা এই চিন্তা করে বসে আছেন যে, এখন দুনিয়া উপার্জন করে নেই, পরে হাজ্জ করে পরহেজগার হয়ে যাবো - তাদের জন্য সতর্কবার্তা হচ্ছে, হৃদয় খোলার চাবি আপনার কাছে নেই, আপনি চাইলেই যখন খুশী তখন বিশ্বাস আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করাতে পারবেন না। যারা একবার জেনে বুঝে বিশ্বাস করাকে অস্বীকার করেছে তারা পরবর্তীতে বিশ্বাস করতে পারবে - এমন সম্ভাবনা খুবই কম।

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদের জীবন্ত করে, তখন তোমরা তার ডাকে সাড়া দাও। **আর জেনে রাখো যে, আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝখানে অবস্থান করেন** এবং তাঁর কাছেই তোমাদের সকলকে একত্রিত করা হবে'। (সূরা আনফালঃ২৪)

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় নারী

যে ভূখণ্ডে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে সে ভূখণ্ডে নারীরা কি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অংশগ্রহন করতে পারবে? অর্থাৎ সৈন্য হিসেবে লড়াই করতে পারবে? আমি বাংলা অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে তিন স্তরে ভাগ করেছি। যথাঃ First Line of Defence, 2nd line of defence, 3rd line of defence. এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যই রাষ্ট্রীয়ভাবে কার্যকর করতে হবে।

প্রথমে দেখতে হবে নারীরা যুদ্ধে সরাসরি অংশ গ্রহন করতে পারবে কি না?

বর্তমানে প্রায় সকল 'আলেমদের' মতামত হচ্ছে নারীরা সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহন করতে পারবে না।

যুদ্ধক্ষেত্রে শুধু পুরুষরাই অংশগ্রহন করবে। নারীরা ডাক্তার, নার্স হিসেবে যুদ্ধে সহযোগিতা করবে।যদি দরকার হয় বিশেষ ক্ষেত্রে তাহলে নারীরা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে অংশগ্রহন করতে পারবে, কিন্তু তারা regular army হিসেবে থাকবে না।

এখন এই ব্যাপারে মতামত দিতে হলে আমাদেরকে নবী সাঃ এবং সাহাবীদের সময়ের যুদ্ধগুলোতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো দেখতে হবে। আমরা এই ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য বিখ্যাত যুদ্ধ ইয়ারমুকের যুদ্ধের ঘটনা দেখব। এই যুদ্ধে আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) , হিন্দ বিনতে উতবা (রাঃ), খাওলাহ বিনতে আল- আজওয়ার (রাঃ) নারীদেরকে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। খাওলাহ বিনতে আল- আজওয়ার (রাঃ) অন্য আরও অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিলেন বলে জানা যায় যেমনঃ সানিতা-আল-উকাবের যুদ্ধ এবং আজনাদিনের যুদ্ধ । ওমর (রাঃ) খাওলাহ বিনতে আল- আজওয়ার (রাঃ) এর রণকৌশলের তারিফ করেছিলেন বলে কিছু সুত্রে পাওয়া যায়। উপরোক্ত কোন ক্ষেত্রেই আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) বা কোন সাহাবী কোন মুসলিম নারীকে যুদ্ধে অংশগ্রহন করতে নিষেধ করেন নি। বুঝা যাচ্ছে, এটা একজন নারীর ব্যক্তিগত পছন্দ (personal choice). সে চাইলে, যুদ্ধে অংশগ্রহন করতে পারবে। যুদ্ধে অংশ গ্রহন করতে হলে তো যুদ্ধ শিখতে হবে, তাদেরকে যুদ্ধের প্রশিক্ষন কে দিবে? সরকার দিবে।

যদি অধিকাংশ আলেমদের মতামত মেনে নেই যে, মুসলিম নারীরা শুধু আত্মরক্ষামুলক যুদ্ধে অংশগ্রহন করতে পারবে। তাহলেও তো বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারীরা রেগুলার সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হবে কারণ এখন যুদ্ধ আর কোন প্রান্তরে বা ময়দানে হয় না। এখন যুদ্ধ হয় লোকালয়ে আর লোকালয়ে নারীরা থাকে, তাহলে তাদেরকে তো আত্মরক্ষার জন্যই যোদ্ধা হতে হবে। যুদ্ধ না শিখলে হটাত করে তারা যুদ্ধ করবে কিভাবে? বুঝা গেলো, বর্তমান সময়ে মুসলিম নারীরা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অংশগ্রহন করতে পারবে। সৈন্য, অফিসার সব কিছুই হতে পারবে। তারা Regular army হিসেবেও থাকবে। মুসলিমরা যুদ্ধে পরাজিত হলে মুসলিম নারীদের শত্রু বাহিনী পাশবিক নির্যাতন করবে, দাসী বানিয়ে ব্যাবহার করবে - এই পরিস্থিতিতে নারীদের পর্দা নষ্ট হবে বলে বসিয়ে রেখে যুদ্ধে হারার কোন মানে হয় না। মুল উদ্দেশ্য হবে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া আর পর্দা যতটুকু পারা যায় ততটুকু রক্ষা করা হবে।

First Line of Defense

ধরুন যদি, ভারত বা মায়ানমার তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে বাংলাদেশে হামলা করে তাহলে আমরা কি করবো? চীন, পাকিস্থান, আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন আর জাতিসংঘের দিকে তাকিয়ে থাকব? সত্য কথা হচ্ছে কেউই আমাদের সহযোগিতা করবে না। জাতিসংঘ এবং আমেরিকা ২-৪ টা নরম -গরম কথা বলবে। পাকিস্থান হয়তো ভারতের কাশ্মিরে ২-৪ দিন বিমান হামলা করবে তারপর থেমে যাবে, ব্যাস এত টুকুই। ভারত বাংলাদেশকে দখল করে নিবে।

যদি ইসলামী শরিয়া আইন বাস্তবায়ন করো তাহলে জাতিসংঘ সদস্য পদ বাতিল করে দিবে? গণতন্ত্রকে শিরক এবং কুফরি বলে ঘোষণা দিলে জাতিসংঘ উগ্রবাদী বলে চিহ্নিত করবে? আপনারা কি মনে করেন - কোনো দেশ বাংলাদেশে হামলা করলে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে বাঁচাবে? গাজাতে জাতিসংঘ কি করেছে? রাখাইনে মুসলিম রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে জাতিসংঘ কি করেছে? কাশ্মীরে জাতিসংঘ কি করেছে? আল্লাহকে বাদ দিয়ে জাতিসংঘকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহন করছেন?



“যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের উদাহরণ হলো মাকড়সার মতো, যে নিজের জন্য ঘর তৈরী করে; এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই-তো দুর্বলতম, যদি তারা এটা জানত।" (সূরা আনকাবুতঃ ৪১)

জাতিসংঘের লোগোতে মাকড়শার জাল/বাসা দেখা যাচ্ছে কি?

বর্তমান পৃথিবীর সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে কি? সূরা আনকাবুত এর 'আনকাবুত' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'মাকড়শা'। এই শব্দটি উক্ত সুরায় শুধুমাত্র এই একটি আয়াতেই আছে। উক্ত আয়াতের এই 'আনকাবুত' শব্দটি থেকেই সুরার নাম 'আনকাবুত' রাখা হয়েছে। এই আয়াতটিতে যে তথ্য আল্লাহ দিয়েছেন তা যেন আমরা কোনভাবেই এড়িয়ে না যাই সে জন্যই হয়তো সূরাটির নাম-ই রাখা হয়েছে 'আনকাবুত' (মাকড়শা)।

সূরা আনকাবুতের ৪১ নাম্বার আয়াতের আগের আয়াতগুলোতে আল্লাহ বিভিন্ন নবীদের অনুসারীদের কিভাবে ধ্বংস করেছিলেন তা বর্ণনা করেছেন তারপর আল্লাহ উপরে উল্লেখিত কথাটি বলেছেন। কত তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত।

বাংলা অঞ্চলের সেনাবাহিনী বা বাংলাদেশের সেনাবাহিনী কোনভাবেই ভারতের সাথে সামরিক শক্তিতে সমান নয়। বাংলাদেশের পক্ষে কোনভাবেই পারমানবিক অস্ত্র বা ICBM (Intercontinental Ballistic Missile) তৈরি করা সম্ভব নয়। ট্যাঙ্ক বা যুদ্ধ বিমানও তৈরি সম্ভব নয়। যুদ্ধজাহাজ বা সাবমেরিনও আমরা তৈরি করতে পারব না। তাহলে, বাংলা ভূখণ্ডের নিরাপত্তা কিভাবে নিশ্চিত হবে? অন্য দেশের থেকে যুদ্ধ বিমান, সাবমেরিন, যুদ্ধ জাহাজ কিনে পরনির্ভরশীল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আসলে কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাই নয়।
তাহলে, আমাদের এমন একটি level playing field লাগবে যেখানে আমরা ভারতের সমানে সমান হতে পারব। এজন্য আমাদেরকে কাদেশিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে জানতে হবে।

ওমর (রাঃ) এর সময় ৬৩৬ সালে মুসলিম ও পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে কাদেশিয়ার যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এই যুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষে ৩০ হাজার এবং পারস্যের সম্রাটের পক্ষে ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ যোদ্ধা যুদ্ধে অংশগ্রহন করে। যুদ্ধে পারস্যের পক্ষে প্রায় ৪০ টি হাতি লড়াইয়ে অংশ গ্রহন করে। যেহেতু আরবের উট আগে কখনো হাতি দেখেনি তাই যুদ্ধক্ষেত্রে হাতি দেখে তারা ভড়কে যায়। প্রতিবার-ই পারস্য বাহিনী হাতি নিয়ে আক্রমন করলে মুসলিম বাহিনী হাতির কারণে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত। ফলে যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয় (*)। এখন বর্তমান সময়ের ১০ জন জেনারেল, সমর বিশেষজ্ঞদের মুসলিমদের হারের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা কি বলতে পারেন?
তারা বলতে পারেনঃ
১) মুসলিমদের উচিত ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে অন্তত ২০ টি হাতি হলেও নিয়ে যাওয়া। হাতির সাথে যুদ্ধে হাতি ছাড়া কিভাবে যুদ্ধ করবেন আপনি? (যেমনিভাবে তারা বলে, বর্তমান সময়ে যদি আপনার প্রতিপক্ষের উন্নত যুদ্ধবিমান, সাবমেরিন, যুদ্ধজাহাজ, মিসাইল, ট্যাঙ্ক, পারমাণবিক বোমা থাকে আর আপনার এগুলো না থাকে তাহলে যুদ্ধে বিজয় সম্ভব নয়।)
২) যুদ্ধে হাতি নিতে না পারলেও উট এবং ঘোড়াগুলোকে পূর্ব থেকেই হাতি দেখানো উচিত ছিল এবং হাতির বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত ছিল।

(*) কাদেশিয়ার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়নি। আমাদের চিন্তা-ভাবনা বুঝানোর জন্য ধরে নিয়েছিলাম যে, মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়েছিল।

এখন আমরা দেখি বাস্তবে কি হয়েছিল?
যুদ্ধের তৃতীয় দিন সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বুঝতে পারেন যে, যুদ্ধে বিজয়ী হতে হলে হাতিগুলোকে নিষ্ক্রিয় করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। পূর্বে পারস্য বাহিনীতে ছিল এমন একজন - মুসলিম বাহিনীকে হাতির দুর্বলতা সম্পর্কে বলে দেয়। ফলে মুসলিমরা হাতিগুলোর চোখ অন্ধ করে দিতে থাকে। এভাবে যুদ্ধের তৃতীয় দিনে পারস্য বাহিনীর প্রায় সকল হাতি অন্ধ হয়ে যায় এবং যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যায় – শুধু তাই

নয়, হাতিগুলো যাবার সময় পারস্য বাহিনীর উপর দিয়ে যায় ফলে পারস্যের যোদ্ধারা অনেকেই আহত, নিহত হয় এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।
আল্লাহ এর ইচ্ছায়, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হাতি চলে যাবার পর মুসলিমরা সহজেই বিজয় লাভ করে।

বর্তমানে যুদ্ধবিমান, ট্যাঙ্ক, সাবমেরিন, যুদ্ধ জাহাজ চালানো হয় কিভাবে? ভুমিতে থাকা কমান্ড কন্ট্রোল থেকে পাওয়া সিগন্যাল এবং নির্দেশনার ভিত্তিতে। বলতে পারেন, এটা এক ধরণের নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্ক-ই হচ্ছে বর্তমান সময়ে হাতির চোখ। এই বিষয়ে কি করতে হবে তা কোরআনে পাওয়া যায়।

……………. এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই-তো দুর্বলতম, যদি তারা এটা জানত।" (সূরা আনকাবুতঃ ৪১)

আল্লাহ আমাদের আত্মরক্ষার জন্য কি করতে হবে তা উক্ত আয়াতে বলে দিয়েছেন। বর্তমান পৃথিবীর যত যুদ্ধবিমান, সাবমেরিন, ট্যাঙ্ক, ইত্যাদি আছে তারা ভুমিতে থাকা কমান্ড কন্ট্রোল থেকে নির্দেশনা ছাড়া চলতে পারে না। আর যোগাযোগের এই মাধ্যম হচ্ছে মাকড়শার জাল/বাসার মত নেটওয়ার্ক সিস্টেম ('ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই-তো দুর্বলতম, যদি তারা এটা জানত')। এটাই হচ্ছে এই প্রজন্মের যুদ্ধ অস্ত্রের দুর্বলতা। Network Jammer বহু আগেই আবিস্কার হয়েছে এবং বেবহ্রিত হচ্ছে। কিন্তু আমরা নেটওয়ার্ক জেমারের কথা বলছি না। আমরা চিন্তা করছি, শত্রুর সিগন্যাল ইন্তারসেপট করে তার জায়গায় নিজেদের সিগন্যাল স্থাপন করে তাদের যুদ্ধবিমান, ট্যাঙ্ক, সাবমেরিনের নিয়ন্ত্রন নিয়ে নেয়া। ধরুন, শত্রুর একটি যুদ্ধবিমান যখন-ই বাংলা ভূখণ্ডের সীমানা থেকে ১০ মাইল দূরে থাকবে তখন-ই আমরা ঐ বিমানটির কমান্ড কন্ট্রোল নিয়ে নিবো সিগন্যাল ইন্টারসেপট করে। তারপর শত্রুর যুদ্ধ বিমানের পাইলটকে ভুল দিক নির্দেশনা দিয়ে তার দেশেই হামলা করতে পুনঃ দিক নির্দেশনা দিয়ে দিবো। বর্তমান প্রজন্মের যুদ্ধবিমানগুলোর গতি এত বেশি যে তাদের পক্ষে ভুমি থেকে নির্দেশনা ছাড়া চলা অসম্ভব।





তেমনিভাবে মিসাইলের গতি ও গন্তব্য পালটে দেয়ার মত প্রোগ্রামও তৈরি করা যাবে যা হবে নতুন কোন আবিষ্কার। এখন যেহেতু আমরা অলস, হতাশাগ্রস্থ, দুর্নীতিগ্রস্থ, অপদার্থ জাতি তাই আমরা বলব, "ভাই, এগুলো কোনটাই সম্ভব নয়। আপনি টেকনোলজী সম্পর্কে কিছুই জানেন না, তাই আকাশ -কুসুম কল্পনা করছেন। তারপরও বলি, এই ধরণের গবেষনা করতে আমাদের তেমন বেগ পেতে হবে না। একটি JF-17 Thunder ফাইটার কিনতে যে টাকা খরচ হবে তাই যথেষ্ট। ধরুন, ৫০ থেকে ১০০ জন মেধাবী ছাত্র যারা বুয়েট থেকে পাস করেছে তাদেরকে ইউরোপ বা আমেরিকা বা রাশিয়া বা চীন থেকে relevant বিষয়ে পড়িয়ে নিয়ে আসতে হবে। তারপর তাদেরকে অত্যাধুনিক lab বা গবেষণাগার তৈরি করে দিতে হবে। তারা নিজেরা তো গবেষণা করবেই, সাথে সাথে তাদের অধঃস্থন অফিসার-রাও তাদের কাছ থেকে শিখবে। এ ক্ষেত্রে একা না পারলে, পাকিস্থান, তুরস্ক, সৌদি আরবকে সাথে নিয়ে যৌথভাবে গবেষণা করা যেতে পারে। আপনারা জানেন, ইতিমধ্যেই পাকিস্থান এবং সৌদি আরবের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা চুক্তি হয়েছে।

আমরা চেষ্টা করি বা না করি ইসরায়েল ঠিকই চেষ্টা করছে (***)। তার প্রমাণ হচ্ছে, ইসরায়েলের নির্মিত 'পেগাসাস স্পাইওয়্যার'। এখন আমরা জানবো পেগাসাস স্পাইওয়ার কিভাবে কাজ করে এবং এই স্পাইওয়্যার ব্যাবহার করে ইসরায়েল কিভাবে লাভবান হচ্ছে ?

*** ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি, রাশিয়ার কোন গোয়েন্দা বা সামরিক অফিসার যদি আমার এই বইটি পড়েন, তাহলে আপনাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে 'আমি যে টেকনোলজীর কথা বলেছি তা অর্জনে আপনারা চেষ্টা করুন কারণ ইসরায়েল যদি এই ধরণের টেকনোলজি অর্জন করে ফেলে তাহলে সর্বনাশ। খ্রিস্টানরা হচ্ছে অন্য সকল ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে কাছের।

"তুমি মানবমন্ডলীর মধ্যে ইহুদী ও মুশরিকদেরকে (মূর্তিপূজক, যেমনঃ হিন্দুত্ববাদী ভারত) মুসলিমদের সাথে অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবে, আর যারা বলে ''আমরা খ্রিস্টান'' তাদেরকে তুমি যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য বন্ধুত্বে (বা দয়ায়) নিকটতর দেখতে পাবে, কেননা তাদের মধ্যে জ্ঞানী ও সংসার বিরাগী আছে আর তারা অহংকারও করে না।" (সূরা আল মায়েদাহঃ৮২)

তবে যে সকল খ্রিস্টান ইহুহিদের (ইসরায়েলের) সাথে বন্ধুত্ব করেছে তারা আমাদের বন্ধু নয়। এই প্রসঙ্গে কোরআনে আয়াত আছে। সেই আলোচনায় আর যাচ্ছি না।

*** অন্যদের চেয়ে রাশিয়া মুসলিমদের বেশী কাছের এবং তারাই আমাদের ভালো বন্ধু হতে পারে। রাশিয়াতেই কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চ শক্তিশালী অবস্থানে আছে। একমাত্র রাশিয়াই আফগানিস্থানের তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। রাশিয়াই মুসলিমদের পক্ষে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে (অক্টোবর যুদ্ধ, ১৯৭৩) সহযোগিতা করেছে। আয়ারল্যান্ড সর্বদাই প্যালেস্টাইনের মুসলিমদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এছাড়া ব্যাক্তিগত পর্যায়ে আপনি এমন অনেক খ্রিস্টান পাবেন যারা মুসলিমদের প্রতি দয়ালু অথবা যাদের ভিতরে মানবিকতা আছে। যেমনঃ কিছু সিআইএ অফিসারঃ

গ্লেন কার্ল : একজন সিআইএ অফিসার যাকে ২০০২ সালে একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ (মুসলিম) বন্দীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কার্ল বিশ্বাস করতেন যে বন্দীটি "ভুল লোক" এবং কঠোর কৌশলগুলি ("এনহান্সড ইনটেরিগেশন টেকনিক") অপ্রয়োজনীয়, অবৈধ, অনৈতিক এবং ফলপ্রসূ ছিল না। তিনি নথিভুক্ত করেছিলেন যে নির্যাতন অকার্যকর ছিল এবং পরে সংস্থা থেকে পদত্যাগ করেন।

মেরি ম্যাকার্থি : একজন সিআইএ অফিসার যিনি আটক (ডিটেনশন) ও জিজ্ঞাসাবাদ কর্মসূচির বৈধতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন এবং পরে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, অভিযোগ অনুসারে তিনি সিআইএ "ব্ল্যাক সাইট" সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলেছিলেন।

এছাড়া সিআইএ ইন্সপেক্টর জেনারেল জন হেলগারসন , প্রাক্তন সিআইএ কর্মকর্তা জন কিরিয়াকু, ফিলিপ জেলিকো এর নাম উল্লেখযোগ্য।
এখন যারা বলবেন – আপনি কত খারাপ – আপনি সিআইএ এর মধ্যে ভালো মানুষ খুঁজে পান ! বাংলাদেশে মুসলিম নামধারী দাজ্জালের বাহিনী (রেব, ডিজিএফআই,ডিবি,সিটিটিসি, ইত্যাদি) আমাদের সাথে যা করে তা যদি জানতেন তাহলে এই লোকদের হাতে আপনি চুমু দিতেন এবং তাদের জন্য আল্লাহ এর কাছে দুয়া করতেন। ঐ প্রাক্তন সিআইএ অফিসারদের অনেকেই আপনার শায়েখ আহমদুল্লাহ, হাফিজুর রহমান সিদ্দিকী কুয়াকাটা, মুফতি হাবিবুর রাহমান মিসবাহ, মুফতি আলাউদ্দিন জিহাদী এর চেয়ে হাজারগুণ ভালো। আল্লাহ চাইলে, বইয়ের পরবর্তী আলোচনায় এই ব্যাপারগুলো আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পেগাসাস স্পাইওয়ারঃ এটি একটি অ্যাপ। ধরুন, ইসরায়েল চাচ্ছে আপনার মোবাইলে এই অ্যাপটি ইন্সটল করতে তাহলে সে কি করবে? আপনার মোবাইলে অপরিচিত নাম্বার থেকে শুধু একটি মেসেজ আসবে বা একটি কল আসবে। আপনি কল রিসিভ করেন বা না করেন - পেগাসাস স্পাইওয়ার আপনার মোবাইলে ইন্সটল হয়ে গেছে। আপনার কোন link এ চাপ (press) দেবার দরকার নাই; সোজা কথা আপনি কিছু করেন বা না করেন পেগাসাস স্পাইওয়্যার আপনার মোবাইলে ইন্সটল হয়ে গেছে। এখন এই মোবাইল ব্যাবহার করে আপনি আজ পর্যন্ত যত কথা বলেছেন, যত মেসেজ আদান-প্রদান করেছেন সবকিছু ইসরায়েল পেয়ে যাবে। WhatsApp বা Telegram ব্যাবহার করে অর্থাৎ encrypted মেসেজ বা কথোপকথন সব কিছুই ইসরায়েল পেয়ে যাবে। আপনার মোবাইলে যে পেগাসাস ইন্সটল করা হয়েছে সেটা আপনি বুঝতেও পারবেন না। আপনি আপনার মোবাইল অফ করে রাখলেও মোবাইলের ব্যাটারি অফ হবে না এবং মাউথ স্পিকার এবং ক্যামেরা অন থাকবে ফলে আপনি আপনার মোবাইল সামনে রেখে যত কথা বলবেন সব-ই ইসরায়েল শুনতে পাবে এবং ক্যামেরা দিয়ে দেখতেও পাবে।
অবাক ব্যাপার তাই না? আরও অবাক ব্যাপার হচ্ছে আপনি যেদিন মোবাইলটি কিনেছিলেন সেদিন থেকে আজকে পর্যন্ত যত মেসেজ, কথোপকথন আপনি এই মোবাইল ব্যাবহার করে করেছেন তা সবই ইসরায়েল পেয়ে যাবে এই পেগাসাস স্পাইওয়ার ব্যাবহার করে। আপনি হয়তো ৬ মাস আগের কোন মেসেজ আপনার

মোবাইলের whatsApp থেকে ডিলিট করে দিয়েছিলেন – সেটাও ইসরায়েল পেয়ে যাবে ! এটা কিভাবে সম্ভব? সেটা যদি আমরা জানতাম তাহলে আমরাই তো পেগাসাসের মত স্পাইওয়্যার তৈরি করতে পারতাম। পেগাসাস -ই কি ইসরায়েলের শেষ প্রযুক্তি? অবশ্যই না। কয়েক বছর আগে স্যামসাঙ এর একটি মডেলের মোবাইল ব্যাবহারকারীরা অভিযোগ করে যে, তাদের মোবাইলে একটি অ্যাপ অটোমেটিকভাবে ইন্সটল হয়ে যাচ্ছে। কোনভাবেই এই অ্যাপটি ডিলিট করা যাচ্ছে না। স্যামসাঙ কোম্পানি এই মডেলের কিছু মোবাইল বাজার থেকে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখে যে, মোবাইলটির বিভিন্ন পার্টস পরিবর্তন করেও এই অ্যাপটি মোবাইল থেকে দূর করা যাচ্ছে না। একমাত্র উপায় হচ্ছে মোবাইলটি ফেলে দেয়া। পরে জানা যায় যে, সামসাং কোম্পানির সাথে যুক্ত ইসরায়েলী একটি কোম্পানি এই কাজ করেছে। এগুলো করে ইসরায়েলের লাভ কি?

ধরুন, ইসরায়েল যখন গাজায় গণহত্যা চালিয়েছে তখন ব্রিটেনের কোন মন্ত্রী বা এমপি এই ব্যাপারে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নিজের কিছু বিশ্বস্ত এমপির সাথে আলোচনা করছে যে, কিভাবে ইসরায়েলকে থামানো যায়। এটা ইসরায়েল পেগাসাস ব্যাবহার করে জেনে যাবে এবং উক্ত মন্ত্রী বা এমপির মোবাইল থেকে পূর্বে প্রাপ্ত কোন দুর্নীতির কথা, অনৈতিক কাজের প্রমাণ ইসরায়েল উক্ত মন্ত্রী বা এমপির বিরুদ্ধে কাজে লাগাবে তাকে নিস্ক্রিয় করার জন্য। এজন্য ইসরায়েল নিজের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদকে সরাসরি সামনে না এনে ইহুদীদের নিয়ন্ত্রিত কোন পত্রিকা বা মিডিয়ার সাংবাদিককে কাজে লাগাতে পারে। ধরুন, সেই সাংবাদিক ঐ রাজনীতিবিদের মোবাইলে whatsapp এ তার দুর্নীতির বা অনৈতিক কাজের প্রমাণ পাঠিয়ে দিয়ে ফোন দিবে এবং বলবে যে, " আপনাকে antisemitism থেকে বিরত থাকতে বলা হচ্ছে "। ব্যাস, ঐ রাজনীতিবিদ বুঝে যাবে তাকে ইসরায়েল বিরোধী কোন কাজ বা কথা বলতে নিষেধ করা হচ্ছে, অন্যথায় তার দুর্নীতির প্রমাণ পত্রিকায় প্রকাশ করে দেয়া হবে। (প্রায় সকল রাজনীতিবিদই অল্প হলেও দুর্নীতি বা অনৈতিক কাজ করে থাকেন।) এছাড়াও পেগাসাস ব্যাবহার করে আরও অনেক কিছুই করা সম্ভব কারণ এতে আপনি আপনার প্রতিপক্ষের সকল কথা, মেসেজ পেয়ে যাচ্ছেন। পৃথিবীর সকল দেশের বিশেষ করে মুসলিম সকল দেশের সরকার প্রধান, মন্ত্রী, এমপি, বিরোধীদলের প্রধান নেতাগণ, জেনারেলদের মোবাইলে ইসরায়েল এই স্পাইওয়ার ইন্সটল করে রেখেছে। বাংলাদেশের ব্যাপারে ইসরায়েল এবং ভারতের লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন তাই বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সকল ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় কথা, মেসেজ, ইত্যাদি ইসরায়েল ভারতের সাথে শেয়ার করে। সম্প্রতি, গাজা গণহত্যায় ভারতের চরমপন্থি হিন্দুরা ইসরায়েলের পক্ষে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যুদ্ধ করেছে শুধুমাত্র এই কারণে যে, তারা মুসলিমদের হত্যা করে আনন্দ পায়।

বাংলাদেশ জামাতে ইসলামীর সকল কেন্দ্রীয় নেতা, বিএনপির সকল কেন্দ্রীয় নেতা, বাংলাদেশের সকল এমপি, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুইয়েন্সার, সকল জেনারেল, লেঃ জেনারেল, মেজর জেনারেল, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, কর্নেল, মেজর পর্যন্ত সকল সামরিক অফিসারদের মোবাইলে ইসরায়েল পেগাসাস ইন্সটল করে রেখেছে বলে মনে করি এবং এই সকল মোবাইল থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রতি নিয়ত ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার সাথে শেয়ার করে ইসরায়েল। ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত ইসরায়েলের সাথে ভারতের

কোন সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতকে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে সহায়তা করে ইসরায়েল। তখন-ই ভারতের সাথে ইসরায়েলের প্রথম সম্পর্ক তৈরি হয়। ইসরায়েলের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্থানকে ভেঙ্গে ২ টুকরা করা। বর্তমানে, ভারত এবং ইসরায়েল খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

গত ১৬ বছর বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, মিডিয়া, রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়ে প্রায় সবাই মন খারাপ করেন। ২০০১-২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি এবং তারেক জিয়া প্রচুর অপকর্ম করে যার ফলে হাসিনা ফাকা মাঠ পেয়ে যায়। সেনাবাহিনী হাসিনাকে পুরো সমর্থন দেয়। এখন হাসিনা সেনাবাহিনীর সমর্থন পেয়ে চিন্তা করে কিভাবে সেনাবাহিনীকে ব্যাবহার করে সারা জীবন প্রধানমন্ত্রী থাকা যায়। এজন্য হাসিনা সেনাবাহিনীর অফিসারদের প্রচুর সুযোগ-সুবিধা দেয়। হাসিনা ঠিকাদারি কাজ আর্মিকে দিয়ে আর্মিকে কিনে নেয়। সবক্ষেত্রেই কিছু ভালো লোক ছিল কিন্তু কারো কিছু করার ছিল না কারণ কেউ কিছু করতে গেলেই প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে থাকা মীরজাফররা তাদের সরিয়ে নিজে সেই জায়গা নেয়ার জন্য মুখিয়ে থাকত। সবচেয়ে বেশি মীর জাফর থাকে সেনাবাহিনীতে। যেমনঃ ডিজিএফআই দিয়ে প্রধান বিচারপতি এসকে সিনহাকে সরিয়ে যখন হাসিনা অন্য একজনকে প্রধান বিচারপতি করে তখন একটা বিচারপতিও বলেনি যে, সিনহার প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে। তারা নিজেরা পদোন্নতি পাবে - এই লোভে চুপ করেছিল। সেনাবাহিনীর অবস্থাও একই ছিল। তারা নিজেরাই নিজেদের বাহিনীর লোকদের গুম করে রেখেছিল! শুনেছি, কাক কাকের মাংস খায় না। কিন্তু এমন কিছু মাকড়শা আছে যারা জন্মের পর নিজের মাকে খেয়ে ফেলে।
যে সকল আর্মি অফিসার অন্যায় করেছেন বা করবেন তাদেরকে তো শাস্তি দিতেই হবে কিন্তু নিজের বাহিনীর লোককে বিচার ছাড়া গুম করে যারা রাখে তাদেরকে আমি কি বলব - জন্মের পর নিজের মাকে খেয়ে ফেলা মাকড়শা?

বাঙ্গালীর রক্ত বা বাঙ্গালী কেমন জাতি তা আমরা বুঝতে পারব বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধ থেকে।

সংক্ষেপে পলাশীর যুদ্ধ

ব্রিটিশ ইস্ট ইনডিয়া কোম্পানি এবং ফরাসি ইস্ট ইনডিয়া কোম্পানি বাংলায় দুর্গ নির্মাণ শুরু করলে সিরাজউদ্দৌলা তাদের এই কাজ করতে নিষেধ করেন। ফরাসি ইস্ট ইনডিয়া কোম্পানি সিরাজের কথা মেনে নিলেও ব্রিটিশ ইস্ট ইনডিয়া কোম্পানি দুর্গ নির্মাণ অব্যাহত রাখে। ফলে সিরাজ ফোর্ট উইলিয়াম অবরোধ করেন। দুর্গে অবস্থানরত ব্রিটিশ বাহিনী পরাজিত হয়। সিরাজ ব্রিটিশ যুদ্ধবন্দিদের ৬৪ জনকে ঐ দুর্গের ১৪ ফুট বাই ১৮ ফুট ঘরে সারা রাত আটকে রাখলে ৪০ জনের বেশি অতিরিক্ত ভিড়ে সম্ভবত শ্বাস নিতে না পেরে মারা যায়। কত জঘন্য কাজ সিরাজ করেছিল।

এই খবর পেয়ে মাদ্রাজ থেকে কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে বাংলায় আসেন। অতি সংক্ষেপে বললে পলাশীর প্রান্তরে ব্রিটিশ মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৩,১০০ জন অন্যদিকে সিরাজের পক্ষে ছিল প্রায় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) সৈন্য। কিন্তু যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীই জয়ী হয় !

সিরাজ কি শুধু মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য হেরে গিয়েছিলেন ? না, সিরাজ হেরেছিলেন কারণ সিরাজ জানত বা মানত না যে - ইসলামে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন কবীরা গুনাহ বা বড় গুনাহ । সিরাজ ছিল অহংকারী, দাম্ভিক এবং অপরিপক্ক। বিশ্বাসঘাতক রায় দুর্লভের পরামর্শে সিরাজ তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করলেও সিরাজের পক্ষে যুদ্ধ করতে আসা ফরাসি বাহিনী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যায় কিন্ত তাদের পক্ষে তখন একা একা ব্রিটিশদের পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। সিরাজ যদি রায় দুর্লভের পরামর্শ গ্রহন না করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতেন তাহলে যুদ্ধের ফলাফল অন্য রকম হত বলেই রবার্ট ক্লাইভ পরে বলেছিলেন। যুদ্ধ শেষে রবার্ট ক্লাইভ বলেছিলেন,"সিরাজের অধীনে যে পরিমাণ সৈন্য ছিল তারা যদি সবাই একটি করে পাথর ছুঁড়ে মারত তাহলেও ব্রিটিশ বাহিনী পরাজিত হত"। বুঝা গেলো, এজেন্টদের যদি চেনা না যায় তাহলে পরাজয় অনেকটাই নিশ্চিত। এই যুদ্ধ থেকে এটাও বুঝা গেলো মুনাফেক মুসলিমদের চেয়ে ইহুদী, খ্রিস্টানও অনেক শ্রেয় কারণ ফরাসি বাহিনী সিরাজের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।

বাঙ্গালীরা কেমন বীরের জাতি তা এই যুদ্ধে পরিষ্কার বুঝা যায়। মানবজাতির ইতিহাসে ৫০,০০০ সৈন্য নিয়ে ৩,০০০ সৈন্যের কাছে হেরে যাবার মত ঘটনা আর নেই। এত বড় বাহিনী নিয়ে এত ছোট বাহিনীর কাছে হেরে যাবার ঘটনা মানব ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না। তারপর মুসলিম বাঙ্গালী ২০০ বছর ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত ও শোষিত হবার পরও তার মুনাফেকী, ভণ্ডামি ছাড়ল না। পাকিস্থান আরও ২০-২৫ বছর মুসলিম বাঙ্গালীর নিতম্বে লাথি দিল তারপর বাঙ্গালী স্বাধীন হল ভারতের সাহায্যে। বাঙ্গালীরা যুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে - এটি একটি মিথ্যা কথা। যদি ভারত ১৯৭১ এর যুদ্ধে অংশগ্রহন না করত তাহলে বাংলার মুক্তিযুদ্ধ কত বছর চলত তা বলা মুশকিল। ভারতের প্রত্যক্ষ ভুমিকায় এবং কূটনৈতিক পদক্ষেপে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। তারপর যিনি বাংলার স্বাধীনতায় সবচেয়ে বড় ভুমিকা রেখেছিলেন সেই শেখ মুজিবর রহমান দেখলেন – সর্বনাশ, এটা কোন জাতিকে তিনি মুক্ত করতে কাজ করেছেন? এরা তো দেখি চোরের জাত। এদের মধ্যে কোন নীতি-আদর্শ নাই। শেখ মুজিবর রহমান বাঙ্গালী জাতিকে চিনতে ভুল করেন নি, তাই তিনি বার বার বলেছেন যে, এরা হচ্ছে চোরের জাত। তিনি তার বহু বক্তব্যে এই কথা বলে গেছেন। সর্বশেষ তারেক জিয়া এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন।

২০২৬ এর নির্বাচনে তারেক জিয়া ৪০ টির বেশি নির্বাচনী সভায় বক্তব্য দিয়েছেন কিন্তু দুর্নীতি বন্ধ করবো - এমন কথা তিনি মাত্র ২ বা ৩ টি সভায় বলেছেন কারণ তিনি জানেন বাঙ্গালী মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ। সচিব থেকে পিয়ন পর্যন্ত সব ঘুষখোর, তাই দুর্নীতি বন্ধের কথা বললে সরকারী চাকরিজীবীরা তাকে পাস করতে দিবে না। আর নির্বাচন পরিচালনা করবে তো সরকারী কর্মচারীরাই। অন্য দিকে জামাত প্রতিটি সভায় বলেছে যে দুর্নীতি বন্ধ করবো। এখন বলুন নির্বাচনে কে পাস করবে? নির্বাচনের পর সবাই বলছে, ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং হয়েছে। এটা তো হবেই। চোরের জাতকে চুরি করতে না দিলে তারা

কি আপনাকে পাস করতে দিবে? এই ক্ষেত্রে তারেক জিয়া উচ্চ মাত্রার পলিটিকাল বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। বাঙ্গালী চুরি করতে চায়। তাদেরকে চুরি করতে দিলেই তারা খুশি হবে - এটা তারেক বুঝতে পেরেছিল তাই তার পলিসি কাজে দিয়েছে। অন্যদিকে জামাতে ইসলামী বাঙ্গালীকে বুঝতে পারেনি তাই তারা ঘুষ, চুরি, দুর্নীতি দূর করার কথা বলে ডাব্বা মেরেছে। NCP-ও একই ভুল করছে !!! তারেক জিয়া হাসিনাকে অনুসরণ করছেন - সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের ঘুষ খেতে দিবে বিনিময়ে তারা তারেককে সরকারে থাকতে যা যা করনীয় তার সবকিছু করবে। ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে হাসিনা এত মানুষ হত্যা করল, এত গুম করল, এত টাকা পাচার করল তারপরও এই দেশের ১৫-২০% মানুষ এখনো হাসিনাকে চায় – তারপর এই জাতিকে নিয়ে কি আশা করা যায়?

পলাশীর যুদ্ধের কথা কেন আমাদের স্মরণে রাখা দরকার?

যুদ্ধ একজন মানুষের, একটি জাতির মধ্যেকার প্রকৃত রূপটি বের করে নিয়ে আসে। আমরা গত ৩০০ -৩৫০ বছর জাতি হিসেবে কেমন ছিলাম – তা পলাশীর যুদ্ধে উঠে এসেছে। গত ৫৫ বছর বাঙ্গালী বা এই অঞ্চলের মুসলিম -যাই বলি না কেন – তাদের মধ্যে পদ, পদবীর নেশায় কিছু ছিল এবং এখনো আছে মীর জাফর, নেতারা হচ্ছে সিরাজের মত অপরিপক্ক, অহংকারী, বিলাসীতায় মশগুল আর সাধারণ জনগণ হচ্ছে সিরাজের সেই সকল সৈন্য যারা যুদ্ধ না করে ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে আসে বা চুপ -চাপ বসে যুদ্ধে পরাজয় দেখে। এর মধ্যে সাধারণ জনগণ মাঝে মাঝে সাহসের পরিচয় দিলেও মীর জাফররা তাদের বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে নিজেরা ভোগ করেছে এবং করছে।
আমাদের সাথে নবী মুসার অনুসারীদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

“হে আমার জাতি, পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করো, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। পলায়ন করো না, কারণ তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরে যাবে। (২১) তারা বলল: হে মূসা! সেখানে এক অত্যন্ত শক্তিশালী জাতি বাস করে এবং তারা সেখান থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে প্রবেশ করবো না। যখন তারা সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে, তখন আমরা প্রবেশ করব (তার আগে নয়)। (২২) আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত দুই ব্যক্তি (মুসা ও হারুন) বললেন, "তাদের দরজা দিয়ে চমকে দাও। যদি তোমরা তা করো, তাহলে অবশ্যই তোমরা বিজয়ী হবে। যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে বিশ্বাসী হও, তাহলে আল্লাহর উপর ভরসা করো।" (২৩) "তবুও তারা বলল, হে মূসা! যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে, ততক্ষণ আমরা সেখানে প্রবেশ করব না। অতএব তুমি এবং তোমার রব (আল্লাহ) উভয়েই যাও এবং (তাদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করো; আমরা এখানেই বসে থাকব।" (২৪) (সূরা মায়েদাঃ ২১-২৪)

আমাদের কাছে মনে হচ্ছে, আহা! মুসার অনুসারীরা কত বোকা ও ভীতু ছিল, আল্লাহ তাদেরকে বিজয়ের ওয়াদা করার পরও তারা ঐ শহরে প্রবেশ করেনি, যুদ্ধ করেনি। এখন আপনার কাছে আল্লাহ ওয়াদাবদ্ধ

হয়েছেন যে, যদি আপনি শিরকমুক্ত ইসলাম গ্রহন করেন এবং ইসলামের পক্ষে কাজ করেন তাহলে আল্লাহ আপনাকে জান্নাত দিবেন – আপনি কি আল্লাহ এর ওয়াদাকে বিশ্বাস করে ইসলাম গ্রহন করবেন? …………. তাহলে, মুসার উম্মতকে দোষ দিচ্ছি কেন – আমাদের অবস্থা তো তাদের মতই।

আমরা তো কাজ শুরুই করতে পারি না। "আমাদের দিয়ে হবে না", "আমরা পারব না", 'এটা করা অসম্ভব' – এই সকল চিন্তা আমাদের পেয়ে বসে। স্বাধীনতার ৫৫ বছর পরেও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এখনো অত্যাধুনিক একটি রাইফেলও উৎপাদন করতে পারে না। বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। এই দেশে একটা সেলাই মেশিনও বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। আমরা পরে আছি - ৫৫ বছর আগে মুক্তিযুদ্ধে কে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিল ? বা কে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিল ? কে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল – এই সব নিয়ে তর্ক- বিতর্ক। পত্রিকায় এই সব বিষয় নিয়ে বিশাল বিশাল হেডলাইন হয়, ফিচার লেখা হয়, বই লেখা হয়, টিভির টক শোতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করা হয় !!! ফলে মানুষের মনস্তত্ত্বকে, চিন্তা-ভাবনাকে পিছনের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু আমাদের যে কোন আবিষ্কার নেই, আমাদের যে কোন উৎপাদন নেই, আমাদের কোন উন্নত কারখানা নেই --- এই সব নিয়ে কোন আলোচনা নেই। সব জাতি যখন সামনের দিকে হাটে আমরা হাঁটি পিছনের দিকে। বাংলা অঞ্চলের 'first line of Defense' হচ্ছে নিজেরা কিছু আবিষ্কার করা, তৈরি করা। শুধু যে সামরিক অস্ত্র তৈরি করা - তাই নয়, অর্থনৈতিক খেত্রেও কিছু তৈরি করা। স্যামসাং কোম্পানি বাংলাদেশে তাদের কারখানা তৈরি করতে চেয়েছিল কিন্তু না না জটিলতায় সেটা সম্ভব হয়নি ফলে তারা ভিয়েতনামে চলে যায়। **বাংলা অঞ্চলের 'first line of Defense' হচ্ছে দেশের টাকা বিদেশে পাচার বন্ধ করা। আপনার যদি টাকাই না থাকে তাহলে আপনি সামরিক খাতে invest করবেন কিভাবে ?**

আমাদের দেশের একজন ছেলে যখন সেনাবাহিনীর অফিসার হয় তখন সে মনে করে সে জীবনের সবকিছু কিছু অর্জন করে ফেলেছে, তারপর সুন্দরী বউ হবে, মেজর হতে হবে, তারপর কর্নেল, সরকার থেকে বাড়ি পেতে হবে, বাড়িটা যেন দক্ষিনামুখী হয়, প্লটটা যেন ভালো পজিশনে হয়। তারপর retired. তারপর রাজনীতি করলে এমপি, মন্ত্রী। জীবন শেষ। জীবনে অর্জনঃ সরকারী বাড়ি,প্রচুর টাকা, অহংকার, দম্ভ, বেহুদা মর্যাদা। বড় কিছু করার চিন্তাই আমরা করতে পারি না। এই দেশের মানুষের জন্য আমি কিছু করে যাই। কোন কিছু নির্মাণ করে রেখে যাই। সামরিক ক্ষেত্রে আবিস্কারের জন্য একটি গবেষণাগার নির্মাণ করে যাই বা কোন কিছু আবিস্কার করে যাই বা কোন গবেষণায় অগ্রগতি করে দিয়ে যাই। এই চিন্তা কি কারো আছে? যদি এই চিন্তা থাকত তাহলে, স্বাধীনতার ৫৫ বছর পরেও সেনাবাহিনী কেন একটি অত্যাধুনিক রাইফেল তৈরি করতে পারে না ? আমরা ট্যাঙ্ক, যুদ্ধজাহাজ, ফাইটার বিমানের কথা বলছি না, রাইফেল - সামান্য একটা রাইফেল। 'বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলে পরিচয়'। এখন যারা বলবেন যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী রাইফেল তৈরি করতে পারে যা দিয়ে তারা আপনাকে হত্যা করতে পারে। নিজ দেশের নিরস্ত্র

লোকদের উপর মান্ধাতা আমলের পুরাতন মডেলের রাইফেল দিয়ে গুলি করা যায় কিন্তু ভারত বা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে ঐ রাইফেল বাশের লাঠি হয়ে যাবে।

শিবির আর জামাতের লোকেরা তাদের নেতা কর্মীর জন্য বই পড়তে দেয় কিন্তু তাদের প্রায় সব বই মউদুদী, গোলাম আযম, নিযামী, সাইদি ইত্যাদির লিখা অর্থাৎ তাদের দলের লোকের লেখা। ঐ সব বইয়ে হাদিসের কোন রেফারেন্স নেই। গোলাম আযম, নিজামি, সাইদি ইত্যাদি বইয়ে যা লিখেছেন তা তারা কোথায় পেয়েছেন - কোন হাদিসে পেয়েছেন? হাদিসের রেফারেন্স কোথায়? গোলাম আযম, নিজামী, সাইদি কি নবী - যে আমি তাদেরকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবো? হাদিসের রেফারেন্স ছাড়া বই লিখে রাখসে? গোলাম আযম, নিজামীর বই অর্থাৎ জামাতে ইসলামীর বই পড়ার যোগ্যই নয়। তার চেয়ে ভালো রাশিয়ান মুভি দেখলে অনেক কিছু শিখা যায়। যেমনঃ Kalashnikov; Panfilov's 28 Man; White Tiger; তাছাড়া একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শের বই পড়ে আপনি তো একচোখা অন্ধ হবেন। হিটলার বা চার্চিলের জীবনী কতজন আর্মি অফিসার বা রাজনীতিবিদ পড়েছেন? পলাশীর যুদ্ধ নিয়ে আমি ছোট করে যে বর্ণনা দিয়েছি তা আমাদের দেশের কোন ক্লাসের বইয়েই পাবেন না। যারা শিক্ষাত্রীদের জন্য এ সকল বই লেখেন তারা নিজেরাই মূর্খ – অন্যদের শিক্ষা দিবেন কি? যারা একজন কিশোরের চিন্তা-ভাবনার দরজাগুলো কিভাবে খুলতে হয় - সেটাই জানেন না, তাদেরকে এই দেশে বলা হয় শিক্ষাবিদ!

পলাশীর যুদ্ধ নিয়ে আমাদের দেশের শিক্ষাবিদরা কেমন প্রশ্ন করেন?

১) পলাশীর যুদ্ধ সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

২) কাদের বিশ্বাস-ঘাতকতায় সিরাজ যুদ্ধে হেরেছিল – বর্ণনা করো।

৩) পলাশীর যুদ্ধ কবে, কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

শিক্ষা কেমন হবে? একটি উদাহরণ দেইঃ আমি সংক্ষেপে পলাশীর যুদ্ধের যে বর্ণনা দিয়েছি তা ক্লাস ৮ এর সমাজ ও ইতিহাস বইয়ে থাকবে। সেটা ক্লাসে ছাত্ররা পড়বে। প্রশ্ন থাকবেঃ

১) আমাদের পূর্বপুরুষরা যে ৫০,০০০ সৈন্য নিয়ে ৩,১০০ সৈন্যের কাছে হেরে গিয়েছিল – এই ঘটনাকে তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে? বাঙ্গালী জাতিকে এই অবস্থান থেকে উত্তরণে তুমি কি ভুমিকা রাখতে চাও।

২) তুমি কি মনে করো, পলাশীর যুদ্ধে বাঙ্গালী জাতির যে চরিত্র ছিল তা থেকে বর্তমানে বাঙ্গালী জাতির কোন পরিবর্তন হয়েছে ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

৩) পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ এবং তার সৈন্যদের থেকে তুমি কি শিখলে?

*** এখন তারেক জিয়া (বিএনপি) বলবেন, আপনি আমাদেরকে বাঙ্গালী বললেন কেন – আমরা তো বাংলাদেশী, আপনি আয়ামিলীগ করেন – আপনার নামে এখনি মামলা দিচ্ছি। জামাত, NCP বলবে আয়ামিলীগ পাওয়া গেছে - ওকে ধইরা পিডা। seriously- এটাই এই দেশের রাজনীতির অবস্থা - এই রকম

চিন্তাধারা নিয়ে তারা কিভাবে দেশের উন্নতি করবে? অবস্থা এমন যে, সেনাপ্রধান, রাষ্ট্রপতিও ভয়ে থাকে যে, মুখ দিয়ে যেন 'বাঙ্গালী' শব্দটা বের না হয়।

*** এখন বুদ্ধিজীবী শিক্ষাবিদরা বলবেন যে, আপনি তো অনার্সের প্রশ্ন ক্লাস ৮ এর বাচ্চাকে করেছেন। স্যার, আমার প্রশ্ন আপনার কাছে অনার্স লেভেলের মনে হলেও – আমি তাদের কাছে অনার্স লেভেলের উত্তর আশা করি না। তারা যদি নিজে যা বুঝেছে তাই উত্তর দেয় – তাহলেই আমি তাদের ১০ এ ৯ দিবো। এখানে উত্তর দেয়াটাই আসল, সে যা বুঝেছে তাই সে লিখবে। যদি কোন ছাত্র মাত্র এক লাইন লিখে যে, "ইংরেজ বাহিনীর সিরাজের আদেশ অমান্য করে দুর্গ নির্মাণ করা ঠিক হয়নি - তারা যেটা করেছে - অন্যায় করেছে। অন্যায়ভাবে অন্যের ভূখণ্ড দখল করে নেয়া অন্যায়"। এতটুকু উত্তরের জন্য তাকে আমি ১০ এ ৬ দিবো। কারণ সে ন্যায় – অন্যায় চিনতে পারছে, বুঝতে পারছে। **আপনার ছাত্র কি উত্তর দিচ্ছে তা মুখ্য নয় – আপনি সঠিক প্রশ্ন করে তাকে সঠিক চিন্তা- ভাবনার দিকে ধাবিত করতে পারছেন কি না - সেটাই আসল বিষয়। আর একেই বলে মনের দরজা খোলা, একজন কিশোরের মনে নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা ঢুকিয়ে দেয়া, তার চিন্তা-ভাবনার বিকাশ ঘটানো।**

এপিজে আবুল কালাম ছাত্রদের একটি প্রশ্নই বার বার করতেন। ক্লাস ৪-৫ এর ছেলে-মেয়েদের তিনি প্রশ্ন করতেন, তুমি ভারতের জন্য কি করতে চাও? তুমি দেশ ও জাতির জন্য কি করতে চাও? এখন বাংলাদেশের শিক্ষাবিদরা বলবেন, এটা কোন প্রশ্ন হল নাকি? আমরা কত সুন্দর অনুচ্ছেদ বা রচনা লিখতে দেই "My Aim in Life"(আমার জীবনের লক্ষ্য *) আর ঘুমিয়ে পড়া জাতি ভাববেন, এটা তো সোজা প্রশ্ন, বলে দিলেই হল – আমি ডাক্তার হয়ে জাতির সেবা করতে চাই। জি, এই উত্তরটাই ঐ ছাত্ররা দিয়েছিল। কিন্তু এটা যে - কত বড় প্রশ্ন – সেটা শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই জানেন। এপিজে আবুল কালাম জানতেন যে, ১০-১২ বছর বয়সী ছেলেরা এ রকম উত্তরই দিবে কিন্তু উনার মুল উদ্দেশ্য ছিল এই ছেলেমেয়েদের মনে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ঢুকিয়ে দেয়া। এই প্রশ্নের উত্তর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সচিব, আর্মি অফিসাররা দিতে হিমশিম খাবেন। এই প্রশ্নের উত্তর এপিজে আবুল কালাম তার জীবন দিয়ে দিয়েছেন, অনুগ্রহ করে উনার জীবনীটা পড়ে নিয়েন আর যখন পড়বেন তখন কিছু শিখার চেষ্টা করবেন। আপনার প্রশ্নের - উত্তর আপনার ছাত্র কি দিচ্ছে - সেটা মুখ্য নয়, আপনি সঠিক প্রশ্ন করে তাদের অন্তরে সঠিক চিন্তা-ভাবনা ঢুকাতে পারছেন কি না - সেটাই মুখ্য।

[* 'My Aim in Life' (আমার জীবনের লক্ষ্য) আর "তুমি দেশ ও জাতির জন্য কি করতে চাও?" দুটি প্রস্তাবনার মধ্যে আকাশ – পাতাল পার্থক্য আছে - এই বিষয়টা কি এই দেশের বুদ্ধিজীবীরা / শিক্ষাবিদরা বুঝেন?]

আপনার ছাত্র বা সন্তানের উত্তরকে প্রভাবিত করবেন না। এমন বলবেন না যে - তুমি এভাবে চিন্তা না করে, ওভাবে চিন্তা করো বা তোমার উত্তর ভুল। Let him learn by himself.
আপনার দায়িত্ব হচ্ছে তাকে সঠিক প্রশ্ন করা।

আবু উমামা আল-বাহিলি (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, এক যুবক নবী (সাঃ)-এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ), আমাকে যিনা করার অনুমতি দিন।'

সাহাবীরা তার দিকে ফিরে তাকে তিরস্কার করতে লাগলেন। নবী (সাঃ) বললেন, "কাছে এসো।" যখন যুবকটি নবী (সাঃ)-এর কাছে এসে বসল, তখন নবী (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কি তোমার মায়ের জন্য এটা পছন্দ করবে?"

লোকটি উত্তর দিল; না, আল্লাহর কসম। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য আশ্রয়স্থল বানাক! নবী (সাঃ) মন্তব্য করলেন, "মানুষও তাদের মায়ের জন্য এটা পছন্দ করে না।" নবী (সাঃ) আরও বললেন, "তুমি কি তোমার মেয়ের জন্য এটা পছন্দ করবে?"

পুনরায়, যুবকটি নেতিবাচক উত্তর দিল। তাই নবী (সাঃ) বললেন, "মানুষও তাদের মেয়েদের জন্য এটা পছন্দ করবে না"

আরও, নবী (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি তোমার বোনের জন্য এটা পছন্দ করবে?" নবী (সাঃ) একই উত্তর পেলেন এবং একই মন্তব্য করলেন। নবী (সাঃ) লোকটির ফুফু এবং খালাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকলেন। যুবকটির উত্তরও একই ছিল এবং নবীজি একই মন্তব্য পুনরাবৃত্তি করলেন, "মানুষ তাদের খালাদের জন্য এটা পছন্দ করে না।"

এরপর নবীজি যুবকের উপর হাত রেখে তার জন্য দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ, তার পাপ ক্ষমা করো, তার হৃদয়কে পবিত্র করো এবং তার সতীত্ব রক্ষা করো।"

হাদিসের বর্ণনাকারী আবু উমামাহ বলেন যে, এরপর যুবকটি কোনও প্রলোভনে মনোযোগ দেয়নি। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, হাদিসের গ্রেডঃ সাহিহ, আলবানী)

আপনারা এমন প্রচুর হাদিস পাবেন, যেখানে আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) কোন কথা শুরুই করতেন প্রশ্ন দিয়ে, যেমনঃ তোমরা কি জানো আল্লাহ আজকে কি বলেছেন......। তখন সাহাবীরা বলতেন, আল্লাহ এবং তার রসূল সাঃ ভালো জানেন। এই বিষয়টার আমার ব্যাখ্যা হচ্ছে, প্রথমে আল্লাহ এর রসূল সাঃ সাহাবীদের প্রশ্ন করে তাদের মনে জানার আগ্রহ তৈরি করতেন। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, আপনি যদি তাৎক্ষণিক স্বীকারোক্তি দেন যে, যে বিষয়ে বলা হবে সে বিষয়ে আপনার জ্ঞান নেই তাহলে এখন যা বলা হবে তা গ্রহন করার জন্য আপনার হৃদয় উন্মুখ হয়ে থাকবে - আপনার হৃদয় জ্ঞান গ্রহনের জন্য খুলে যাবে। **তৃতীয়ত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ,** প্রশ্নের মাধ্যমে আপনাকে প্রথমে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে যে, প্রথমে তুমি চিন্তা করে দেখো তুমি এই ব্যাপারে কিছু জানো কি না - আপনি যখন চিন্তা করে দেখলেন যে আপনি এই ব্যাপারে কিছু জানেন না এবং মুখে সেটা জানালেন তখন-ই আপনাকে উত্তর দেয়া হচ্ছে, তার আগে নয়। তাহলে বিষয়টা দাঁড়াল, আগে আপনাকে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে তারপর আপনি উত্তর পাবেন। শিক্ষার জন্য এটা খুবই important পদক্ষেপ। এটা বাদ দিলে ছাত্রদের চিন্তা-ভাবনার বিকাশ করতে পারবেন না।

এই দেশের বুদ্ধিজীবী, শিক্ষবিদদের - কোরআনের কথা শুনলে, নবীর সাঃ কথা শুনলে - গায়ে আগুন ধরে যায়। কিন্তু মুহাম্মাদ সাঃ মানুষকে শিক্ষাদানের যে পদ্ধতি দিয়ে গেছেন - সে রকম চিন্তা কি - তারা কেউ

করতে পেরেছেন? তারা কেউ কি ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করেছেন যে - দেখি তো হাদিসে এই বিষয়ে কি বলা আছে? কোরআনে এই বিষয় নিয়ে কি বলা আছে? প্রতিটি ক্ষেত্রেই কোরআন, হাদিসে বলা আছে কিন্তু আমাদের গবেষণা করার সময় কোথায়?

যাদেরকে সমাজ - 'আলেম' বলে মেনে নিয়েছে তারা টাকা উপার্জনে ব্যস্ত। কখন কাকে আম্মা (কওমী জননী) বা আব্বা ডেকে টাকা উপার্জন করা যাবে - তাদের মাথায় এই চিন্তা ঘুরে।

আমাদের দেশে অনেকেই ছোট বাচচাদের জন্য নবীদের জীবনীর বই বের করেন। তারপর সেই বইয়ে নবী ইব্রাহীমের জীবনী দিয়ে আবার বলে দেয়া থাকে যে, নবী ইব্রাহীমের জীবনী থেকে আমরা শিখলাম……………………। আরে ভাই, যে বইটি পড়ছে, যে ইব্রাহীমের জীবনী পড়ছে তাকে চিন্তা করতে দিন। আপনিই যদি বলে দেন - জীবনী পড়ে কি কি বুঝলেন তাহলে বাচ্চাটার চিন্তা-ভাবনা বিকশিত হবে কিভাবে? তাকে চিন্তা করে সে কি বুঝল - সেটা বলতে দিন। তাহলে বইয়ে কি থাকবে? ইব্রাহিমের জীবনী পড়ে তুমি কি বুঝলে তা তোমার আম্মুকে বল। একজন ছেলে বা মেয়ে ইব্রাহীমের জীবনী পড়ে যা বুঝে তা যদি বলে তাহলে তাকে আর কিছুই বলবেন না। তার চিন্তা-ভাবনাকে প্রভাবিত করতে যাবেন না। তার চিন্তা-ভাবনাকে বিকশিত হতে দিন। এখন ৭ বছরের এক ছেলে এই প্রশ্নের উত্তরে বলল যে, "ইব্রাহীম অন্যের মূর্তি অনুমতি না নিয়ে ভেঙ্গে ফেলেছেন – এটা তিনি ঠিক করেন নি"। এই ছেলে যা বলেছে - সে তাঁর চিন্তাভাবনার সামর্থ্য অনুযায়ী বলেছে। তাকে এখনি কোন কিছু বলার দরকার নেই কারণ ক্রিটিকাল চিন্তা করার সামর্থ্য তার এখনো তৈরি হয়নি। তাকে পরে অন্য সময় শিরক সম্পর্কে শিখাতে হবে। মূর্তিপুজা যে শিরক এবং অনেক বড় গুনাহ এই বিষয়টা যখন সেই ছেলে জানতে পারবে তখন তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করতে হবে যে, তুমি কি মনে করো, ইব্রাহীম আঃ অন্যের অনুমতি না নিয়ে যে তাদের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেছিলেন সেটা তিনি ভুল করেছিলেন? সে যদি তখনো বলে যে , হাঁ, ইব্রাহীম আঃ ভুল করেছিলেন। তাহলে পরে অন্য সময় তাকে বুঝাতে হবে যে, কাউকে শিরক সম্পর্কে বাস্তবিক শিক্ষা দেয়ার জন্য বিভিন্ন পন্থা নেয়া যাবে - এতে দোষের কিছু নেই কারণ কাউকে যদি শিরক সম্পর্কে বুঝাতে পারো তাহলে তুমি তার অনেক বড় কল্যাণ করলে। এভাবে ধীরে ধীরে সে ইব্রাহীম আঃ এর মূর্তি ভাঙ্গা যে শিরক বুঝানোর একটি পন্থা ছিল সেটা বুঝতে পারবে। এই বিষয়টা সেই ছেলেকে বুঝানোর জন্য হয়তো ২-৩ বছর সময় লাগতে পারে। কিন্তু কোনভাবেই তার চিন্তা-ভাবনাকে বাধাগ্রস্থ করা যাবে না তাহলে সে কোন কিছুই গ্রহন করতে পারবে না। কখনো এই কথা বলা যাবে না যে - তুমি ভুল বলেছ বা তাকে ছোট বয়সেই counter যুক্তি দিয়ে পরাজিত করা যাবে না - তাহলে সে চিন্তা- ভাবনা করা ছেড়ে দিবে। তখন হয়তো মুখে মুখে বলবে কিন্তু অন্তরে গ্রহন করবে না।

এখন আসি মাদ্রাসার প্রশ্ন কেমন হবে? মাদ্রাসার দাওরাহ পরীক্ষার প্রস্ন হবেঃ

১) বর্তমানে বাংলা অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার উপায় কি? কোরআন, হাদিসের আলোকে উত্তর দাও।

২) আমেরিকা এবং ন্যাটোর বিরুদ্ধে তালিবানদের বিজয়ের কারন কি - কোরআন, হাদিস এবং ইতিহাসের আলোকে উত্তর দাও।

৩) বর্তমান সমাজে ঘুষ এবং ধর্ষণ বন্ধ করার উপায় কি - কোরআন, হাদিসের আলোকে উত্তর দাও।

৪) বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধান মানলে একজন মুসলিম কি মুসলিম থাকবে নাকি কাফির হয়ে যাবে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

৫) বর্তমানে বাংলাদেশে সকল ধরণের সরকারী চাকরি করা হারাম কেন? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়ে দিচ্ছি।

উঃ যেহেতু বাংলাদেশে এখন দাজ্জালের শাসন চলছে যারা ইসলামকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্র দিয়ে দেশ চালাচ্ছে এবং আল্লাহ এর সকল আইন বাদ দিয়ে নিজেদেরকে আইনদাতা বলে দাবী করে নিজেদের আইন দিয়ে দেশ চালাচ্ছে তাই এই সরকারের অধীনে চাকরি করা হারাম। ব্যাপারটা এমন যে আপনি ফেরায়ুনের সরকারে চাকরি করছেন। পার্থক্য হচ্ছে, ফেরায়ুনকে মুসা কাফির ঘোষণা করেছিল আর বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসকরা নিজেদের মুসলিম বলে দাবী করে আর তথাকথিত আলেম সমাজ এদেরকে মুসলিম বলে স্বীকৃতি দিয়েছে - তাই এরা হচ্ছে দাজ্জাল। ইসলামের আবরণে শিরককে তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখন জামাতে ইসলামী এসে বলবে, "আরে ভাই, আমরা তো মানুষের কল্যাণে চাকরি করি আর বিনিময় হিসেবে পারিশ্রমিক নেই"। তাদেরকে যে বিষয় নিয়ে বলা হয় তারা সেটা নিয়ে কথা না বলে - কথা ঘুরিয়ে - অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলে। ইসলামে কিভাবে গণতন্ত্র আছে? গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কিভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করা জায়েজ? এই সব প্রশ্ন নিয়ে তারা ৫-১০ মিনিট কথা বলবে কিন্তু তাদের কথা শেষে আপনি দেখবেন তারা আপনার প্রশ্নের উত্তর-ই দেয় নি। উত্তর দিবে কিভাবে - ইসলামে গণতন্ত্র নাই, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নিয়ম ইসলামে নাই। জামাত গিয়েছিল ২০২৬-এ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে। আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন জামাতের হাতে কলা ধরিয়ে দিয়েছে। সরকারী চাকরি করা যাবে না, সুদের চাকরিও না। সুদের উপর ঋণ নিয়ে ব্যবসাও করা যাবে না। তাহলে, করবো কি? তাহলে সেটাই করুন যেটা মক্কায় সাহাবীরা করেছিলেন।

১২-১৪ বছর আগে, আমার পরিচিত একজনের বাবা তাকে বাসা থেকে বের করে দিয়েছিল। বাসা থেকে বের হবার সময় তার বাবা তাকে বলেন, জামা-কাপড় খুলে বের হতে হবে কারণ জামা -কাপড় বাবার টাকায় কেনা। তৎক্ষণাৎ ছেলে তার সব জামা কাপড় খুলে শুধু হাফ প্যান্ট পরে বাসা থেকে বের হয়ে গিয়েছিল (হাফ প্যান্টটি সম্ভবত ছেলেটির মায়ের কান্নার জন্য রক্ষা পেয়েছিল – তা না হলে বাবা সেটাও খুলে রাখতেন) । ছেলেটি লেখাপড়া শেষ করতে পারেনি। ইন্টার পাস-ই থেকো গেল, অনার্স পাস আর হল না। আমরা পৃথিবীতে একা এসেছি - একাই আল্লাহ এর কাছে চলে যাবো।

ওরা আল্লাহর দিকে ছুটে চলেছে, ওদেরকে আপনারা আটকাতে পারবেন না । আল্লাহর রহমতে, ওরা আল্লাহর কাছে পৌঁছেও যাবে। মাঝখান থেকে আপনার লাভ এতটুকুই হবে যে - ওদেরকে বাধা দেবার কারণে আগুনে পুড়বেন আপনি।

মুহাম্মাদ সাঃ কে আল্লাহ নিজের বন্ধু বলেছেন। উনাকেই ইসলামের জন্য মার খেতে হয়েছে, অপমানিত হতে হয়েছে, অনাহারে থাকতে হয়েছে, যুদ্ধে আহত হতে হয়েছে। আর আমি কে যে আল্লাহ আমার বিশ্বাসের দাবীকে পরীক্ষা না করেই জান্নাত দিয়ে দিবেন ? ইসলামকে যে হালকাভাবে নিয়েছে - সে বোকার রাজত্বে বসবাস করছে।

মানুষ কখন ইবলিসের চেয়ে নিচে নেমে যায়?

"স্মরণ করো" যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, "আমি পৃথিবীতে কর্তৃত্ব (Authority) দিয়ে দায়িত্বশীল করে আমার প্রতিনিধি স্থাপন করতে যাচ্ছি।" তারা আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে প্রতিষ্ঠিত করবেন যে সেখানে অশান্তি ছড়াবে এবং রক্তপাত করবে, অথচ আমরা আপনার প্রশংসার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি?" আল্লাহ বললেন, "আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।" (৩০) এবং তিনি আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন এবং বললেন, 'এ বস্তুগুলোর নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সঠিক হও'। (৩১) তারা বলল, 'আপনি পবিত্র মহান, আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তাছাড়া আমাদের কোন জ্ঞানই নেই, নিশ্চয়ই আপনি সব কিছু জানেন এবং সর্বজ্ঞানী'। (৩২) তিনি নির্দেশ করলেন, 'হে আদম! এ জিনিসগুলোর নাম তাদেরকে জানিয়ে দাও'। যখন সে এ সকল (বস্তুর) নাম তাদেরকে বলে দিল, তখন তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের গোপন ব্যাপার সম্পর্কে জানি এবং তোমরা যা প্রকাশ কর ও গোপন কর, তাও আমি জানি। (৩৩) এবং যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদাহ কর, তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সিজদাহ করল, সে অমান্য করল ও অহঙ্কার করল, কাজেই সে অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (৩৪) (সূরা বাকারাঃ ৩০-৩৪)

মানুষকে (আদমকে) আল্লাহ কিসের ভিত্তিতে ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণ করেছিলেন ? জ্ঞানের ভিত্তিতে। আল্লাহ আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু ফেরেশতাদের শিক্ষা দেন নি। তাহলে আল্লাহ আদমকে ফেরেশতাদের চেয়ে বেশি জ্ঞান দিয়েছিলেন। এখন আদম যদি সেই সকল বস্তুর নাম ভুলে যায় তাহলে আদম কি ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ থাকবে ? না, থাকবে না কারণ আদম তো ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমানিত হয়েছিল এই কারণে যে - সে ঐ সকল বস্তুর নাম বলতে পেরেছিল কিন্তু ফেরেশতারা বলতে পারেনি। অন্য দিকে ইবলিস যুক্তি দিয়েছিল এবং আল্লাহ এর হুকুম অমান্য করেছিল। বুঝা যাচ্ছে, ইবলিসের আল্লাহ এর প্রতি বিশ্বাস ছিল যুক্তি-তর্ক নির্ভর। এই ধরণের বিশ্বাস হচ্ছে শর্তাধীনে

বিশ্বাস। এই ধরণের বিশ্বাস আল্লাহ এর কাছে গ্রহনযোগ্য নয়। কিন্তু ইবলিস, আল্লাহ যে বস্তুর যে নাম দিয়েছিলেন সেই নাম পরিবর্তন করেনি। এখন মানুষ যদি আল্লাহ যে বস্তুর যে নাম দিয়েছেন সেই নাম পরিবর্তন করে তাহলে সে ইবলিসের চেয়েও নিচে নেমে যাবে। এখন আমরা দেখব মানুষ, আল্লাহ যে বস্তুর যে নাম দিয়েছিলেন সেই বস্তুর সেই নাম পরিবর্তন করেছে কি না ? বা সেই বস্তুটিই পরিবর্তন করে ফেলেছে কি না?

মানুষ একজন ছেলেকে মেয়েদের পোশাক পরিয়ে, চুরি পরিয়ে তার নাম দেয় রিনা। এদেরকে ট্রান্সজেন্ডার বলে। অর্থাৎ মানুষ, পুরুষকে নারী বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটা হচ্ছে আল্লাহ এর দেয়া নাম পরিবর্তন করা। এবং এরা তো আল্লাহ এর সৃষ্টিকেই পরিবর্তন করে ফেলেছে।

যখন আগুনকে 'গার্ড অফ অনার' দেয়া হয়, আগুনের উদ্দেশ্যে ফুল দেয়া হয়, তখন আমরা বললাম, আপনারা আগুনকে 'গার্ড অফ অনার' দিচ্ছেন কেন? আগুনের উদ্দেশে ফুল দিচ্ছেন কেন ? আগুনকে সম্মান প্রদর্শন করছেন কেন? এটা তো অগ্নি পুজার শামিল, এটাতো শিরকের পর্যায়ে পড়ে।

- আপনারা বললেন, " কোথায় না তো, আমরা আগুনকে ফুল দিচ্ছি না, আগুনকে 'গার্ড অফ অনার' দিচ্ছি না, আগুনকে সম্মান প্রদর্শন করছি না, আমরা তো শিখা অনির্বাণকে ফুল দিচ্ছি, আমরা তো 'শিখা চিরন্তনকে' গার্ড অফ অনার দিচ্ছি।

- আমরা বললাম, 'বুঝতে পেরেছি, আপনারা যে জিনিসের নাম আল্লাহ দিয়েছিলেন 'আগুন' সেই জিনিসের নাম পরিবর্তন করে ফেলেছেন। তাই আপনারা যে, আগুনকে ফুল দিচ্ছেন, আগুনকে সম্মান করছেন -সেটা আপনারা বুঝতে পারছেন না। আপনারা সত্যকে মিথ্যা দ্বারা ঢেকে দিয়েছেন। আল্লাহ আপনাদেরকে যে জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণ করেছিলেন – সেটাই আপনারা পরিবর্তন করে ফেলেছেন। আপনারা-তো এমন পাপ কাজ করছেন যা ইবলিসও করেনি'। আপনারা বললেন, "কি এত বড় কথা, দাড়াও তোমাদের এখন-ই গ্রেফতার করছি, তোমাদের বিরুদ্ধে এখনি মামলা দিচ্ছি, জেল দিচ্ছি।

তারিক ইবনে শিহাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সাঃ) বলেছেন:

"এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করল একটি মাছির কারণে, আর অন্য এক ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করল একটি মাছির কারণে।"

তারা জিজ্ঞাসা করল:

"এটা কিভাবে সম্ভব হল, হে আল্লাহর রাসূল সাঃ, এটা কিভাবে সম্ভব?"

তিনি উত্তর দিলেন: "দুই ব্যক্তি এমন এক জাতির পাশ দিয়ে গেল যাদের একটি মূর্তি ছিল, যার উদ্দেশ্যে কুরবানী না করে কারো পক্ষে (ঐ জায়গা) অতিক্রম করার অনুমতি ছিল না। তারা (লোকেরা) প্রথম ব্যক্তিকে বলল: "(মূর্তির উদ্দেশে কোন কিছু) কোরবানী (করো) "

সে বলল: "আমার কাছে তা করার মতো কিছুই নেই।"
তারা বলল: "কোরবানী করো, এমনকি যদি তা কেবল একটি মাছিও হয়," এবং সে তাই করল, এবং তারা তাকে তার পথে চলতে দিল এবং সে জাহান্নামে প্রবেশ করল।
তারপর তারা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলল: "(মূর্তির উদ্দেশে কোন কিছু) কোরবানী (করো) "
কিন্তু সে বলল: "আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্য ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশে কিছুই কুরবানী করব না," তাই তারা তার ঘাড়ে আঘাত করল (এবং সে মারা গেল) এবং জান্নাতে প্রবেশ করল।" [আহমদ কর্তৃক বর্ণিত] (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হাদিস: ৩৩৭০৯; সালমান আল ফারিসি (রাঃ) থেকে বর্ণিত)

উপরে বর্ণিত হাদিসটি পড়ে আপনি, আমি, আমরা সবাই অবাক এই কথা ভেবে যে, ঐ সময়ে ঐ জাতির লোকেরা কত মূর্খ ছিল যে, তাদের মূর্তির উদ্দেশে কোরবানি না করলে তারা কাউকে ঐ জায়গা দিয়ে যেতে দিবে না, এমনকি মূর্তির উদ্দেশে কোরবানি না করলে মানুষকে হত্যা করে ফেলত।
এখন আগুনকে (শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তনকে) ফুল দেয়া, গার্ড অফ অনার দেয়াকে অগ্নি পুজা বলে অভিহিত করার কারণে এই দেশে মানুষকে গুম করা হয়, জেল দেয়া হয়, রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দেয়া হয়। ঐ মূর্খ জাতির সাথে আমাদের সময়ের লোকেদের বা আমাদের জাতির কোন পার্থক্য আছে কি ?

একটি দেশের মুসলিম সেনাবাহিনীকে, নৌ বাহিনী, বিমান বাহিনী, বিজিবিকে যখন অগ্নি পুজায় লিপ্ত করা হয় তখন তাদের হৃদয় অন্ধ হয়ে যায়, বধির হয়ে যায় অর্থাৎ তাদের হৃদয় মরে যায়। তাদের সাহস নষ্ট হয়ে যায় কারণ এই অবস্থায় মারা গেলে সে জাহান্নামে যাবে এবং চিরদিন জাহান্নামে থাকবে - একজন মুসলিম হিসাবে সে এটা জানে।
২০২৫ এর মাঝা-মাঝি সময়ে ISPR এর সাংবাদিক সম্মেলনে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন যে, সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা যে অন্য বাহিনীতে গিয়ে অন্যায় করেছে এর দায় কি সেনাবাহিনী এড়াতে পারে ? উত্তরে সেনা কর্মকর্তা বলেন, " আপনারা সেনাবাহিনী সম্পর্কে জানেন না, সেনাবাহিনী থেকে প্রেষণে কোন কর্মকর্তা অন্য বাহিনীতে গেলে তার উপর সেনাবাহিনীর কোন নিয়ন্ত্রন থাকে না। ডিজিএফআই এর কাজ হচ্ছে সেনাবাহিনীর (সেনাপ্রধানসহ সকল সেনা কর্মকর্তার) উপর গোয়েন্দাগিরি করা এবং প্রধানমন্ত্রীকে তারা সরাসরি রিপোর্ট করে। এক্ষেত্রে বলতে গেলে ডিজিএফআই সেনাবাহিনীর উপরের একটি সংস্থা। তাই ঐখানে বসে কোন সেনা কর্মকর্তা যদি কোন অন্যায় (গুম, খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়) করে তাহলে সেনাবাহিনী কিছু করতে পারে না"।
আমার প্রস্তাব হচ্ছে, প্রত্যেক সেনা কর্মকর্তা নিজেকে একজন সোলজার মনে করে আর একজন সোলজার সর্বদাই যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হয়। সেনাবাহিনী চাইলে নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থা তৈরি করতে পারে এবং প্রেষণে যে সকল সেনা কর্মকর্তা কাজ করতে যায় তারা যদি অপকর্ম করে তাহলে তা প্রমান সাপেক্ষে সেনাপ্রধান উক্ত সেনা কর্মকর্তাকে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করতে পারেন। এক্ষেত্রে কোর্ট মার্শাল করে, বিচার করেও পদক্ষেপ

নেয়া যায়, তাহলে সেনাপ্রধানের উপরও কোন দোষ চাপানো যাবে না কারণ বিচার হয়েছে, বিচারক প্রমাণ সাপেক্ষে রায় দিয়েছেন, বরখাস্ত করেছেন। নাকি এটাও প্রধানমন্ত্রীর হাতে? প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রী দেখলেও সেনাবাহিনীর পদোন্নতি, নিয়োগ, বরখাস্ত করার অধিকার সেনাবাহিনীর হাতে রাখতে হবে। তা না হলে সেনাপ্রধান রাখার দরকার কি? প্রধানমন্ত্রী নিজে সেনাপ্রধান হয়ে গেলেই পারেন। পুতুল, মেরুদণ্ডহীন সেনাবাহিনী ও সেনাপ্রধান দরকার নেই আমাদের।

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, পুরান ঢাকার এমপি হাজি সেলিম একবার এক নৌবাহিনীর কর্মকর্তাকে রাস্তায় নাজেহাল করেছিল তারপর হাজি সেলিমের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল রেব (সামরিক বাহিনী)। হাজি সেলিমের বাড়ি তল্লাশি, তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অভিযান – আরও কত কিছু, তাহলে বুঝা গেলো বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী শুধু নিজেদের স্বার্থের ব্যাপারে সিরিয়াস। এর আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে মেজর সিনহা হত্যাকাণ্ড। মেজর সিনহার হত্যাকাণ্ডের পর সারা দেশ তোলপাড়। কিন্তু কত সাধারণ মানুষকে পুলিশ, রেব গুম, খুন করেছে তখন সেনাবাহিনী কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

যাই হোক, সেনাবাহিনীর প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা একটা বিষয় নিশ্চিত করবেন যে, বাংলাদেশ থেকে যেন একটি টাকাও আর কেউ পাচার করতে না পারে। যদি অন্য কোন দেশ বাংলাদেশে হামলা করে বাংলাদেশের সম্পদ নিয়ে যেতে চায় তাহলে সেনাবাহিনী কি তাতে বাধা দিবে না ? নিশ্চয়ই দিবে। তাহলে এই দেশের টাকা যদি কোন মন্ত্রী, এমপি বা কোন ব্যবসায়ী পাচার করতে চায় তাহলে সেনাবাহিনী কেন বাধা দিবে না ? সেনাপ্রধান অন্য সকল অফিসারদের সাথে আলোচনা করে একমত হয়ে তারপর প্রধানমন্ত্রীকে বলবেন যে, "দেখুন, দুর্নীতি বন্ধ করতে না পারেন, অন্তত এতটুকু নিশ্চিত করবেন যে, দেশের টাকা যেন কেউ বিদেশে পাচার না করে, তাহলে সেনাবাহিনী এটা মানবে না"। এতটুকু কি করা যায় না ? হাসিনার সময় ২৩৪ বিলিয়ন ডলার পাচার করেছে তার চামচারা। চিন্তা করে দেখুন, এর মধ্যে যদি ১০০ বিলিয়ন ডলারও থাকত তাহলে আজকে দেশ কত ধনী হত। সেনাবাহিনীর সকল কর্মকর্তার ছেলেমেয়েরা তো বিদেশে থাকে না। তাহলে, এই দেশটাকে বাঁচান। অনেক হইসে ভাই। দেশের টাকা আর পাচার করতে দিয়েন না।

জামাতে ইসলামীর নির্বাচনে পরাজয়ের কারণ

নির্বাচন হয়েছে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারীর ১২ তারিখে। ১০ তারিখ রাতে জামাতের আমিরকে একজন মার্কিন নারী নির্বাচন পর্যবেক্ষক জিজ্ঞেস করেন, " Will you implement shariya law? (আপনারা কি শরিয়া আইন বাস্তবায়ন করবেন?) উত্তরে জামাতের আমির বলেন যে, "who am I to decide? If people wants, We will do that, everything is open" (আমি কে এই সিদ্ধান্ত নেবার? যদি জনগণ চায় তাহলে করবো, সব রাস্তাই খোলা আছে)। ব্যাস, সব কিছু ঘুরে গেলো। ১১ তারিখ রাতে মিডিয়ার সংবাদ দেখে মনে হল, জামাত ইসলামী মিডিয়া ক্যু এর মধ্যে পড়ে গেছে। সব চ্যানেলে জামাতের নেতাদের টাকা বিতরণের খবর। আমরা

তো অবাক, আরে এটা কি? সব চ্যানেল একসাথে কিভাবে জামাতের বিরুদ্ধে চলে গেল? আসলে ১০ তারিখ রাতেই সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে, জামাতকে সরকারে আসতে দেয়া হবে না। এই সিদ্ধান্ত এসেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে, আমেরিকা থেকে - সুতরাং যা হয়েছে তা তো আপনারা দেখেছেনই। এমন কি বিএনপিকে green signal দিয়ে দেয়া হয়েছে যে, গণভোট, জুলাই সব বাদ দিয়ে দাও, আমরা (আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ভারত) তোমাদের পিছনে আছি। তোমরা দেশ চালাবে আর ৫ বছর পর আয়ামি লীগ বিরোধী দলে থাকবে। জামাত বাদ। তাই তো সারা দেশে আয়ামিলীগের অফিস খোলার হিড়িক পড়ে গেছে আর বিএনপি জুলাই বাদ দিসে, গণভোটকে বাদ দিসে, বিএনপি এখন কাউকেই পাত্তা দিচ্ছে না। সম্ভবত, খলিলুর রহমান এই সকল বিষয়ে মধ্যস্থতা করেছেন - তাই তাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করা হয়েছে। ২০২৬ সালের নির্বাচন নিয়ে এটা আমার analysis.

জামাতে ইসলামী গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবে - এটা আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন মেনে নিবে ? মিশরে মুহাম্মাদ মুরসির কি হয়েছিল? মুসলিম ব্রাদারহুডের কি হয়েছে? তোমরা কি কিছুই বুঝো না ? এদিকে এই সব কাহিনী দেখে ভারত হাসছে।

এই অবস্থায় জামাতে ইসলামীর সামনে রাশিয়া, ইরান, চীনের ব্লকে যোগদান করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। হে জামাতে ইসলামী, তোমরা আমার কথা বাদ দাও। তোমরা বিশ্ববিখ্যাত আলেম ইমরান নযার হুসেইনের কথার প্রতি মনোযোগ দাও। তিনি তো, ২০ বছর আগে থেকেই, বার বার কোরআন, হাদিস, ইতিহাসের আলোকে বলেছেন যে, বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী হতে পারে - রাশিয়া এবং রাশিয়া এবং রাশিয়া। মুসলিমদের বন্ধু হতে পারে 'ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চ' যা রাশিয়াতেই শক্তিশালী অবস্থানে আছে। আপনারা কি নিযামি, সাইদির বই ছাড়া অন্য কারো বই পড়েন না? অন্য কারো লেকচার শুনেন না? আপনারা কি জানেন না যে, একমাত্র রাশিয়াই মুসলিমদের পক্ষে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে (অক্টোবর ওয়্যার ১৯৭৩)। পৃথিবীতে একমাত্র রাশিয়াই তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। জামাতে ইসলামী - শিরকে লিপ্ত - বাংলাদেশের সবগুলো মুসলিমদের দলের মধ্যে ইসলামের সবচেয়ে কাছে ছিল কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহন করল না। তারা বন্ধু, শত্রু চিনল না। এত নির্যাতন, হত্যা সহ্য করার পরও জামাতের নেতা- কর্মীরা গনতান্ত্রিক ইসলাম মেনে চলার কারণে চিরদিনের জন্য জাহান্নামে যাবে। তোমরা তো নির্যাতন, হত্যা মেনেই নিয়েছো তাহলে গণতন্ত্রবিহীন ইসলাম গ্রহন করতে ভয় পাও কেন? কি করবে - সবাইকে মেরে ফেলবে? গণহত্যা করবে?

তোমরা কেন এই চিন্তা করতে পারো না যে - 'আমি হচ্ছি জাফর ইবনে আবু তালিব (রাঃ)। আমি পৃথিবীতে এসেছিই নির্মমভাবে নিহত হতে - শহীদ হতে। If Allah wills, সূর্য পশ্চিম দিকে উঠা পর্যন্ত এই কথার ব্যতিক্রম কোন কিছুই ঘটবে না'।

ওমর রাঃ কে উনার মৃত্যুর বহু পূর্বেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে - উনি নিহত হবেন (*)। উনি কি ভয়ে ইসলাম ছেড়ে পালিয়েছিলেন? আম্মার ইবনে ইয়াসেরকে রাঃ উনার মৃত্যুর বহু আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে - উনি নিহত হবেন(**), উনি কি যুদ্ধ করা বন্ধ করে দিয়েছিলেন?

(*) সহীহ বুখারী ৭০৯৬ (**) সহীহ বুখারী ২৮১২

সবাই মরে গেলে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবে কে? এই কথা? ইসলাম কে প্রতিষ্ঠা করবে - সেই চিন্তা আপনাকে করতে হবে না - আপনি আল্লাহ এর হুকুম মেনে চলুন – আপনাকে আল্লাহ এতটুকুই করতে বলেছেন। ইসলাম প্রতিষ্ঠা অনেক বড় ব্যাপার। আল্লাহ ছাড়া কেউই এটা করতে পারে না। ইসলাম প্রতিষ্ঠার মত এত বড় বোঝা আল্লাহ আপনার কাঁধে দেন নি কারণ তিনি জানেন এত বড় বোঝা আপনি বহন করতে পারবেন না - আল্লাহ শুধু এতটুকুই দেখবেন যে, আপনি আল্লাহ এর দেখানো পথে হেঁটেছিলেন কি না এবং সেই পথে থেকে মৃত্যু বরণ করেছেন কি না?

আল্লাহ এর রসুলের সাঃ কাছে ইসমাইল নামের ফেরেশতা এসে উনার রুহ নেয়ার অনুমতি চাইলেন। ইসমাইল ফেরেশতা বললেন, এই (রুহ নেয়ার অনুমতি সংক্রান্ত) সুযোগ আপনার আগে আর কাউকে দেয়া হয়নি এবং আপনার পরে আর কাউকে দেয়া হবে না। আল্লাহ এর রসূল সাঃ জিব্রাইলের দিকে তাকালেন - জিব্রাইল বললেন, 'আল্লাহ আপনার সাথে দেখা করতে আগ্রহী'। তখন আল্লাহ এর রসূল সাঃ ইসমাইল ফেরেশতাকে বললেন, আপনাকে যা করার আদেশ করা হয়েছে - তা করুন। আল্লাহ এর রসূল সাঃ মৃত্যুকে গ্রহন করে নিলেন। আপনার কি মনে হয়, যে সুযোগ মুহাম্মাদকে (সাঃ) মৃত্যুর ব্যাপারে দেয়া হয়েছিল - সেই ধরণের কিছু - তাঁর অনুসারীদের আল্লাহ দিবেন না? আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) তো কোন কিছু নিজে গ্রহন করার আগে আমাদের কথা চিন্তা করতেন। মুহাম্মাদ (সাঃ) আমাদের অবিশ্বাসের জন্য এত দুঃখ প্রকাশ করতে শুরু করেন যে, আল্লাহ কোরআনে আয়াত নাযিল করেন, "আপনি তাদের অবিশ্বাসের জন্য দুঃখ করতে করতে নিজেই তো মৃত্যু বরণ করবেন" (সূরা আশ-শু'আরাঃ৩)। মৃত্যুর ব্যাপারে, মুহাম্মাদকে (সাঃ) আল্লাহ যে সুযোগ দিয়েছিলেন, আমাদের জন্য সেই ধরণের সুযোগ কোথায়?

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে হৃদয় থেকে আল্লাহর কাছে শাহাদাত প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদদের মর্যাদায় পৌঁছে দেবেন, যদিও সে তার বিছানায় মারা যায়।" (সুনান ইবনে মাজাহ ২৭৯৭)

আল্লাহ আপনাকে সুযোগ দিয়েছেন, নিজেকে শহীদের মর্যাদায় নিয়ে যেতে - আপনি কি সেই সুযোগ গ্রহন করবেন?

আপনি যদি আল্লাহ এর কাছে হৃদয় থেকে শাহাদতের দুয়া করেন এবং এই বিশ্বাস রাখেন যে, "আমি হচ্ছি জাফর ইবনে আবু তালিব (রাঃ)। আমি পৃথিবীতে এসেছিই নির্মমভাবে নিহত হতে - শহীদ হতে। If Allah wills, সূর্য পশ্চিম দিকে উঠা পর্যন্ত এই কথার ব্যতিক্রম কোন কিছুই ঘটবে না'। (অর্থাৎ এই ব্যাপারে আপনার পরিপূর্ণ বিশ্বাস যে, আল্লাহ আপনার দুয়া কবুল করেছেন)

তাহলে, আপনার মৃত্যু যদি অ্যাপলো হাসপাতালের ভিআইপি রোগীর বেডেও হয় তারপরও আল্লাহ আপনাকে শহীদ হিসেবে জাফর ইবনে আবু তালিবের রাঃ মর্যাদায় তুলে দিবেন। তবে অন্য ক্ষেত্রে আপনি জাফর ইবনে আবু তালিবের (রাঃ) চেয়ে পিছিয়ে থাকবেন বলেই আমি মনে করি। (এই ধরণের দুয়া করতে হলে আপনাকে প্রথমে শিরক্‌মুক্ত বিশ্বাসী হতে হবে। আল্লাহ জানতেন, আপনার মৃত্যু হবে এপোলো হাসপাতালের ভিআইপি কেবিনে তারপরও আল্লাহ আপনাকে শহীদের মর্যাদা পাবার সুযোগ দিয়েছেন। আপনি যখন অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেন তখন আপনার মৃত্যু ঝুঁকি আসবে, এখন আপনি চিন্তা করবেন – যদিও আমি আমার জীবন দেই তবু কিছুই-তো পরিবর্তন হবে না, লাভ কি? আল্লাহ বুঝাচ্ছেন, পরিবর্তন হোক বা না হোক তুমি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিবাদ করো, তোমার প্রতিদান আমি দিবো এবং বহু গুণ বাড়িয়ে দিবো)

চিন্তা করে দেখুন, সাহাবীরা আমাদের জন্য সুযোগ রেখে গেছেন যে, আজকে আমি, আপনি দুয়া করতে পারছি যে, আমি জাফর ইবনে আবু তালিবের (রাঃ) এর মত শাহাদাত চাই। তারপর আমাদের মৃত্যু আমাদের বিছানায় হলেও আল্লাহ আমাদেরকে জাফর ইবনে আবু তালিবের রাঃ শাহাদতের মর্যাদায় পৌঁছে দিচ্ছেন। এরপর জান্নাতে যখন জাফর ইবনে আবু তালিবের রাঃ সাথে আপনার দেখা হবে - তখন আপনি কি বলে উনার প্রতি আপনার ভালোবাসা প্রকাশ করবেন? চোখের পানি ছাড়া এই প্রশ্নের আর কোন উত্তর নেই।

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) বলেন, "আল্লাহর রসূল (সাঃ) মুতার যুদ্ধের সময় জায়েদ বিন হারিসাকে সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "যদি জায়েদ শহীদ হন, তাহলে জাফর তার পদ গ্রহণ করবেন এবং যদি জাফর শহীদ হন, তাহলে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা তার পদ গ্রহণ করবেন।" আবদুল্লাহ বিন উমর আরও বলেন, "আমি সেই যুদ্ধে তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম এবং আমরা জাফর ইবনে আবু তালিবকে খুঁজছিলাম এবং শহীদদের মৃতদেহের মধ্যে তার মৃতদেহ পেয়েছিলাম এবং তার শরীরে নব্বইটিরও বেশি আঘাত ছিল, যা ছুরিকাঘাত বা তীরের আঘাতের কারণে হয়েছিল।" (সহীহ বুখারী ৪২৬১)

পশমের কোঁকড়া চুল সমৃদ্ধ দাজ্জাল

এই দেশের বিচারকরা যে দাজ্জাল – সেটা আমার চেয়ে তারেক জিয়া ভালো জানেন। দাজ্জালগুলো উনার মায়ের (খালেদা জিয়ার) সাথে যে আচরণ করেছিল – তারপর উনি নিশ্চিত যে, এই দেশের বিচারকরাই হচ্ছে দাজ্জাল। এই দেশের বিচারকরা যে দাজ্জাল – এই কথা সাংবাদিক মাহমুদুর রাহমান (আমার দেশ), মাহফুয আনাম (The Daily star), মতিউর রাহমান (প্রথম আলো), ডক্টর মুহাম্মাদ ইউনুস - সবাই আমার চেয়ে আরও ভালোভাবে জানেন কারণ তারা সবাই এই দাজ্জাল দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন।
দাজ্জালের বাহিনীও (পুলিশ, রেব, ডিবি, সিটিটিসি) বলবেন যে, 'এই দেশের বিচারকরা যে দাজ্জাল – এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই'।

*** দাজ্জালের এই অংশটুকু বুঝতে হলে আপনাকে অবশ্যই 'মুক্তিপ্রাপ্ত ইয়াজুজ-মাজুজ এবং আবির্ভূত দাজ্জাল' বইটি পড়া থাকতে হবে। বইটি ইন্টারনেটে সার্চ দিলেই পেয়ে যাবেন।

উবাদাহ ইবনে সামিত থেকে বর্ণিত:
নবী (সাঃ) বললেনঃ দাজ্জাল সম্পর্কে আমি তোমাদের এত কিছু বলেছি যে, আমি ভয় পাচ্ছি যে, তোমরা হয়তো বুঝতে পারবে না। দাজ্জাল খাটো, মুরগির আঙ্গুলযুক্ত, পশমের কেশযুক্ত (woolly-haired), একচোখা, একচোখ ত্রুটিযুক্ত এবং (যা) ফোলা বা গভীরে উপবিষ্ট নয়। তোমরা যদি তার সম্পর্কে বিভ্রান্ত হও তবে জেনে রাখো যে তোমাদের রব ত্রুটিযুক্ত নন। (সুনান আবি দাউদ ৪৩২০)

আল্লাহ এর রসূল সাঃ দাজ্জাল হিসেবে শুধুমাত্র ব্যক্তির কথা বলেন নি। তিনি কিছু চিহ্ন, সিস্টেম, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন যা দেখে দাজ্জালকে চেনা যাবে। দাজ্জাল কারো নাম নয়। দাজ্জাল হচ্ছে পদবী, পদের নাম, উপাধি, টাইটেল।

উল্লেখিত হাদিসে "একচোখা, একচোখ ত্রুটিযুক্ত এবং (যা) ফোলা বা গভীরে উপবিষ্ট নয়" - বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ দাজ্জাল কারা তা ঐ বইয়ে আগেই বর্ণনা করেছি। মুরগির আঙ্গুলযুক্ত ব্যাপারটিও পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। (মুক্তিপ্রাপ্ত ইয়াজুজ-মাজুজ এবং আবির্ভূত দাজ্জাল' বইয়ে)

এক ধরণের দাজ্জাল হচ্ছে এমন ব্যাক্তি যে নিজে কাফির কিন্তু সমাজের লোকেরা, আলেমরা তাদেরকে মুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সে ইসলামের সাথে শিরককে মিশ্রিত করে তারপর সেই শিরক মিশ্রিত ইসলামকে মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম বলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে। এজন্য তাকে অবশ্যই রাষ্ট্র বা সমাজে কর্তৃত্বের অধিকারী হতে হবে। শিরক মিশ্রিত ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সে কাউকে জেল, জরিমানা, শাস্তি দিতে পারবে - এমন ক্ষমতা তাঁর হাতে থাকতে হবে। এই সকল ক্ষমতাই বাংলাদেশের বিচারকদের আছে। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি - প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাপ্রধানের চেয়ে উপরে অবস্থান করেন। বিচার বিভাগ স্বাধীন।

আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন যে, দাজ্জাল পশমের কেশযুক্ত (দাজ্জালের চুল হবে পশমের) এবং তাঁর চুল হবে কোঁকড়ানো। বিচারকরা এক ধরণের পরচুলা ব্যাবহার করেন যা পশমের তৈরি এবং কোঁকড়ানো। একে 'জাজেস উইগ' (judge’s Wig) বলা হয়। 'জাজেস উইগ' এর ছবি ইন্টারনেটে দেখে নিয়েন।





“………। সুতরাং মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর, আর আমার আয়াতসমূহকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করো না। আল্লাহ যা (আইন-কানুন) নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই কাফির। (সূরা মায়েদাঃ ৪৪)

বাংলাদেশের বিচারকরা আল্লাহ এর দেয়া আইন অনুযায়ী বিচার করে না,রায় দেয় না। তাহলে, তারা কোরআনের আয়াত মোতাবেক কি? কাফির। কিন্তু বাংলাদেশের সমাজ, আলেম সমাজ এই সকল বিচারকদের মুসলিম বলে স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছে। এরা নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হাজ্জ করে কিন্তু বিচার করে মানুষের দেয়া আইন দিয়ে। এদের মধ্যে সত্য (ইসলাম) এবং মিথ্যার (শিরক, কুফরের) মিশ্রণ রয়েছে। শুধু এতটুকু হলেই তারা দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হতেন না। কিন্তু তাদের কাছে এমন কর্তৃত্ব (Authority) আছে যার মাধ্যমে তারা শিরক মিশ্রিত ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে - গণতান্ত্রিক ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে। যেমনঃ তাদের কাছে যদি এমন কারো নামে মামলা যায় - যে গণতন্ত্র মানে না তাহলে তাকে তারা রিমান্ড দেয়, জেল দেয়, ইত্যাদি। এ কারণে তারা দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

বিচার বিভাগ স্বাধীন – এখন বিচারকরা স্বাধীনভাবে ঘুষ খেয়ে রায় পালটে দেয়, জামিন দেয় বা দেয় না, রায় দিতে দেরি করে। তারা স্বাধীনভাবে ঘুষ খেতে পারে কারণ বিচার বিভাগ তো স্বাধীন। ১২ খুনের আসামীকে জামিন দিয়ে দেয়। ২-৩ টা ধর্ষণ মামলার আসামীকে জামিন দিয়ে দেয়। তারপর আসামী এসে বাদীকে,সাক্ষীকে হুমকি দেয় ফলে ধর্ষণের মামলাই প্রত্যাহার হয়ে যায়। এক মামলা চালায় ৮-১০ বছর ধরে। ততদিনে ধর্ষিতা মরেই যায়। আর ধর্ষক ? বেকসুর খালাস – এটা আবার বলতে হয় নাকি -

যদি পেগসাস স্পাইওয়ার বাংলাদেশের জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিচারকদের মোবাইলে ইন্সটল করা হত তাহলে আপনারা জানতে পারতেন যে, Whats App-এ ওরা বাদী- বিবাদীর সাথে আলোচনা করে কত ঘুষ খায়। আসামির থেকে ঘুষ খেতে খেতে ওরা পেটমোটা শুয়ার হয়ে গেছে। এখন প্রধান বিচারপতি বলবেন, “এত বড় কথা - বিচারকের মোবাইলে পেগাসাস ইন্সটল করার কথা বলছেন - 'কনটেমপট অফ কোর্ট'।

- শাট আপ, ইউ ওল্ড ……….। দেশটাকে শেষ করে দিসে এই Nonsense গুলো। এখন এটর্নি জেনারেল এসে বলবেন, দুইবার গালি - 'ডাবল কনটেমপট অফ কোর্ট'। এই জোকারগুলোই হাসিনার আমলে ডিজিএফআই দেখলে প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলত। এখনো ভিজায়, তারেক তুমি কি বল? – If you know what I mean.

বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী আপনি প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করতে পারবেন, সেনাপ্রধানের সমালোচনা করতে পারবেন কিন্তু কোর্টের বিচারকের সমালোচনা করতে পারবেন না - তাহলে ওরা আপনার নামে 'কনটেমপট অফ কোর্ট' এর মামলা দিবে। চিন্তা করতে পারেন - কি পরিমাণ ক্ষমতা ভোগ করে এই দাজ্জালগুলো।
বিচারকদের ঘুষ খাওয়ার কথা শুধু কি আমিই জানি - আপনারা জানেন না ? সবাই জানেন কিন্তু বলতে পারেন না কারণ বললেই মামলা, জেল। এদের উপাধি কি এমনি এমনি 'দাজ্জাল' দেয়া হয়েছে?

২০২৩- ২০২৪ সালে একজন বিচারকের ছেলে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় একজন পুলিশের ছেলেকে Car accident করে মেরে ফেলেছিল (*)। কিন্তু থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ – পুলিশের মামলা নেয়নি। আপনি চিন্তা করতে পারেন, - বিচারক নামের এই দাজ্জালরা এই দেশে কি পরিমাণ ক্ষমতা রাখে? এদের কোন বিচার হয় না। হাসিনার আমলে যে সকল জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিচারক অন্যায় করেছে - তাদের কোন বিচার হবে না।
(*) ঐ সময়ের পত্রিকা খুঁজে দেখেন, খবরটা পেয়ে যাবেন। ঘটনাটা ঢাকায় ঘটেছিল।

পুলিশের দোষ দিয়ে লাভ কি? ওরা ১০-১২ দিন দৌড়ে ৩ ধর্ষণের আসামী, ৫ খুনের আসামী ধরে নিয়ে আসবে আর বিচারক ঘুষ খেয়ে জামিন দিয়ে দিবে, তারপর সেই আসামী - সেই পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকবে আর বলবে 'স্যার, ভালো আছেন'? এই খেলাই তো চলছে। তারপর পুলিশ দেখবে, "আসামী ধরে লাভ কি? বিচারক ঘুষ খেয়ে আসামীর জামিন দিয়ে দেয়, কোন বিচার হয় না - তাহলে আমিই আসামীর থেকে ঘুষ খেয়ে নেই, এত কষ্ট করে আসামী ধরে এনে বিচারককে ঘুষ খেতে দিয়ে লাভ কি? তাঁর চেয়ে আমি আসামীর থেকে ঘুষ খেয়ে বলব যে, আসামী খুঁজে পাই না"। চিন্তা করে দেখুন, বিচারক নামের দাজ্জালগুলো কিভাবে দেশটাকে ধ্বংস করেছে। ঘুষ খায় সবাই – দোষ হয় পুলিশের। এখন বিচারক দেখবে যে, ঘুষ তো খাওয়া যাচ্ছে না, তখন পুলিশ- বিচারক সন্ধি করে ঘুষ সিস্টেম করে নিবে আর ঘুষের টাকা ভাগ করে খাবে। সেটা কিভাবে? যারা জানেন - তারা জানেন।

একজন প্রধান বিচারপতি দুঃখ করে বলেছিলেন," একজন আইনজীবী একটি বিচারের রায় ৩ মাস দেরি করাতে পারেন আর বিচারক পারেন ৩ বছর। এই কথা তিনি কেন বলেছিলেন? কারণ তিনি জানতেন, তাঁর অধীনের বিচারকরা ঘুষখোর। এদেরকে সাইজ দিতে পারবে ডিজিএফআই। ওদের মোবাইলে পেগাসাস

ইন্সটল করে ওদের ঘুষ গ্রহনের প্রমাণ ইউটিউবে, ফেসবুকে ছেড়ে দিতে হবে। টিভি চ্যানেলে দেয়া যাবে না কারণ প্রধান বিচারপতি আবার ঐ চ্যানেলের নামে মামলা দিয়ে দিবে।
ডিজিএফআই আরেকভাবে এদেরকে সাইজ দিতে পারবে তা হল………………… সেটা না হয় আর নাই বা বললাম। সাইজ দেয়ার বুদ্ধি আমাদের অভাব নাই – শুধু সদিচ্ছার অভাব।

সেনাবাহিনীর এখন অনেক দায়িত্ব – যদি সেনাবাহিনী সেটা বুঝে।
হে আল্লাহ, সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ড তুমি সোজা করে দাও। সত্যের জন্য তাদের হৃদয় খুলে দাও। সত্যের ব্যাপারে তাদেরকে অটল, অবিচল রাখো।

কিন্তু অন্য কোন আলেম তো এই রকম কথা বলে না?
-ওরা বলবে কিভাবে? ওদেরকে আল্লাহ এই রকম জ্ঞান দিবেন কিভাবে - যখন বাংলাদেশের সবচেয়ে সেকুলার ব্যক্তিও অনাহারে থাকা গাজার শিশুদের, মুসলিম রোহিঙ্গা শিশুদের নিয়ে চিন্তিত, ব্যথিত – তখন তারা (আপনাদের আলেমরা) "আপনি আপনার বৌয়ের দুধ খেতে পারবেন কি না?" - সেই মাসলা-মাসায়েল নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত। আপনাদের প্রিয় শায়েখ আহমদুল্লাহ এই বিষয়ে অনেক ভিডিও ইউটিউবে দিয়ে রেখেছেন। অন্য দিকে বিশ্বাসীদের হৃদয়ে এই ধরণের চিন্তাই আসে না - কারণ এর চেয়ে লজ্জার আর কি আছে? শায়েখ আহমদুল্লাহ ইনিয়ে বিনিয়ে বলেছেন -" স্ত্রীর দুধ খেলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নষ্ট হবে না"। এ রকম দায়িত্ব জ্ঞানহীন উত্তর তিনি দিলেন কিভাবে? এই সব কথা, ভিডিও আবার ইউটিউবে ছেড়ে দিচ্ছে! আমি বলে দিচ্ছি, ইসলামে স্ত্রীর দুধ খাওয়া হারাম।
আল-মুওয়াত্তা' (২/৬০৩) গ্রন্থে মালিক বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন: "শিশু অবস্থায় স্তন্যপান করানো ছাড়া আর কোনো স্তন্যপান নেই; প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য কোনো স্তন্যপান নেই।"

এই বিষয়ে আর কথা বলতে ভালো লাগছে না । **আপনি আলেমের কথা বললেন – তাই আলেম চিনিয়ে দিলাম।** আপনাদের আলেমদের গবেষণার বিষয় হচ্ছে মেয়েদের হায়েয, নিফাস, মাসিক, পর্দা, সহবাসের নিয়ম, রিজিক (টাকা) কিভাবে বাড়াবেন? – এই সব ভিডিও দিয়ে ওরা ইউটিউব ভরে ফেলেছে। আপনারা যদি বাংলাদেশের আলেম নামের মূর্খদের বাদ দিতে না পারেন তাহলে আপনারা কখনো মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম খুঁজে পাবেন না। এই কথা আমি পূর্ণ দায়িত্ব সহকারে বলছি। (জানুয়ারী,২০২৬ সাল)

*** আলেম (জ্ঞানী ব্যক্তি) না হয়েও যারা আলেম সাজে - তাদের জন্য ইসলামের দুর্নাম হয়। এই সমাজ যে রোগে আক্রান্ত তাঁর বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে আহমদুল্লাহর মত আলেমরা। এরা হচ্ছে সামাজিক ব্যাধি। আহমদুল্লাহর মুখ দিয়ে এই কথাটা বের হল না যে, ইসলামে এটা হারাম। উনার উচিত এই সংক্রান্ত ভিডিওগুলো ডিলিট করে দেয়া। এদের জন্য নাস্তিকরা ইসলাম নিয়ে মজা করার সুযোগ পায়। আমরা চিন্তায় আছি- কিভাবে জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিবো; কিভাবে দারিদ্র বিমোচন হবে, কিভাবে দুর্নীতি বন্ধ

হবে, কিভাবে ইসলাম প্রচার করবো, কিভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করব – এই সব চিন্তায় – আর ওরা পড়ে আছে বৌয়ের দুধ খাওয়া নিয়ে; তারপরও এদেরকে আপনারা আলেম (জ্ঞানী ব্যাক্তি) বলেন কিভাবে? টিভি চ্যানেলে নিয়ে যান কিভাবে? সমাজের ক্ষতি তো আপনারাই করছেন।

এজেন্ট কারা ?

এজেন্ট হচ্ছে গুপ্তচর। তাদের প্রধান কাজ পূর্বে ছিল কোন দেশের হয়ে অন্য দেশের বা কোন সংগঠনের ভিতরের তথ্য সংগ্রহ করে নিজের নিয়োগকারীর (নিয়োগকারী কোন দেশের) কাছে পৌঁছে দেয়া। কিন্তু বর্তমানে তারা শুধু এতটুকু কাজ-ই করে না। তারা কোন সংগঠনে ঢুকে সেই সংগঠনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহনে প্রভাব বিস্তার করে। তাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করে। এজন্য তারা প্রথমে সেই সংগঠনের বিশ্বাসভাজন হয়। বাংলাদেশের সকল প্রতিষ্ঠানে অন্য দেশের এই রকম প্রচুর এজেন্ট বা স্পাই কাজ করছে। এরা কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা মুম্বাই হামলা থেকে বুঝতে চেষ্টা করবো। অক্টোবর ,২০১০ সালের ভারতের দেয়া রিপোর্ট মোতাবেক, পাকিস্থানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই মুম্বাই হামলার সাথে জড়িত ছিল। তারা হামলায় অর্থের যোগানদাতা ছিল। মুম্বাই হামলার অন্য অনেক তথ্য পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, এই হামলায় পাকিস্থানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই জড়িত ছিল। তাহলে, এই হামলায় পাকিস্থানের লাভ কি ? এই হামলায় পাকিস্থানের লাভ হচ্ছে তারা ভারতকে অস্থিতিশীল করে দিলো। ভারতে যেন বিদেশীরা invest না করে এবং পর্যটকরা যেন ভারত ভ্রমনে না যায়, ভারত যে নিরাপদ রাষ্ট্র নয় -তা পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করা। এতে ইসলাম প্রচারে কি লাভ হয়েছে? কোন লাভ হয়নি বরং ক্ষতি হয়েছে। এতে মুসলিমদের কি লাভ হয়েছে? কোন লাভ হয়নি। এতে মুসলিমদের ক্ষতি হয়েছে। ভারতের মুসলিমরা বিপদে পড়েছে। ভারতের উগ্র হিন্দুবাদীরা ভারতের মুসলিমদের আরও কোনঠাশা করার সুযোগ পেয়েছে। মুসলিমদের মৌলবাদী, চরমপন্থি হিসেবে প্রমাণ করার সুযোগ করে দিয়েছে এই হামলা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই সব হামলায় ইসলাম এবং মুসলিমদের ক্ষতি হয়। তাহলে, কিছু মুসলিম এই কাজ করে কেন? তাদের জ্ঞান কম, জ্ঞানের পরিপক্কতা কম। এদেরকে ভুল বুঝানো হয়। সেটা কিভাবে? পাকিস্থান, ভারত, ইসরায়েল, ইত্যাদি দেশ তাদের গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে কিছু এজেন্টকে ৪-৫ বছর শুধু ইসলাম শিক্ষা দেয়। যেমনঃ কোরআন সহিহ করে সুন্দর করে তিলাওয়াত, মাদ্রাসার বিভিন্ন বই, বিভিন্ন তাফসির গ্রন্থ, হাদিস, আরবি ভাষা, উর্দু ভাষা, ইত্যাদি। ৪-৫ বছর পর তাদেরকে আলেম হবার জাল সনদ দেয়া হয়। এরপর তাদেরকে মুসলিমদের বিভিন্ন সংগঠনে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। তারা আরবী ভাষা, উর্দু ভাষায় কথা বলতে পারে, কোরআনের তাফসির, হাদিস জানে। যখন তারা সুন্দর করে কোরআন তিলাওয়াত করে; আরবি, উর্দুতে ২-৪ টা হাদিস বলে তখন বাংলাদেশের মূর্খ আলেমরা ও জনগণ মনে করে, “ওরে বাবা, কত বড় আলেম, ভারতের দেওবন্দ থেকে পাস করে আসছে বা পাকিস্থানের কোন মাদ্রাসা থেকে পাস করে আসছে বা আফগান মুজাহিদিন - কত বড় ব্যাপার"। বাংলার আলেমরা তখন এদের পা ধোয়া পানি খেতে শুরু করে।

এবার তারা কোন আলেমকে বা আলেমদের কোন সংগঠনকে টার্গেট করে, তারপর তারা খুব দ্রুত সেই আলেম বা সংগঠনের উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। সেটা কিভাবে? ঐ যে বললাম, আলেমের জাল সার্টিফিকেট দিয়ে আর আরবিতে, উর্দুতে ২-৪ টা হাদিস বা কোরআনের তাফসির বলে এবং তারা উক্ত আলেমকে বা সংগঠনে প্রচুর টাকা সাদাকা বা হাদিয়া দেয়, মসজিদ, মাদ্রাসা বানিয়ে দেয়। ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভারতের 'র' এর এই রকম প্রচুর আলেম আছে যারা মুলত 'র' এজেন্ট। বাংলাদেশে 'হেফাজতে ইসলামে' অর্থাৎ কওমী মাদ্রাসায় ভারতের 'র' এই রকম আলেমের অভাব নাই। মনে রাখবেন, বাংলাদেশের সকল কওমী মাদ্রাসা ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে পরিচালিত হয়। ভারতের 'র' এর এই এজেন্টরা কওমী মাদ্রাসার বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ব স্থানীয় পদে অবস্থান করে বা নেতৃত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদি সেটা না পারে তাহলে তারা কওমীদের নেতৃত্ব স্থানীয় কিছু আলেমকে হাতের পুতুল বানিয়ে নেয়। দেওবন্দ মাদ্রাসা 'র' এর এজেন্ট দিয়ে ভরপুর। তারাই বাংলাদেশের কওমী আলেমদের দিক নির্দেশনা দেয়। ভারতের 'র' এর কথায় চলে ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসা আর দেওবন্দের কথায় চলে বাংলাদেশের কওমী আলেমরা ।

যেহেতু কওমী মাদ্রাসার 'আলেমদের' কোন ‘chain of command’ নেই তাই এদের ভিতরে ভারতের 'র', ইসরায়েলের মোসাদের এজেন্টরা খুব সহজেই ঢুকে পড়তে পারে। যেমনঃ ধরুন, বাইতুল মুকাররমের বর্তমান খতিব আব্দুল মালেককে ভারতের 'র' টার্গেট করল। তাকে নিজেদের হাতে আনতে তার মাদ্রাসায় কোন এজেন্টকে আলেম বানিয়ে যোগাযোগ করাবে যে কি না ভারতের দেওবন্দের জাল সার্টিফিকেটধারী একজন আলেম। কিছুদিন এই এজেন্ট আব্দুল মালেকের সাথে খুব মেলামেশা করবে, তাকে বিভিন্ন জিনিস হাদিয়া দিবে। তারপর তার মাদ্রাসায় টাকা দিবে। এভাবে আব্দুল মালেকের উপর তারা প্রভাব বিস্তার করে ফেলবে। ঐ আলেম নামধারী এজেন্ট আব্দুল মালেককে তার বিভিন্ন আলেম, আলেমদের সংগঠনের সাথে তার যোগাযোগ, ভারত এবং বাংলাদেশের সরকারের উপর তার প্রভাবের বিভিন্ন গল্প বলবে, কিছু প্রমাণও দেখাবে। যেমনঃ "এই যে দেখেন ভাই, দেওবন্দকে ভারতের সরকার কত মূল্য দেয়, এই যে দেখেন গতকাল ভারতের আর্মির মেজর 'অমুক' আমাকে ফোন দিয়ে আমার খোঁজ-খবর নিল, আরে ভাই, উনি আমার বন্ধু মানুষ, ইত্যাদি। চাইলে আপনি উনার সাথে কথা বলতে পারেন। কথা বলিয়েও দিবে। (আসলে ঐ মেজর হচ্ছে এই এজেন্টের বস বা সহকর্মী) এখন আব্দুল মালেক ভাববে, ওরে বাবা! কত বড় আলেম, ভারত সরকার পর্যন্ত তাকে দাম দেয়। তারপর সে আব্দুল মালেককে বুঝাবে, কেনো গণভোটে 'না' তে ভোট দিতে হবে এবং কোরআন, হাদিস ব্যাবহার করেই বুঝাবে যে, কেন গণভোটে 'না' তে ভোট দিতে হবে। যেহেতু এত দিনে আব্দুল মালেক তাকে বন্ধু ও অনেক বড় আলেম হিসেবে গ্রহন করে ফেলেছে তাই আব্দুল মালেক তার সাথে একমত হবে এবং জুমার খুতবায় এসে ইনিয়ে বিনিয়ে মুসল্লিদেরকে গণভোটে 'না' তে ভোট দিতে বলবে। এটা খুব ছোট উদাহরন। ভারতের 'র' এবং ইসরায়েলের 'মোসাদ' বাংলাদেশের আলেমদের নিয়ে যেই লেভেলে খেলে তা আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না।

এখন আপনারা বলবেন, আপনি এই সব কথা কোথায় পেলেন? প্রমাণ কোথায়? সেপ্টেম্বর- অক্টোবর ,২০২৫ এ ইসরায়েল গাজায় হামলা ও অবরোধ করলো, সারা পৃথিবীর সকল মুসলিম – অমুসলিমরা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামল। তখন বাংলাদেশের সুন্নি জামাতের মুফতি আলাউদ্দিন জিহাদী আলেমদের ২৮ জনের একটি দল নিয়ে ইসরায়েল সফরে যান। তারা সেখানে ঘোরাঘুরি করে। ইসরায়েলের পুলিশ, আর্মি খুব ভালো এই কথা বলে ভিডিও বানিয়ে নিজের ফেসবুক একাউনটে দেন। এই বিষয়গুলো আপনারা সবাই জানেন। প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের সবচেয়ে সেকুলার ব্যাক্তিকেও ইসরায়েল ঐ সময়ে নিশ্চিতভাবেই ভিসা দিত না, সেখানে এই আলেমরা কিভাবে ইসরায়েলের ভিসা পেল? মোসাদের ছাড়পত্র ছাড়া কোন মুসলিমকে ইসরায়েল ভিসা দেয় না। আসলে ঐ সুন্নি জামাত চলেই ভারতের 'র' এবং ইসরায়েলের 'মোসাদের' সরাসরি নির্দেশে, তাদেরকে অর্থায়ন করে মোসাদ এবং 'র'। বাংলাদেশের প্রায় সকল পীরপন্থি দল চলে ভারতের 'র' এবং ইসরায়েলের মোসাদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে। জেনে-বুঝেই এই সকল পীরপন্থী আলেমরা মোসাদ এবং 'র' এর সাথে হাত মিলিয়েছে। চরমোনাই পীর হচ্ছে ভারতের 'র' এর আরেকজন এজেন্ট। জেনে বুঝেই চরমোনাই ভারতের 'র' এর সাথে হাত মিলিয়েছে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, হাসিনার সময় যখন সবাই নির্বাচন বর্জন করল তখন চরমোনাই নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। আলেম রফিকুল ইসলাম মাদানী চরমোনাই পীর সম্পর্কে বলেছেন যে, উনি হাসিনার সময় যখন জেলে ছিলেন তখন রেবের অফিসার তার মত চরমপন্থিদের নাম লিখতে বললে তিনি প্রথমে চরমোনাই পীরের নাম লিখেন তখন রেবের অফিসার বলেন যে, চরমোনাই পীরের নাম বাদ দেন, উনার ব্যাপারটা আলাদা।

এই ব্যাপারগুলো আপনার এলাকার মসজিদের ইমাম বা মাদ্রাসার হুযুররা জানে না। 'র', মোসাদের এজেন্টরা কওমীদের নেতাদের নিয়ন্ত্রন করে। এই জন্য দেখা যায় কওমীদের মধ্যে মাঝে মাঝে গণ্ডগোল লেগে যায় কারণ সাধারণ কওমী আলেমরা তাদের নেতাদের কথা অনেক সময় মানতে পারেন না কারণ নেতারা এমন কথা বলে যা পরিষ্কারভাবে ভারতের কথা। যেমনঃ শফি হুযুরের মৃত্যুর ঠিক আগে হাটহাযারী মদ্রাসায় সাধারণ আলেমরা এবং মাদ্রাসা ছাত্ররা কওমি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। পরে মুনাফিক শফির মৃত্যু এবং তার ছেলের মাদ্রাসা ত্যাগের মাধ্যমে বিদ্রোহ শেষ হয়। এবার আবার জামাতে ইসলামীকে নিয়ে কওমী আলেমরা দুইভাগে ভাগ হয়েছে। হেফাজতে ইসলামের আমীর মুহিবুল্লাহ বাবুনগরী বলেছেন, "জামাতে ইসলামী যারা করে তারা খান* পোলা, জামাতে ভোট দেয়া হারাম"। এই ননসেন্সটাকে জিজ্ঞেস করুন, তাহলে, বিএনপিতে, জাতীয় পার্টিতে ভোট দেয়া কি হালাল? যদি বলত, ভোট দেয়া হারাম তাহলে বলতাম,মুহিবুল্লাহ বাবুনগরী সত্য বলেছেন এবং সঠিক পথে আছেন। কিন্তু তিনি তো তা বলেন নি। মনে রাখবেন, মুহিবুল্লাহ বাবুনগরীর মত লোকেরা হচ্ছে ভারতের 'র' এবং ইসরায়েলের মোসাদের এজেন্ট দ্বারা সরাসরি নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত।

এখন এরা মামুনুল হকের পিছনে লাগসে। এটা নিয়ে কওমীরা দুইভাগে ভাগ হয়ে গেছে। যেই পক্ষ জামাতের সাথে আছে তারা ভারতের 'র' এবং মোসাদের দালাল নয়। অন্যদিকে যারা মহিবুল্লাহ বাবুনগরীর সাথে আছে তারা হচ্ছে ভারতের 'র' এবং ইসরায়েলের মোসাদ দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত। বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা

করতে হলে প্রথমে কওমী মাদ্রাসার পীরপন্থী, মুহিবুল্লাহ বাবুনগরির মত লোকদের সাথে প্রথমে জ্ঞানের লড়াই করতে হবে। মানুষের সামনে এদের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরতে হবে আর এটা করতে হবে জামাতে ইসলামী এবং মামুনুল হক ও আলী হাসান ওসামার মত কওমী আলেমদেরকে - যারা এখনো ভারতের 'র' ও ইসরায়েলের 'মোসাদের কাছে বিক্রি হয়ে যাননি।
আমি জামাতে ইসলামকে কখনো সমর্থন করি না কারণ জামাতে ইসলামী হচ্ছে দাজ্জাল। কিন্তু ভারতের র' এবং ইসরায়েলের মোসাদের এজেন্ট কারা - সেটা বুঝাতে এত আলোচনা করলাম।

জামাতে ইসলামী নবীর সুন্নত সম্পর্কে জানে না, মানেও না। জামাত গিয়েছিল চরমোনাইয়ের সাথে জোট করতে; শেষে চরমোনাই জামাতকে মুলা ধরিয়ে দিয়েছে।

বদরের যুদ্ধে মুসলিমরা ছিল ৩১৩ জন আর মুশরিকরা ছিল ১০০০ এর বেশী। তখন ২ ব্যক্তি যুদ্ধ শুরুর ঠিক আগে বদরের প্রান্তরে হাযির হন। তারা নবীকে (সাঃ) বলেন যে, তারা ইসলাম গ্রহন করেছেন এবং তারা যুদ্ধে অংশগ্রহন করতে চান কিন্তু তারা মুশরিকদের এই কথা দিয়ে এসেছেন যে, তারা যুদ্ধে অংশ গ্রহন করবেন না। তখন মুহাম্মাদ সাঃ বলেন, যেহেতু তারা মুশরিকদের কথা দিয়েছে যে, তারা যুদ্ধে অংশ গ্রহন করবে না, সুতরাং তারা যেন ওয়াদা পালন করে । মুহাম্মাদ সাঃ তাদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহন করতে দেন নি। যুদ্ধে অনেক কম সৈন্য নিয়েও মুহাম্মাদ সাঃ তাদেরকে মুসলিমদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহনের অনুমতি দেন নি।

জামাতে ইসলামী - নবীর জীবন থেকে, আদর্শ থেকে কিছু কি শিখেছ? তোমরা নবীর থেকে শিখবেই বা কিভাবে - তোমরা তো ইসলামের সাথে গণতন্ত্রকে মিশিয়ে ফেলেছো। তোমরা তো দাজ্জাল হয়ে গেছো।

একটি কথা না বললেই নয়, আমার জানা মতে, জামাতে ইসলামী বাংলাদেশে একমাত্র গণতান্ত্রিক বড় দল যাদের সাথে ভারতের 'র' এবং ইসরায়েলের মোসাদের কোন সম্পর্ক নেই। জামাতে ইসলামী নবীর সাঃ আদর্শ অনুসরণ করে না, তবে তাদের একটি আদর্শ আছে। তারা সত, ভালো মানুষ কিন্তু বিশ্বাসী নয়। জামাতে ইসলামী বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসার আলেম, পীরপন্থী আলেমদের চেয়ে হাজারগুণ ভালো। জামাতে ইসলামীর বড় সমস্যা হচ্ছে তারা গণতন্ত্র মানে। এছাড়া তাদের মধ্যে আমি বড় কোন সমস্যা পাইনি।
তাহলে, উপরোক্ত আলোচনায় বুঝা গেলো, ভারতের দেওবন্দ এবং বাংলাদেশে কওমী মাদ্রাসা হচ্ছে ভারতের 'র' এবং ইসরায়েলের মোসাদ দ্বারা পরিচালিত বা প্রভাবিত মাদ্রাসা। বাংলাদেশে প্রচলিত সকল শিরক এবং কুফরের পিছনে রয়েছে কওমী মাদ্রাসার আলেমরা। যেমনঃ গণতন্ত্র, তাবিজ -কবজ, মাজার পুজা, পীরতন্ত্র, ইত্যাদি। এরাই নারীদের অসম্মান করে কথা বলে। আপনাদের কি তেতুল হুযুরের কথা মনে নেই? হেফাজতের আমির শফির কথা বলছি। ভণ্ড আলেমদের মধ্যে এরা হচ্ছে নিকৃষ্ট। এরা একবার হাসিনাকে 'আম্মা' (কওমী জননী) ডাকে, আবার তারেক জিয়াকে 'আব্বা' ডাকে। তারেক জিয়া ভুলেও কওমী

আলেমদের বিশ্বাস করবে না কারণ এরা হচ্ছে মুলত ভারত তথা আয়ামিলিগের বি টীম তবে তারেক জিয়া এদেরকে ব্যাবহার করবে। যেমনঃ কওমী দেওবন্দি আলেম জুনায়েদ আল হাবীব এখন তারেক জিয়াকে 'আব্বা' ডাকছেন।
যারা কওমী মাদ্রাসা থেকে পাস করার পর নিজেদেরকে তাদের থেকে পৃথক করে নিয়েছেন তাদের কথা আলাদা। যেমনঃ মামুনুল হক। তবে কওমী মাদ্রাসার আলেমদের কখনো বিশ্বাস করবেন না। এরা স্বার্থপর, লোভী।

ইউনুস সাহেব দেখলেন, এই চোরের জাতকে তার পক্ষে শাসন করা সম্ভব নয়; যেমনঃ NBR এ নতুন কিছু নিয়ম করতেই সবগুলো চোর একসাথে কাজ বন্ধ করে রাস্তায় এসে আন্দোলন শুরু করে দিল। বন্দরের কাজের সক্ষমতা বাড়াতে প্রাইভেট করতে চাইলে আবার আন্দোলন। শেষ পর্যন্ত, রেল উপদেষ্টা এই কথা বলতে বাধ্য হলেন যে, বিমান বিধ্বস্ত হয়ে স্কুলে না পড়ে, পড়া উচিত ছিল সচিবালয়ে। এই হচ্ছে চোরের দেশের অবস্থা।

চীন এমনি উন্নত হয়নি। শি জিন পিং এমনি এমনি চীনের ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা হননি। তিনি দুর্নীতির কারণে নিজ দলের ১২৭ জনকে ফাঁসি দিয়েছেন।
ইসলাম ছাড়া এই দেশকে ঠিক করা সম্ভব নয়। ২৪ এর আন্দোলনের পর কোন কিছু পাল্টায় নি। কারণ আপনারা ইসলাম অনুসরণ করেন নি।

যাই হোক, মুল কথায় ফিরে আসি। গত ৩০ বছরে বাংলাদেশসহ বিশ্বে যত সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে তার প্রায় প্রত্যেকটিতে কোন না কোন দেশের গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্টরা জড়িত ছিল। তারা আলেম, মুফতী সেজে আসে। মুসলিমদের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে আসে তারপর নিজ দেশের স্বার্থ উদ্ধারে এই সব কাজ করায়। এদের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এই ব্যাপারে বলে লাভ কি - এই সকল এজেন্টদের থামানোর সামর্থ্য ডিজিএফআই এর নেই। বাংলাদেশে সংঘটিত হামলাগুলোতে ভারতের 'র', ইসরায়েলের মোসাদ এবং পাকিস্থানের আইএসআই জড়িত ছিল – এটা আমি কাগজে কলমে প্রমাণ করতে পারব। কিন্তু ডিজিএফআই যদি বসে বসে আঙ্গুল চুষে তাহলে আমাদের কি করার আছে? এটা অনেকটাই নিশ্চিত যে, ডিজিএফআই এর প্রত্যেক সদস্যের মোবাইলে পেগাসাস ইন্সটল করা আছে। আপনারা যে কথাই বলেন তা তারেক জিয়ার আগে মোসাদ এবং 'র' জেনে যায়। বাংলাদেশ ইসরায়েল থেকে পেগাসাস কিনেছিল যা এখন জামাত নেতা এবং NCP এর নেতাদের উপর ব্যাবহার করবেন তারেক জিয়া। কিন্তু ইসরায়েল বাংলাদেশকে পেগাসাসের সকল feature দেয়নি। তাই, আমি পেগাসাসের যে সকল সক্ষমতা এই বইয়ে লিখেছি তার সবগুলো হয়তো বাংলাদেশ পায়নি। আপনি আপনার আবিষ্কার করা সেরা জিনিসটা অন্যকে দিবেন না - এটাই স্বাভাবিক।

লুঙ্গি উপাখ্যান

মিশু স্যারকে মেয়েরা খুবই পছন্দ করে। স্যার ক্লাসে এসে স্টার প্লাস, জী টিভির সিরিয়ালের কাহিনীর analysis করেন। ক্লাসের মেয়েরা খুব খুশী। তারাও আলোচনায় অংশ গ্রহন করে। স্যার এভাবে কথা শুরু করেন, "গাইস গাইস, যে লাইলীকে নিয়ে তুমি মোটর সাইকেলে ঘুরছ কিছুদিন পর দেখবে সে কোন কদুর সাথে গাড়িতে ঘুরছে, তার কিছুদিন পর দেখবে তোমার লাইলী কদুকে বাদ দিয়ে বুড়িয়ে যাওয়া কুমড়াকে নিয়ে পাজেরোতে ঘুরছে। তাই, লাইলীর পিছনে ঘুরা বাদ দিয়ে লেখাপড়া করো, বুড়িয়ে কুমড়া হয়ে গেলেও অনেক লাইলী পাবে। মেয়েরা পাখির মত কিচির-মিচির করে উঠল।
স্যার বললেন, আমি জানি, আমি জানি, আমার ক্লাসের আম্মারা এমন নয় but boys be careful, life একদম hell করে দিবে, দেখছ না - আমি বিয়ে করছি না। ক্লাসে প্রচুর হাসি। স্যার ছাত্রীদের আম্মা ডাকতেন। স্যার ভালো মানুষ তবে ক্লাসের পোলাপান নিয়ে বিভিন্ন নাইট ক্লাবে যেতেন আর গাজা সেবন করতেন তারপর মারামারি করে ক্লাসে এসে বলতেন, আমার ছাত্রের গায়ে হাত – এত বড় সাহস, আমি কি ছাইড়া দিমু? এক ছাত্র বলে, 'স্যার, মাইরটা একটু বেশী হয়ে গেছে'। (এই ছেলের দেখি কপালে পট্টি) স্যার বলেন, বেশ করেছি, তোর গায়ে হাত – আমি কি ছাইড়া দিমু, দিসি হাত ভাইঙ্গা।

তারপর স্যার যা বলতেন, "গাইস গাইস, আমরা জাতি হিসেবে একদম শেষ। আমাদের কোন স্বকীয়তা নেই। প্রথমে পশ্চিমা বিশ্ব American Idol শুরু করল, তা দেখে ইন্ডিয়ানরা শুরু করল Indian Idol তা দেখে আমরা শুরু করলাম, 'বাংলাদেশি আইডল'। বিদেশীরা শুরু করল "Who wants to be Millionaire"; তা দেখে ইন্ডিয়ানরা শুরু করল, "কোন বনেগা ক্রুরপতি" তা দেখে আমরা শুরু করলাম, " কোটিপতি…" নামে কি যেন কোন shit. আমরা তো সাংস্কৃতিকভাবেই অন্যদের দাসত্ব করছি। নিজে চিন্তা করে কিছু করব সেই যোগ্যতাই আমাদের নাই। আমি যদি বলি, গাজা হাফানির চিকিৎসা - আমার কথা তোমরা মানবে না কিন্তু যদি কোন সাদা চামড়া বলে - তাহলে তোমরা মানবে কারণ ২০০ বছর ইংরেজ শাসনে তোমরা মানুসিকভাবেই তাদের চাকর হয়ে গেছো। মানুসিকভাবে আমরা দেউলিয়া, পশ্চিমাদের অনুসারী হয়ে গেছি, নিজেকে ছোট ভাবতে শুরু করেছি, আমাদের দিয়ে আর কিছু কিভাবে হবে? খোঁজ নিয়ে দেখো, আমেরিকার অনেক প্রদেশে গাজা সেবন লিগ্যাল। এখন তোমরা বলবে, জি স্যার, জি স্যার; গাজা খারাপ কিছু না।"

(আমি স্যারের কথা মিলিয়ে দেখলাম, শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন নামে অগ্নি পুজা মুসলিম বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে কখনো ছিল না - এটাতো পশ্চিমা সংস্কৃতি থেকে এসেছে। শহীদ মিনার, সৃতি সৌধে ফুল দেয়া, জিয়ার মাজারে ফুল দেয়া - সবই পশ্চিমা সংস্কৃতি থেকে এসেছে। একে বলে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। বাংলা ভাষাকে বাচাতে পারলেও মুসলিম বাঙ্গালী পশ্চিমা সংস্কৃতিকে নিজের সংস্কৃতি হিসেবে গ্রহন করে ফেলেছে।)

স্যার এক দিন বললেন, "গাইস, তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছ, কেউ EEE, কেউ CSE, কেউ BBA, কেউ বা Pharmacy তে পড়ছ। মনে রেখো, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুক্ত চিন্তার বিকাশ করা, স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সক্ষমতা অর্জন করাই হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার মুল উদ্দেশ্য। এমন যেন না হয়, অমুকে এই কথা বলেছে তুমি তার পিছনে ছুটতে থাকো। আবার তমুকে আরেক কথা বলবে ফলে তুমি তার পিছনে ছুটবে। না, এমন যেন না হয়। তোমার জ্ঞান হবে নিশ্চিত জ্ঞান কারণ তোমার জ্ঞানের উপর তোমার বিশ্বাস দাঁড়াবে আর তোমার বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তুমি কাজ করবে। তাহলে জ্ঞান অর্জন করা কত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শুধু জ্ঞান অর্জন করলেই হবে না, তোমাকে এমন জ্ঞান অর্জন করতে হবে যে জ্ঞান হবে নিশ্চিত জ্ঞান অর্থাৎ বইয়ে যা পড়বে তাই বিশ্বাস করা শুরু করবে না, নিজে চিন্তা করে দেখবে যে, লেখক যে থিওরী দিয়েছেন তা সঠিক না ভুল ? আর জ্ঞানের মুলে বা শিকড়ে তোমাকে যেতে হবে. অমুকের কথা, তমুকের কথা বলে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে না। Your knowledge should be sure knowledge."

ঠিক একই কথা একদিন তারেক ভাই আমাকে বলেছিলেন।

- আপনি পুরো কোরআনের অর্থ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বুঝে বুঝে পড়েছেন?
- আমি বললাম, হুম, পড়েছি।
- পড়ে কি বুঝলেন? সূরা ফাতিহা পড়ে কি বুঝলেন – বলেন তো।
- আমি বললাম, সূরা ফাতিহা সম্পর্কে ইবনে হাযর আসকালানি বলেছেন
- ভাই, আমি জিজ্ঞেস করেছি, আপনি কি বুঝেছেন, ইবনে হাযর আসকালানি কি বুঝেছেন তা তো জিজ্ঞেস করিনি।
- সূরা ফাতিহা সম্পর্কে তাফসির ইবনে কাসিরে বলা হয়েছে
- আরে ভাই, আপনি অন্য লোকে কি বুঝেছে সেটা মুখস্ত করে আমাকে বলছেন কেন? আমি তো জিজ্ঞেস করেছি আপনি নিজে কোরআন পড়ে কি বুঝেছেন – সেটা আমাকে বলেন।
- আমি চুপ করে থাকলাম।
- আপনার কোরআন বুঝে বুঝে পড়া হয় নাই। কোরআন যখন বুঝে বুঝে পড়তে বসবেন তখন শুধু হাদিস মনে রাখবেন। কোন আলেম কি বুঝেছেন, কি বলেছেন সেই আলোকে যদি কোরআন পড়েন তাহলে কোরআন পড়ে কি লাভ হল? আপনার চিন্তা-ভাবনা তো influenced হয়ে গেছে, তাই না? আপনি কোরআন না পড়ে তাদের ব্যাখ্যা পড়ে নিলেই পারেন। এভাবে পড়লে কোরআন থেকে কোন জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন না। কোরআন বুঝে বুঝে পড়ে কোন আনন্দও পাবেন না।

আমি দেখলাম, যারা জেনারেল শিক্ষায় সুশিক্ষিত তারা ইসলামের খুব কাছে অবস্থান করেন। কিন্তু তারা এটা জানেন না। তাদেরকে আলেম নামের মূর্খরা ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এদের মধ্যে এক মূর্খ হচ্ছে মুফতি হারুন ইযহার। সে ওয়াজের মাহফিলে আরেক আলেমকে উদ্দেশ্য করে বলে - 'আপনি আর কোন দিন মেয়েদের সাথে টিভিতে talk show তে যাবেন না'। এদের কথা শুনে মানুষ ইসলাম ছেড়ে উল্টা দিকে দৌড় দেয়। মেয়েদের সাথে বসে টক শোতে কথা বললে কোন গুনাহ হবে না।

এখন হারুন ইযহার সাহেবের ভক্তকুল বলবেন, আপনি জানেন উনি কত বড় আলেম? তাহলে দেখি, হারুন ইযহার সাহেব শিরক বুঝেন কি না - তিনি বলেছেন, "আমরা তোমাদের ভোট দিতে বলছি না কিন্তু যারা ভোট দিবেই তাদের বলছি, ভালো লোক দেখে ভোট দিবেন।" তাহলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল, একজন হিন্দুকে হারুন ইযহার সাহেব ইসলামের দাওয়াত দিলেন কিন্তু উক্ত লোক মন্দিরে যাবেই - তো হারুন ইযহার সাহেব তাকে বললেন, "আপনি যেহেতু মন্দিরে যাবেন-ই তাহলে মন্দিরে গিয়ে রামের পুজা না করে দুর্গার পুজা করবেন"। এই হল তোমাদের উচ্চ পর্যায়ের আলেমের অবস্থা। কওমী মাদ্রাসা থেকে মূর্খ ছাড়া কিছুই বের হয় না।

কোনদিন হয়তো শুনবেন যে, প্রথম আলোর সম্পাদক এবং The Daily star এর সম্পাদক গনতন্ত্র শিরক, পীরতন্ত্র শিরক - ঘোষণা দিয়ে ইসলাম গ্রহন করেছেন। কিন্তু মুফতি হারুন ইযহার গনতন্ত্র শিরক ঘোষণা করে ইসলাম গ্রহন করেছেন – এমন কিছু শুনবেন না কারণ হারুন ইযহার এখন বলবেন যে, গনতন্ত্র তো হারাম-ই কিন্তু আমরা তো পশ্চিমা গণতন্ত্র মানি না - আমরা মানি ইসলামিক গণতন্ত্র ! এরা সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশ্রিত করেছে - এরা ফিরে আসবে না।

যাই হোক, এদিকে আমি ডলি মেমকে ইসলামের মুল বিষয় সম্পর্কে একটা আর্টিকেল লিখে দিয়েছিলাম। তারপর ক্লাসের শেষের দিকে বসি যাতে মেম আমাকে দেখতে না পান। মেমের কি reaction হয় – এই চিন্তায় আছি। ২ সপ্তাহ চলে গেলো, মেম কিছু বলেন না। তারপর একদিন মেম আমার কাছে এসে বললেন, রিয়াজ, ক্লাস শেষে তোমার কোন কাজ আছে?

- জি না, নেই।

- আমার অফিসে আসবে। জরুরী কথা আছে।

আমি ক্লাসের শেষে মেমের অফিসে গেলাম।

মেমের চেহারায় বিরক্তির ছাপ; বললেন, আমি তোমার লেখাটা পড়েছি। আর কাউকে এই ধরণের লেখা দিবে না।

- জি আচ্ছা।

- তুমি এখন যাও।

আমি চলে আসছিলাম। মেম আবার বললেন – 'Tell me one thing, what's the point of it? You know, you will lose.

আমি পিছন ফিরে বললাম, কোরআনের আয়াতগুলো তাদেরকে পরাজিত করবে আর আমাদেরকে বিজয়ী করবে। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে কোরআনের আয়াতগুলো বর্ণনা করা, লড়াই তো করবে কোরআনের আয়াতই।

- ম্যাডাম চোখ ছোট ছোট করে আমার দিকে তাকালেন। কোরআনের আয়াত লড়াই করবে - উল্টা পাল্টা যা খুশী বলে দিলে।

- মেম, এটা জ্ঞানের লড়াই।

মেম বললেন, বুঝতে পেরেছি। আসলে......আসলে আমি মানুসিকভাবে একটু ভেঙ্গে পড়েছি। আমি জানি, তুমি যা লিখেছো তা সঠিক কিন্তু এই কথা গ্রহন করলে আমার পায়ের নিচে মাটি থাকে না। আমার সারা পৃথিবী ওলোট-পালোট হয়ে যাবে। আবার এই মেসেজ গ্রহন না করে থাকতেও পারছি না, এখন কি করবো - বুঝতে পারছি না। অস্থিরতার মধ্যে আছি।

- আপনি ভয় পাবেন না; আল্লাহ যখন তার বান্দাকে কোন কাজ করতে দেন তখন আল্লাহ সেই কাজকে দুই ভাগে ভাগ করে নেন, সহজ অংশটি বান্দাকে করতে দেন আর কঠিন অংশটি আল্লাহ নিজের জন্য রাখেন। যেমনঃ মুসার অনুসারীদের জন্য ফোরাতের মাঝে রাস্তা করতে হবে। মুসাকে আল্লাহ বলেছিলেন, ফোরাতে শুধু লাঠি দিয়ে আঘাত করতে - মোট কাজের এই অংশটি মুসার অংশ আর ফোরাতের পানি দুই ভাগে ভাগ করার কাজটি আল্লাহ নিজের জন্য রেখেছিলেন।

- আর কিছু বলো না, আমি ঠিক যেন স্থির নেই, কেমন জানি স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি গত ২ সপ্তাহ ধরে। এতদিন জানতাম, মুসলিম যখন হয়েছি তখন জান্নাতে তো যাবোই কিন্তু এখন তো দেখি মুসলিম হতে হলে যে ন্যূনতম শর্ত পুরন করতে হয় তাও আমার ভিতরে নেই। What now?

- ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত সত্যটা জানার পর আপনার যেমন অনুভূতি হচ্ছে এই রকম সবার-ই কম-বেশি অনুভূতি হতে পারে। আমার ও এমন অনুভূতি হয়েছিল। মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কাছে প্রথম ওহী আসার পর উনি বাসায় এসে খাদিজা (রাঃ) কে বলেছিলেন, 'আমাকে বস্ত্রাবৃত করো, আমাকে বস্ত্রাবৃত করো' । নবীর (সাঃ) পথে চললে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নবীর কেমন অনুভূতি হয়েছিল তা কিছুটা বুঝতে পারবেন, এভাবে নবীকে আপনি এমনভাবে চিনতে পারবেন – যেভাবে অন্যরা নবীকে চিনে না। ইসলামের জন্য যখন কেউ আমাদের অপমান করে, রক্তাক্ত করে তখন বুঝতে পারি নবীর তায়েফে কেমন লেগেছিল। নিজে সেই পরিস্থিতিতে না পড়লে - মুখে বলে বুঝানো সম্ভব নয়।

"নবী বিশ্বাসীদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়ে ঘনিষ্ঠতর।........" (সূরা আহযাবঃ ৬)

নবীকে যে এই ভাবে না চিনবে - তার কাছে নবী - কিভাবে নিজের চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতর হবেন ?

- কিন্তু এত চাপ আমি নিতে পারছি না।

- জ্ঞানের একটা ওজন আছে। আল্লাহ চাইলে, সেই ওজন বহন করার সামর্থ্য ধীরে ধীরে আপনার মধ্যে আসবে। তখন আপনি নিজেই আরও বেশী বেশী জ্ঞান চাইবেন। এখন বেশী চিন্তা-ভাবনা না করে কিছুদিন স্বাভাবিক কাজকর্ম করুন, বিশ্রাম নিন। Let the knowledge sink into you.

আমি মেমের অফিস থেকে বের হয়ে ভাবছি, আমার যেমন হয়েছিল তেমনি কি সবার হয়? এত ওজনদার মেসেজ (message) যা আপনার পুরো জীবনের পথ পরিবর্তন করে দিবে - সবার হৃদয় প্রথমেই এত ভার নিতে পারে না তবে সময়ের সাথে সাথে হৃদয়ের সক্ষমতা বাড়ে আর সবকিছু ঠিক হয়ে যায়। আল্লাহ-ই জানেন কি secret এর ভিতরে আছে। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ এর জন্য।

কালিমার ওজন

তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, বায়হাকী এবং হাকেম গ্রন্থে একটি হাদিস বর্ণিত আছেঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাঃ বলেছেন: আমার উম্মতের একজন ব্যক্তিকে কিয়ামতের ময়দানে সমগ্র সৃষ্টির সামনে হাজির করা হবে। তারপর তার নিরানব্বইটি আমলনামা আনা হবে। তার আমলনামার প্রতিটি আমলনামা যতদূর পর্যন্ত সে দেখতে পায় ততদূর পর্যন্ত লম্বা হবে - এবং এই সমস্ত আমলনামা পাপ ও মন্দতায় পূর্ণ থাকবে। এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, এই আমলনামাগুলিতে লেখা সবকিছু কি সঠিক ছিল, নাকি ফেরেশতারা তার সাথে কোন অন্যায় করেছিলেন, অথবা তারা সেখানে এমন কিছু লিখেছিলেন যা ঘটেনি। সে স্বীকার করবে: হে আমার রব, সেখানে যা লেখা আছে তা সঠিক। কিন্তু, তার অন্তরে, সে এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি কীভাবে পাবে - তা নিয়ে চিন্তিত থাকবে। সেই সময় আল্লাহ তা'আলা বলবেন: আজ কারও উপর কোন অন্যায় নেই। তোমার সকল পাপের বিপরীতে, তোমার সৎকর্মের একটি সাক্ষ্য আমার কাছে লিখিত আছে, যেখানে তোমার কালেমা আছে: ("আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য পাবার অধিকার নেই এবং আল্লাহ ছাড়া কোন আইনদাতা নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল")। সেই ব্যক্তি বলবে: হে আমার প্রভু, এত বড় কালো আমলনামার বিপরীতে এই ছোট্ট আমলনামাটির ওজন কত? তারপর বলা হবে: তোমার প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। তারপর, পাপে ভরা সমস্ত আমলনামা একটি পাল্লায় রাখা হবে এবং অন্যটিতে ঈমানের কালেমা লেখা নোট বা কাগজ। কালেমা লেখা পাল্লা ভারী হবে এবং পাপের পাল্লা হালকা হয়ে যাবে। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন: কোন কিছুই আল্লাহ এর নামের চেয়ে অধিক ওজনদার হতে পারে না।

মুসনাদে আল-বাযযার ও মুসতাদরাক হাকিম গ্রন্থে ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত এক বর্ণনায় এসেছে, নবী সাঃ বলেছেন: মৃত্যুর সময় নূহ (আঃ) (বলেছেন) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কেননা, আসমান ও যমীনকে এক পাল্লায় এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অন্য পাল্লায় স্থাপন করা হলে নিশ্চিতভাবেই, কালিমা সম্বলিত পাল্লাটি সর্বদা ভারী থাকবে। একই বিষয়ে অন্যান্য বর্ণনা আবু সাইদ আল-খুদরি রাঃ, ইবনে আব্বাস রাঃ এবং আবু-আদ-দারদা রাঃ থেকে বর্ণিত হয়েছে যা নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারা সমর্থিত এবং বিভিন্ন হাদিস সংগ্রহে ছড়িয়ে রয়েছে।

কালিমার অর্থ জানার পর তা গ্রহন করতে গেলে প্রথমে একটু অস্থিরতা,ভয় আসতে পারে কারণ এই কালিমা বর্তমান সমাজে , রাষ্ট্রে গ্রহন করার অর্থ হচ্ছে আপনার জীবন, জীবিকা সবকিছু ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাবে এবং আপনার জীবনের প্রতিটি বিষয় আপনাকে নতুন করে সাজাতে হবে। আপনার ভিতরের inner self কে প্রবল ঝাঁকি দিবে এই কালিমা। মুহূর্তেই আপনার জীবন পালটে যাবে। **আপনি কি বুঝতে পারছেন - আসমান, জমিনের চেয়ে ভারী একটি কালিমা আপনি গ্রহন করতে যাচ্ছেন। আপনার জীবনের সকল গুনাহের সমষ্টির চেয়ে অনেক অনেক ভারী এই কালিমা। শুধুমাত্র শিরক কালিমার এই**

বিশ্বাসকে নষ্ট করতে পারে - অন্য সকল গুনাহ এই কালিমার বিশ্বাসের কাছে স্রেফ বাতাস বা তার চেয়েও হালকা।

এই কালিমার সাথে কোন কিছুকে মেশাবেন না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আইনদাতা বলে মানবেন না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করবেন না অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আইন, বিধান, হুকুম, কথা মানবেন না।

যদিও আপনি হিজাব না করেন, যদিও আপনি যিনাহ করেন, যদিও আপনি চুরি করেন, যদিও আপনি বিবাহ বহির্ভূত প্রেম করেন কিন্তু আপনি কালিমার প্রতি বিশ্বাস ঠিক রাখেন, আল্লাহ এর সাথে কাউকে শরিক না করেন - আপনি জান্নাতে যাবেন। এই কালিমার বিরুদ্ধে যায় – এমন কোন কাজ করবেন না, এমন কোন কথা বলবেন না। যদি করেন, তাহলে আপনার কালিমার প্রতি বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে, আপনার হৃদয় মরে যাবে।

আবু যার (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে এলাম, তিনি একটি সাদা চাদর পরে ঘুমাচ্ছিলেন। আমি আবার এলাম, তিনি তখনও ঘুমাচ্ছিলেন, আমি আবার এসে দেখলাম তিনি জেগে উঠেছেন। আমি উনার (সাঃ) পাশে বসলাম এবং (মুহাম্মাদকে সাঃ) লক্ষ্য করলাম: "বান্দাদের (মানুষের) মধ্যে এমন কেউ নেই যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' -তে (আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য পাবার অধিকার নেই এবং আল্লাহ ছাড়া কোন আইনদাতা নেই) বিশ্বাস করেছে, এবং এই অবস্থায় মারা গেছে এবং জান্নাতে প্রবেশ করেনি। আমি (আবু যার) বললাম: যদি সে ব্যভিচার ও চুরি করে থাকে? তিনি (সাঃ) বললেন: (হ্যাঁ) যদিও সে ব্যভিচার ও চুরি করে থাকে। আমি (আবার বললাম): যদি সে ব্যভিচার ও চুরি করে থাকে? তিনি বললেন: (হ্যাঁ) যদিও সে ব্যভিচার ও চুরি করে থাকে। (আল্লাহ এর রসূল সাঃ তিনবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন) এবং চতুর্থবার বললেন: আবু যারের বিরুদ্ধে। এরপর আবু যার বেরিয়ে গেলেন এবং তিনি (এই কথাগুলো) পুনরাবৃত্তি করলেন: আবু যারের বিরুদ্ধে। (সহীহ মুসলিম ৯৪ খ)।

যে কালিমা গ্রহন করতে আপনাকে আমন্ত্রন জানানো হচ্ছে তার ভার কত – আমাদের চিন্তার অতীত। আবু যার রাঃ যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না বা তিনি হয়তো বুঝতে পারছিলেন না যে - তিনি ঠিক শুনছেন কি না - তাই তিনি মুহাম্মাদকে (সাঃ) বার বার একই প্রশ্ন করছিলেন, "যদিও সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে ?"

আবু যার রাঃ জানতেন ইসলামে চুরি করা, ব্যভিচার করার ব্যাপারে কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে, এই কালিমা ঐ সকল অপরাধ করার পরও আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

এখন ইসলামের ভিতরে এক দল গণতন্ত্র (শিরক) ঢুকিয়েছে আরেক দল পীরতন্ত্র (শিরক) ঢুকিয়েছে। আরেক দল সমাজতন্ত্র (শিরক) ঢুকাবে, আরেক দল কমিনিসম (শিরক) ঢুকাবে। এদেরকে বর্জন করবেন। এরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শুধু নয় - তাহাজ্জুত নামাজ পড়তে পড়তে কপালে কালো দাগ ফেলে দিলেও লাভ নেই। এরা জাহান্নামী। শিরক করার কারণে এদের সমস্ত ভালো কাজ (আমল) নষ্ট হয়ে গেছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে বলা আছে, আইন দেয়ার মালিক জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা। তারা হচ্ছেন 'আইনদাতা' --- এই সংবিধান মানলে কালিমাকে অস্বীকার করা হয়। এই সংবিধানে যা লিখা আছে তা কালিমার বিরুদ্ধে যায়। সংবিধান মানলে আপনার কালিমার প্রতি বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায় আর সংবিধান না মানলে আপনার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দিবে সরকার। এখন আপনি কি করবেন?

এই প্রসঙ্গে আমার শ্রদ্ধেয় আলেম ইমরান নযর হুসেইন * (জন্মঃ পাকিস্থান, বর্তমান ঠিকানাঃ ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোব্যাকো) বলেছেন, "আধুনিক রাষ্ট্রের সংবিধানে আল্লাহ এর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে;রাষ্ট্রকে এবং জনগণকে সার্বভৌমত্বের মালিক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহকে আইনদাতা বলে অস্বীকার করা হয়েছে অন্যদিকে মানুষকে আইনদাতা বলে স্বীকার করা হয়েছে। এই অবস্থায় কেউ এই সংবিধান মানলে সরাসরি আল্লাহকে অস্বীকার করার কারণে অর্থাৎ শিরক করার কারণে তার বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে,সে কাফির হয়ে যাবে। আমরা এই সংবিধান মানি না। আমরা যে এই সংবিধান মানি না তারা এটা জানে না,যদি তারা জানতে পারে তাহলে তারা আমাদের গ্রেফতার করে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দিবে। তাহলে, এই ক্ষেত্রে, আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হল – কোর্টে গিয়ে বলতে হবে যে,'আমি এই রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব প্রত্যাহার করছি এবং জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট কোর্টের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে ফেরত দিচ্ছি। রাষ্ট্র আমাকে যে সকল সুযোগ-সুবিধা দেয় তা রাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নিতে বলছি'। তখন আধুনিক রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী আপনি হবেন আপনার জন্মভুমিতে একজন শরণার্থী। কিন্তু আপনি রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা থেকে বেচে যাবেন। কিন্তু আপনি যদি আধুনিক রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী ন্যায় বিচার না পান তাহলে আপনার কি হবে - আল্লাহই ভালো জানেন।"

(*) ইমরান নযর হুসেইন (Imran Nazar Husein) মুলত শেষ জমানা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তার প্রচুর ইংলিশ লেকচার ইউটিউবে আছে। ইয়াজুজ, মাজুজ, দাজ্জাল নিয়ে উনার অনেক বক্তব্য আছে। এই বিষয়ে উনার ব্যাখ্যার সাথে আমার ব্যাখ্যার কোন মিল নেই। বাংলাদেশে আবু তোহা আদনান - ইমরান নযর হুসেইনের সকল ইংলিশ লেকচার, বই হুবুহু অনুবাদ করে ওয়াজ মাহফিলে ওয়াজ করে বিখ্যাত হয়েছেন, টাকা কামিয়েছেন কিন্তু তিনি কখনো বলেন নি যে - তিনি ইয়াজুজ মাজুজ এবং দাজ্জাল নিয়ে এই কথা বা ব্যাখ্যাগুলো ইমরান নযর হুসেইনের লেকচার থেকে পেয়েছেন বরং তিনি বলেছেন এগুলো নাকি তার নিজের গবেষণা - বাটপার আর কাকে বলে। যেহেতু বাঙ্গালী আম-জনতা ইংলিশ লেকচার বুঝে না -তাই তারা আবু তোহা আদনানকে অনেক বড় আলেম ভেবে নিয়েছে। সর্বশেষ আবু তোহা আদনানের স্ত্রী তার চরিত্র মানুষের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, সে একটা নারীলোভী, ফালতু লোক। যারা অন্যের কাজকে নিজের নামে চালিয়ে পয়সা কামাবে, সুনাম কামাবে তাদেরকে আল্লাহ এভাবেই বেইজ্জতি করে থাকেন।
২০০৭ সাল থেকেই ইমরান নযর হুসেইনের ইয়াজুজ-মাজুজ, দাজ্জাল সম্পর্কিত ইংলিশ লেকচারগুলো শুনতাম আর চিন্তা করতাম আর ভাবতাম যে, উনার মত জ্ঞান যদি আমার থাকত। রাশিয়া এবং ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চ উনাকে খুবই সম্মান করে। আমার জানামতে পৃথিবীতে যে অল্প কিছু আলেম জীবিত আছেন তার মধ্যে তিনি একজন। আল্লাহ উনার হায়াত বৃদ্ধি করে দেক। আল্লাহ উনাকে আখিরাতে জান্নাতুল

ফেরদৌস দেক। আপনারা উনার লেকচারগুলো শুনবেন – বর্তমান বিশ্ব নিয়ে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আমাদের আলোচনায় ফিরে আসি। ম্যডাম যে অস্থিরতা অনুভব করেছেন বা কালিমা গ্রহন করতে ভয় পাচ্ছেন বলে তিনি মনে করছেন তা আসলে উনার কালিমার প্রতি অবিশ্বাস নয়, বরং এটি হচ্ছে কালিমার ওজন। মেম যদি কালিমাকে গ্রহন না করতে চাইতেন বা সত্যকে অস্বীকার করতেন তাহলে উনার অস্থির লাগত না। মেমের সাথে আমি আর দেখা করতে যাইনি কারণ কোন ব্যক্তি শিরকমুক্তভাবে - গনতন্ত্র, পীরতন্ত্রকে অস্বীকার করে - বুঝে শুনে কালিমা গ্রহন করলে তাকে আর পথ দেখিয়ে দিতে হবে না। তাকে এই কথা বলতে হবে না - "তুমি নামায পড়ো না কেন? যাও, নামায পড়"। সে নিজেই নামায পড়বে। তাকে কারো কোরআন, হাদিস বুঝিয়ে দিতে হবে না। সে নিজেই কোরআন,হাদিস বুঝতে পারবে। আল্লাহ তখন এই বান্দার দায়িত্ব নিজে নিয়ে নেন, আল্লাহ নিজে তাকে পথ দেখান। তখন আপনার হৃদয় দেখতে পায়, শুনতে পায়, বিভিন্ন ঘটনা ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ করতে পারে। কোন আলেম নামের মূর্খ ভুল কিছু বললে সে এটা বুঝতে পারে। এই কথাগুলো পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জন্য সত্য। আপনার জন্যও সত্য।

ইউটিউবে গিয়ে বিদেশীদের ইসলাম গ্রহনের ভিডিও দেখতে পারেন, প্রায় সবাই ইসলাম গ্রহনের সময় কেদে ফেলেন। কিন্তু কেন? এর কোন উত্তর তারাও দিতে পারবেন না। আগেই বলেছি, আপনার হৃদয়ের সাথে আপনার চোখের পানির সরাসরি যোগাযোগ আছে। এই কালিমা গ্রহনের সাথে সাথে আপনার হৃদয় খুলে যাবে।

এখন দাজ্জালের বাহিনীর কেউ কেউ প্রশ্ন করবেন, হৃদয় আবার কোনটা?

- স্যার, হৃদয় হচ্ছে আপনার হার্ট (heart) যা আপনার বুকের বাম পাশে পাজরের হাড়ের নিচে থাকে।

- পাজরের নিচে……কলিজা নাকি?

- এখনো চিনতে পারছেন না - চিনতে পারবেন যখন আপনার হার্ট ব্লক হবে তখন – তবে তখন আর ইসলামে ফিরে আসার সুযোগ থাকবে কি? ফেরায়ুন ঈমান এনেছিল কিন্তু আল্লাহ তার ঈমান আনাকে গ্রহন করেন নি। এমন কাজ করবেন না যাতে আল্লাহ আপনাকে দুনিয়ায় থাকতেই জানিয়ে দেন যে - আপনাকে চিরদিন জাহান্নামে থাকতে হবে। সেটা কেমন? আপনি তওবা করতে চাইবেন কিন্তু তওবা করতে পারবেন না, আপনার হৃদয় সাড়া দিবে না। তখন কোন পীরের কাছে যাবেন, সে আপনাকে বলবে, সমস্যা নাই – (ঘুষ খেয়ে তো অনেক কামিয়েছেন), কিছু টাকা আমাকে দিন বিনিময়ে আমার পীর শায়েখে চরমোনাই আপনাকে হাশরের ময়দানে জাহাজে করে জান্নাতে নিয়ে যাবে!

- ধুর Idiot, আমি কি অত বোকা নাকি? আমি তো আগেই শায়েখ আহমদুল্লাহ এর বন্যা তহবিলে লাখ টাকা দিয়ে রাখসি, মসজিদে AC লাগিয়ে দিয়েছি, মিজানুর রাহমান আযহারির মাদ্রাসায় টাকা দিয়েছি, আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফের মাদ্রাসায় টাকা দিয়েছি। কওমী, আলিয়া, আহলে হাদিস কেউ বাদ নাই, সবাইকে টাকা দিসি। আব্বাসী হুযুর, চরমোনাই পীর – সবাইকে হাদিয়া, সাদাকা দিয়েছি। মসজিদে তাবলীগের লোক

আসলে নিয়মিত পোলাও, রোষ্ট, খাশির কাচ্চি পাঠিয়েছি। আমি জামাতে ইসলামীতে নিয়মিত বড় অঙ্কের টাকা দেই। আমার মোট দানের পরিমাণ ৫ কোটির কম হবে না।

- স্যার, আপনি সবাইকেই টাকা দিলেন যে -

- কি করবো বলো, একেক শালা একেক কথা বলে - কোন শালা যে ঠিক – বুঝার উপায় নাই। এ বলে ও কাফির আবার ও বলে অমুকে বিদাতি, আবার বিদাতি বলে ও আহলে খবিশ! তাই সব শালাকেই টাকা দিয়ে রাখসি - যাতে জান্নাত মিস না হয়ে যায়।

- অর্থাৎ আপনি সত্যকে চিনতে পারেন নাই।

যারা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চায়, আল্লাহ তাদেরকে ধোঁকা দেন।

পাহাড় সমান দান

আকুজ গ্রুপের চেয়ারম্যান খুবই অসুস্থ। ক্যান্সার ধরা পড়েছে পাঁচ বছর আগে তারপর সিঙ্গাপুর, লন্ডনে চিকিৎসা করা হয়েছে কিন্তু এক সপ্তাহ আগে উনাকে দেশে নিয়ে আসা হয়েছে। ছেলে-মেয়েরা সবাই বাসাতেই আছে। সম্পত্তি নিয়ে কারো মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। সোনার সংসার। উনার মেয়ে উনার খুবই যত্ন নেন। মেয়ে সকালে এসেছিল মিষ্টি নিয়ে। সুনামগঞ্জের হাওরের প্রত্যন্ত গ্রামের মিষ্টি। আকুজ সাহেব একবার ৩০ বছর আগে খেয়েছিলেন – তারপর প্রায়ই খেতেন কিন্তু ১৮ বছর আগে ডায়াবেটিস হবার পর মেয়ে আর মিষ্টি খেতে দিতো না। তাহলে, ডাক্তার কি আকুজ সাহেবের ব্যাপারে শেষ কথা বলে দিয়েছেন যে, “উনি যা যা খেতে চায় - খেতে দিন, সময় বেশী নাই"; আকুজ সাহেব অতীতে আত্মীয়দের ব্যাপারে দেখেছেন যে, ডাক্তার সাহেব শেষ কথা বলে দিলে রোগীকে আগে যা খেতে বারণ ছিল - তাও খেতে দেয়া হয়। তাহলে, তার সময় কি শেষ ? – চিন্তা করতেই মনের মধ্যে ভয় ধরে গেলো। মৃত্যু আসবে - এটা তো জানতাম কিন্তু হৃদয়ে অনুভব করিনি - এখন বুঝতে পারছি মৃত্যু কি জিনিস। রিনাকে জিজ্ঞেস করবো, দরকার নাই। ওরা গোপন রাখতে চাইছে। ব্যাপারটা গোপন-ই থাক। জীবনে নামায বেশী কাযা করিনি, রোজাও রেখেছি। ৪ বার হাজ্জ করেছি; ওমরাহ হাজ্জ করেছি ৬-৭ বার। হাজ্জ করলে তো অতীতের সব গুনাহ মাপ হয়ে যায়। রিনা ঘরেই ছিল।

বাবা, আজকে শায়েখ আহমদুল্লাহ, মিজানুর রাহমান আযহারী, হাফিযুর রাহমান কুয়াকাটা আসবেন; তোমাকে দেখতে।

ওরা কি আমাকে তওবা পড়াবেন?

রিনা কোন উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কত মানুষকে দান করেছি, মসজিদ বানিয়েছি, মাদ্রাসা করেছি। কত আলেমকে কত টাকা দিয়েছি - হিসাব নাই। কম করে হলেও ১০০ কোটি তো হবেই। গরীব আত্মীয়- স্বজনকেও দিয়েছি। ওয়াজ মাহফিল

আয়োজন করেছি, ওয়াজ মাহফিলে কত টাকা দিয়েছি, হিসাব নাই। ১৪ গ্রামের মানুষকে দাওয়াত দিয়ে খাইয়েছি বহুবার।

দুপুরে ১৫-২০ জন আলেমের একটা দল আসল। খাওয়া- দাওয়া শেষে তারা ঘরে আসল। তার অনেক প্রশংসা করল। আকুজ সাহেবের মত ভালো মানুষ আর হয় না। কত মসজিদ, মাদ্রাসায় টাকা দিয়েছেন – হিসাব নাই। উনারা চলে গেলে শিহাব বাবার কাছে এসে বসল।

বাবা, কেমন আছো? কিছু কথা বলার পর বলল -

আলেম সমাজ তোমার অনেক প্রশংসা করল। বলল, এত বড় দানশীল সমাজে কম-ই আছে।

ওরা কি আরও টাকা চায় ? শিহাব কিছু বলতে চাচ্ছে না, তারপর বলল, হুম।

কত টাকা?

সেটা তোমাকে চিন্তা করতে হবে না - আমি দিয়ে দিবো।

হটাত আকুজ সাহেবের একটা ঘটনা মনে পড়ল। বহু বছর আগে একটি ছেলে তার কাছে ইসলাম প্রচারের জন্য কিছু টাকা চেয়েছিল। পুরো ঘটনাটা এরকম -

আমার PS বলল, কোন না কোন - আমার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় এসেছে দেখা করতে। আমি ব্যস্ত ছিলাম - তবু বললাম, পাঠাও। ছেলেটির বয়স ৩০-৩২ হবে। রুমে ঢুকে সালাম দিলো।

কে তুমি?

- আমি আপনার দাদার বাবার ভাইয়ের চাচাতো ভাইয়ের ছেলের ছেলের মেয়ের ছেলে।

-ও আচ্ছা। আমি অনেক busy, কি দরকার? দ্রুত বল। আমি খেয়াল করলাম, ওর পাঞ্জাবি কয়েক জায়গায় তালি দেয়া। প্যান্টটা মনে হচ্ছে ৫ বছর আগে কিনেছে।

- কিছু সাদাকা করবেন, ইসলামের কাজ করার জন্য।

- কিসের কাজ?

- আমরা ইসলাম প্রচার করি।

- তুমি কি কোন মাদ্রাসা থেকে এসেছ?

- না, আমরা নিজেরাই ইসলাম প্রচার করি।

- যেমন, কি প্রচার করো?

- প্রচার করি, আইন দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। গনতন্ত্র শিরক। পীরতন্ত্র শিরক।

ছেলের কথা শুনে তো আমার মাথায় বাজ পড়ল। তবু মাথা ঠাণ্ডা রেখে বললাম - তুমি কি মেসে থাকো ?

- জি

- মেসের বিল বাকি পড়েছে বুঝি?

- না, আমার কোন অভাব নাই। আল্লাহ আমাকে অনেক দিয়েছেন। আপনাকে বেশী টাকা দিতে হবে না। আপনি একটি খেজুরের দাম দিন। এই ধরুন ১০ টাকা। আপনি আমার আত্মীয় তাই বলছি, এই কাজে শরীক থাকুন – এর বিনিময়ে আল্লাহ আপনাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবেন বলে আশা করি।

- আমি অনেক ব্যাস্ত। তুমি এখন আসতে পারো। আমার কাছে আর আসবে না।

এখন আমার মনে হচ্ছে, ঐ ছেলেটাকে কিছু টাকা দিলে এমন কোন ক্ষতি হত না। কেন যে দিলাম না।

গল্পটির বাকি অংশ আমি বলি, সেই ছেলেটি সেই অফিস থেকে বের হয়ে, দুই চোখের পানি ছেড়ে আল্লাহকে বলেছিল, "হে আল্লাহ আমি যখন কারো কাছে ইসলামের জন্য টাকা চাই আর সে যখন সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয় তখন আমি লজ্জা পাই। হে আল্লাহ তুমি জানো, আমি কখনো ইসলামের কথা বলে কারো কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিজে খাইনি"।

আকুজ গ্রুপের চেয়ারম্যানকে আল্লাহ সুযোগ দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি সেই সুযোগকে কাজে লাগান নি। যদি ঐ ছেলের মত কারো সাথে আপনার জীবনে চলার পথে দেখা হয়ে যায় তবে বুঝে নিবেন, আল্লাহ আপনার প্রতি বিশেষ রহমত করেছেন - তাই তাদের কারো সাথে আপনার দেখা হয়েছে - মুসার হারিয়ে যাওয়া মাছকে আপনি খুঁজে পেয়েছেন।

‘আদী ইবনে হাতিম (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি নবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, "নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাচাও একটি খেজুরের অর্ধেক সদকা করে হলেও"। (সাহিহ বুখারি ১৪১৭)

আপনি ৫০০ কোটি টাকা দান করেছেন এমন লোকদের যারা ইসলামে গণতন্ত্র খুঁজে পায়, পীরতন্ত্র খুঁজে পায়। আপনার দানের কোন প্রতিদান আল্লাহ আপনাকে দিবেন না বরং আপনি এজন্য আল্লাহ এর কাছ থেকে শাস্তি পাবেন কারণ আপনার দানের টাকা ব্যাবহার করে ইসলামে গণতন্ত্র আছে - এই কথা প্রচার করা হত, পীরতন্ত্রের শিরক প্রচার করা হত। সর্ব শেষে, কোন কওমী মাদ্রাসায় কখনো দান করবেন না। এরা হচ্ছে ভারতের 'র' এবং ইসরায়েলের মোসাদের এজেন্ট দ্বারা পরিচালিত মাদ্রাসা।

একটি খেজুরের অর্ধেক দান করে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো কি কঠিন কিছু?
- জি, কঠিন, অনেক কঠিন। কারণ আপনি যদি গণতন্ত্রবিহীন, পিরতন্ত্রবিহীন ইসলাম প্রতিষ্ঠায় একটি খেজুরের অর্ধেক দান করেন তাহলে আপনার জীবন ঝুকির মুখে পড়বে। দাজ্জালের বাহিনী যদি জানে, আপনি মুহাম্মাদ সাঃ এর দলে অর্ধেক খেজুর দান করে নিজের নাম লিখিয়েছেন তাহলে তারা আপনাকে ছাড়বে না। বাকি ঘটনা আপনি নিজেই বুঝে নিন।
কিয়ামতের দিন এই একটি খেজুরের অর্ধেক-ই প্রমাণ করে দেবে - আপনি কোন দলের লোক ছিলেন – মুহাম্মাদ সাঃ এর দলের লোক না দাজ্জালের দলের লোক।
বর্তমানে বাংলাদেশে যারা যাকাত দেয় তাদের কমপক্ষে ৯০% এর উপর যাকাত ফরয-ই হয়নি কারণ হারাম টাকার উপর যাকাত ফরয হয় না। ইসলামী ব্যাংক নামে যা আছে তা দাজ্জালের ব্যাংক। ওরা ইসলামের সাথে সুদের সিস্টেমকে মিলিয়ে ব্যাংকের নাম দিয়েছে - ইসলামী ব্যাংক। যেমনঃ কেউ যদি কোন মদের নাম দেয় 'ইসলামী মদ' তাহলেই সেই মদ হালাল হয় না। তাহলে টাকা দান করবেন কোথায়? গণতন্ত্রবিহীন,

পিরতন্ত্রবিহীন ইসলাম প্রতিষ্ঠায়। কিন্তু আমার টাকাই যে হারাম। আপনি নিজে হারাম থেকে বাঁচতে পারছেন না কিন্তু হারামকে সমূলে সমাজ থেকে উৎখাতের জন্য টাকা খরচ করছেন – আশা করি, ব্যাপারটা বুঝা গেছে।

এখন আপনি বলবেন, আমি দরিদ্র লোকদের দান করি। আপনাকে দান-সাদকা নিয়ে অনেক হাদিস বলা হয়েছে কিন্তু দান-সাদকা দেয়ার একটি নিয়ম আছেঃ

মুহাম্মাদ সাঃ বলেছেন, তোমার দান-সাদাকা যেন বিশ্বাসীরা পায়। তাহলে, এখানেও তো আপনি সমস্যা খুঁজে পাবেন কারণ কোন বিশ্বাসীকে দান করলে সেখানেও তো দাজ্জালের বাহিনী বাগড়া দিবে।

"তারাই (মুনাফিকরা) পরস্পরকে বলে, “(যারা) আল্লাহর রাসূলের সাথে থাকে, তাদের জন্য কিছু খরচ করো না, যাতে তারা (তাঁর কাছ থেকে) সরে যায়।” অথচ আসমান ও যমীনের ভান্ডার আল্লাহরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না। (সূরা মুনাফিকুনঃ ৭)

কেন আপনার দান-সাদাকা বিশ্বাসীদের দিতে হবে তা উপরের কোরআনের আয়াতে পরিষ্কার। যখন কোন বিশ্বাসীকে তার বিশ্বাসের জন্য চাকরি থেকে বিদায় করে দেয়া হয়, তার ব্যবসা বন্ধ করে দেয়া হয় যাতে সে দারিদ্রতার মধ্যে পড়ে আল্লাহ এর রসুলকে সাঃ ছেড়ে দেয় (আল্লাহ এর রসুলের দেখানো পথ ছেড়ে দেয়) তখন আপনার দান/ চাকরী /ব্যবসা তাকে ইসলামের উপর থাকতে সহযোগীতা করবে, কত বড় হবে সেই সহযোগীতা। আর আপনি যদি কোন অবিশ্বাসীকে দান করেন তাহলে সে স্বাবলম্বী হয়ে গণতন্ত্র প্রচার করবে, ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।

এবার আসি মসজিদে দানের ব্যাপারে। মদিনায় মুনাফিকরা একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল এবং মুহাম্মাদ সাঃ কে সেই মসজিদে নামাজ পড়তে দাওয়াত দিয়েছিল। আল্লাহ মুহাম্মাদ সাঃ কে ঐ মসজিদে নামায পড়তে নিষেধ করে দেন। পরে সাহাবীরা সেই মসজিদ ভেঙ্গে ফেলেন। আপনি যে মসজিদে দান করবেন সেই মসজিদে কালিমার অর্থ বলা হয় না, বলা হয় পীরের গল্প। ঐ সকল মসজিদের কমিটিতে সমাজের সবচেয়ে বড় সুদখোর, ঘুষখোর আর জুয়াচোররা থাকে। এরা ইমাম, মুয়াজ্জিনকে চাকর-বাকরের মত ব্যাবহার করে। তাদের অনুমতি নিয়ে মসজিদে ইসলাম সম্পর্কে কথা বলতে হয় নইলে ইমামের চাকরি নাই। তাহলে, একটি খেজুরের অর্ধেক দান করে কেন জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচা কঠিন – আশা করি বুঝা গেছে ব্যাপারটা।

মাদ্রাসায় দান করে লাভ নেই - ইতিমধ্যেই আপনি তা বুঝতে পেরেছেন বলে মনে করি।

যদি যত্রতত্র দান করলেই জান্নাতে যাওয়া যেত তাহলে তো সবাই জান্নাতে চলে যেত।

আপনি কি জানেন, আমেরিকা প্রতি বছর কত হাজার কোটি টাকা দান করে?

আল্লাহ আমাদেরকে সকল সম্পদ দিয়েছেন তারপর আল্লাহ-ই আবার আমাদের কাছে ঋণ, ধার চাচ্ছেনঃ

"এমন কে আছে যে, আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে? তাহলে তিনি তা তার জন্য কয়েকগুণ বাড়িয়ে (পরিশোধ করে) দিবেন আর তার জন্য আছে সম্মানজনক প্রতিফল"। (সূরা আল হাদিদঃ ১১)

আল্লাহ আমাদের সম্পদ দিলেন। আল্লাহই এখন আমাদের কাছে ঋণ চাচ্ছেন। আল্লাহ এই ঋণ বহু গুণে বাড়িয়ে আমাদের ফেরত দিবেন। আল্লাহ যে সূরা বাকারায় বলেছেন, 'আমি কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি পাঠাতে চাই'। এই আয়াতের ব্যাখ্যা করছে সূরা আল হাদিদের ১১ নাম্বার আয়াত। আল্লাহ আমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তার উপর আল্লাহ কোন কর্তৃত্ব রাখেন নি। এই সম্পদের উপর কর্তৃত্ব এখন আমার। আমি এই সম্পদ কিভাবে ব্যাবহার করবো - এই সিদ্ধান্ত এখন আমার হাতে। তাই, আল্লাহ আমার কাছে ঋণ চাচ্ছেন।

এই ঋণ কিসের জন্য? এই ঋণ আল্লাহ চাচ্ছেন তার প্রতিনিধিত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতে অর্থাৎ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে আল্লাহ এই ঋণ চাচ্ছেন। আমরা যখন ইসলাম প্রচারের জন্য টাকা চাই – তখন আমরা বলি যে, এই টাকা আপনি আল্লাহকে ঋণ দিচ্ছেন। আমরা এই টাকা নিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম প্রচারে কাজে লাগাব। অন্য কাজে টাকা দিলে আল্লাহকে ঋণ দেয়া হবে না। যেমনঃ আপনার এলাকার চেয়ারম্যান বা কমিশনার বা এমপি বা সরকার বলল যে, বন্যা হয়েছে - টাকা দান করুন। ওদেরকে টাকা দিলে ওরা দরিদ্র মানুষকে টাকা দিলেও এই কথা বলে আসবে যে, ভোটটা আমাকে দিও অর্থাৎ আপনার টাকা ব্যাবহার করে তারা গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করল – এতে ইসলামের ক্ষতি হল। এই কারণেই আহমদুল্লাহ তার বেকার যুবকদের শিক্ষিত করে চাকরি দেয়ার কাজে তেমন কোন নেকি পাবেন না কারণ এতে গণতন্ত্র শক্তিশালী হচ্ছে। গণতান্ত্রিক সরকার লাভবান হচ্ছে। মানুষ দেখবে, গনতান্ত্রিক সরকার থাকায় দেশে বেকারত্ব কমেছে - ফলে মানুষ গণতন্ত্রের দিকে আরও বেশী করে ঝুকবে। আর আহমদুল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন – ভোট দিতে। তিনি তো দাজ্জালের সহযোগী।

আমার বইয়ের অনেক পাঠক আছেন যাদেরকে 'প্রগতিশীল' বলা হয়। তারা এই কথাগুলো নিতে পারবেন না। আপনি ভাববেন, 'ওরে বাবা, আপনি গণতন্ত্রকে এত ঘৃণা করেন'। গনতন্ত্রকে ধসিয়ে দিতে আপনাদের এত গভীর চিন্তা। আমরা কেন গনতন্ত্রকে ধসিয়ে দিয়ে ইসলাম চাই? ধরুন, আহমদুল্লাহ যেই ছেলেকে ট্রেনিং দিয়ে free lancer বানাচ্ছেন তিনি প্রতি মাসে ১ লাখ ডলার উপার্জন করে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা আনলেন। সে অনেক ধনী হল – কিন্তু তার আনা ডলার এই দেশের মন্ত্রীরা, এমপিরা, ব্যবসায়ীরা বিদেশে আবার পাচার করে দিবে। তাহলে, সামস্তিকভাবে দেশের কোন লাভ হল না। দেশের দারিদ্রতা দূর হল না। এখন ঐ ফ্রী লেন্সার ছেলে কি করবে ? সে আমেরিকা বা ইউরোপের সিটিজেনশিপ নিয়ে এই দেশ ছেড়ে চলে যাবে। তাহলে, আহমদুল্লাহ যে ট্রেনিং দিয়ে কিছু যোগ্য লোক তৈরি করেছিলেন তার শেষ ফলাফল কি? Double Zero. আপনি বলবেন, টাকা পাচার হবে কেন? হাসিনার সময় ২৩৪ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে কিভাবে? আপনি বলবেন, দেশে আইন আদালত আছে। আমি বলি, আপনি কি আমার সাথে মজা করছেন? ৫৫ বছর ধরে কি চলছে - আমরা কি দেখছি না? এখন কি হচ্ছে - তারেক কি করছে - আমরা কি দেখছি না? পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান জাতিসংঘে গিয়ে বলেছিলেন, "পশ্চিমা দেশগুলো একটি ডলার দেশ থেকে বের হলে বার বার দেখে টাকাটা বৈধ উপায়ে যাচ্ছে কি না - কিন্তু আমাদের তৃতীয় বিশ্ব থেকে যখন তাদের দেশে অবৈধ ডলার আমাদের দেশের দুর্নীতিবাজরা ঢুকায় তখন তারা দেখে না যে - টাকাটা বৈধভাবে

এসেছে কি না। এভাবে আমরা দরিদ্র হয়ে যাচ্ছি। আমি চাই, উন্নত দেশগুলো এমন আইন করবে যাতে সেই সব দেশে আমাদের দরিদ্র দেশ থেকে ডলার বা টাকা ঢুকাতে হলে তারা পরীক্ষা করবে, দেখবে যে টাকাটা বৈধ কি না - বা বৈধ উপায়ে ঢুকানো হচ্ছে কি না , এই ব্যাপারে জাতিসংঘ, আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং উন্নত পশ্চিমা দেশগুলোকে পদক্ষেপ নিতে দাবী জানাচ্ছি"। আজকে ইমরান খান কোথায় ? জেলে - অন্ধ হবার পথে। যেই সরকার নিজ দেশের সম্পদ পশ্চিমা দেশে পাচারে বাধা দিবে সেই সরকার ২ মিনিট থাকতে পারবে না। এই হচ্ছে গণতন্ত্র। ভেনিজুয়েলা তো খ্রিস্টান রাষ্ট্র, সেখানে তো মৌলবাদী নেই – তাহলে নিকোলাস মাদুরোকে আমেরিকা অপহরণ করলো কেন? ভেনিজুয়েলার তেলের জন্য। এটা হচ্ছে গনতন্ত্র।

আমরা অনেক চিন্তা ভাবনা করে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইসলাম গ্রহন করেছি। কেউ এসে নয় -ছয় বুঝালো আর আমরা জীবনের সকল আনন্দ বিসর্জন দিয়ে পুলিশের মার খেতে রাজি হয়ে ইসলাম গ্রহন করলাম – ব্যাপারটা মোটেই এমন ছিল না।

এখন আপনি বলবেন, গনতন্ত্রের সঠিক চর্চা হলে - এই সব হবে না। গণতন্ত্রের সঠিক চর্চা হলে আমাদের আপনারা গ্রেফতার করতে পারবেন না কারণ আমরা কাউকে মারি না, ভয় দেখাই না - আমরা শুধু ইসলাম প্রচার করি। গণতন্ত্রের সমস্যা এবং গণতন্ত্র যে শিরক এটা মানুষকে বুঝাই। গনতন্ত্রের সঠিক চর্চা থাকলে আমাদের আপনারা এই কাজে বাধা দিতে পারতেন না। এই কথাটা আমি বলি নাই, এই কথাটা New Age পত্রিকার সম্পাদক নুরুল কবির স্যার একটি টক শোতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, "যদি কেউ গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বসবাস করে বলতে পারে যে, আমি গনতন্ত্র মানি না, গনতন্ত্রে বিশ্বাস করি না - তাহলে বুঝতে হবে যে, সেই রাষ্ট্রে গনতন্ত্র আছে।

এখন আপনি বলবেন, আমি যেই ব্যাপারটা বর্ণনা করেছি সেটা গনতন্ত্রের সমস্যা নয় – এটা হচ্ছে পুজিবাদের সমস্যা। স্যার, যখন আল্লাহ এর আইন দিয়ে বিচার করা হবে, রাষ্ট্র চলবে, অর্থনীতি চলবে তখন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে এর চেয়ে বেশী কিছু বলার সামর্থ্য আমার নেই।
তাহলে বর্তমানে দান করতে হবে গণতন্ত্রবিহীন, পীরতন্ত্রবিহীন ইসলাম প্রতিষ্ঠায়। এই রকম দান করলে সেটা আল্লাহকে ঋণ দেয়া হবে।

ইসলাম অনুসরণের আগে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করুন। কোরআন, হাদিস বুঝে বুঝে পড়ুন। আপনি দাজ্জালের জমানায় আছেন। চারিদিকে ইসলামের নামে শিরক, কুফর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আপনি যেখানেই হাত দিবেন – সেখানেই শিরক, কুফর হাতে উঠে আসবে।

আনন্দের আলোচনা

আমাদের সবচেয়ে আনন্দের আলোচনা হচ্ছে 'আমরা আল্লাহ এর কাছে কে কি চাই'। একদিন তমাল ভাই জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আল্লাহ এর কাছে কে কি চাও।

সোহেল বলল, "আমি আখিরাতে কোরআন পড়তে চাই। কোরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে চাই"

তমাল ভাই বললেন, আর কিছু?

- না, আর কিছু না।

- কিন্তু আখিরাতে কি কোরআন তিলাওয়াতের কোন সুযোগ থাকবে? ঐখানে আল্লাহ আমাদের শুধু পুরষ্কার দিবেন। তুমি হুর চাও না? মজার খাবার? শরাবের নহর?

- ভাই, আমি যেটা চাই – সেটাই বললাম।

- আচ্ছা, তুষার তুমি কি চাও?

- আমি চাই, আল্লাহ আমার মাথায় তার পা দিয়ে একটু আদর করে দিবেন।

- এটা কিভাবে সম্ভব?

- ভাই, দাজ্জালের বাহিনী আমাকে অনেক মেরেছে, ইলেকট্রিক শক দিয়েছে, আল্লাহ আমাকে একটু আদর করে না দিলে আমার মন শান্ত হবে না।

- তুমি যা বলেছ তারপর আর কোন কথা থাকে না। এটা তোমার এবং আল্লাহ এর মধ্যেকার বিষয়।

- রিফাত?

- আমি মুহাম্মাদ সাঃ কে অনেক দূর থেকে একবার দেখতে চাই। যেমনঃ পাহাড়ের উপর থেকে ১ মাইল দুরের কাফেলা যেমন দেখা যায়, তেমন।

- তুমি নবীর কাছে যেতে চাও না?

- না

- কেন?

- আমি ভয় পাই, যদি নবী সাঃ আমার চোখের কোন ইশারায় বা অঙ্গ-ভঙ্গিতে কষ্ট পান বা আমার দ্বারা কোন বেয়াদবী হয়ে যায়। সাহাবীদের মত আদব- কায়দা আমি শিখতে পারিনি; তাই, আমি আমার কলিজার টুকরা মুহাম্মাদকে সাঃ অনেক দূর থেকে শুধু একবার দেখতে চাই।

- শরীফ, তুমি কি চাও?

- আমি আল্লাহ এর কাছে থাকতে চাই।

- আরাফাত?

- আমি মুহাম্মাদ সাঃ এর সেবা করতে চাই যেভাবে আবু হুরাইরা রাঃ নবীর সেবা করতেন।

- সোহেল?

- ভাই, আমি এই বিষয়ে চিন্তা করি নাই। যখন আল্লাহকে একমাত্র আইনদাতা বলে মানার কারণে মুহাম্মাদ সাঃ এর অনুসারীদের নির্মমভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে; যখন গাজায়, রাখাইনে, কাশ্মীরে মুসলিমদের হত্যা

করা হচ্ছে - তখন আমার নিজের আখিরাতের জীবন নিয়ে চিন্তা করার সময় কোথায়? আমি জান্নাতে যাবো না জাহান্নামে - সেই চিন্তাই আমার মনে আসে না।

তমাল ভাই কাঁদতে শুরু করলেন – তোমাদেরকে আমার অধীনে দেয়া হয়েছে অথচ তোমরা আল্লাহকে, আল্লাহ এর রসূলকে সাঃ আমার চেয়ে বেশী ভালোবাসো, আমি যদি তোমাদের মত আল্লাহকে এবং আল্লাহ এর রসূলকে সাঃ ভালোবাসতে পারতাম। তোমরাই তারা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন যে, তারা আমার ভাই। তোমরাই তারা যাদের সম্পর্কে মুহাম্মাদ সাঃ বলেছেন যে, শেষ জমানায় আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক আসবে যারা আমাকে একবার দেখার জন্য নিজের পরিবারকে কোরবানী করতে রাজি হয়ে যাবে। তোমরাই হচ্ছ 'গোড়াবা' (stranger).

আমরা সবাই কাঁদতে শুরু করলাম। সবাই সবাইকে জড়িয়ে ধরলাম। সেদিন আমরা অনেকক্ষণ কেঁদেছিলাম। কান্না একটু কমলে, রিফাত বলল, ভাই আমরা কেউই কারো চেয়ে বড় বা ছোট নই – আমরা সবাই সমান। নিশ্চয়ই আপনি আমাদের চেয়ে যোগ্য তাই আপনার দায়িত্বে আমাদেরকে দেয়া হয়েছে।

ওরা কেউই জান্নাত চাইল না। তারা আখিরাতে যা চায় তাতে তাদের আল্লাহ এর প্রতি এবং তার রসুলের প্রতি ভালোবাসাই ফুটে উঠে। আল্লাহ তো শুধু এটাই চেয়েছিলেন যে, আমরা আল্লাহকে সবার চেয়ে বেশী ভালবাসবো। আল্লাহ আমাদের কাছে চেয়েছেন ভালোবাসা আর আমরা আল্লাহকে দিয়েছি অবহেলা।

" তারপরও (এমন) কিছু (লোক) আছে যারা অন্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে - **তারা তাদের ভালোবাসে যেমনটি তাদের আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত ছিল - কিন্তু প্রকৃত মুমিনরা আল্লাহকে তার চেয়েও বেশি ভালোবাসে**। যদি জালেমরা তাদের জন্য অপেক্ষারত ভয়ানক শাস্তি দেখতে পেত, তবে তারা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারত যে, সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বাপেক্ষা কঠোর শাস্তিদাতা। (সূরা বাকারাঃ ১৬৫)

আরেক দিন তমাল ভাই বললেন, রিফাত যখন আয়নার সামনে দাড়াও তখন তুমি কি দেখতে পাও ?

- আমি ওমর রাঃ কে দেখতে পাই।

শরীফ?

- আমি আলী রাঃ কে দেখতে পাই।

আরাফাত?

- আমি আবু বকর রাঃ কে দেখতে পাই।

তুষার?

- আমি ওসমান (রাঃ) কে দেখতে পাই।

তমাল ভাই বললেন, তোমরা আয়নায় যাদেরকে দেখতে পাও, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের মতই করে দেক।

"আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: **মুমিন হলো মুমিনের আয়না,** আর মুমিন হলো মুমিনের ভাই যে তাকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং (তার) অনুপস্থিতিতে তাকে রক্ষা করে।" (সুনান আবু দাউদ ৪৯১৮)(হাদিসের গ্রেড: হাসান (আল-আলবানী))

যারা ব্যাপারটা বুঝেন নি, তাদের জন্য – ধরুন, মাহফুজ নামের একজন icon মনে করে লিওনার্দো ডি কাপ্রিওকে, তাঁর আয়না হচ্ছে লিওনার্দো ডি কাপ্রিও; তাই সে যখন আয়নার সামনে দাড়ায় তখন সে তার অন্তরে লিওনার্দো ডি কাপ্রিওর কথা চিন্তা করে, তার মত চুল সাজায়, তার মত দাড়ি রাখে। অন্যদিকে যখন একজন বিশ্বাসী আয়নার সামনে দাড়ায় তখন তার অন্তরে ওমরের রাঃ কথা মনে পড়ে। সে তার সাথে ওমরের রাঃ কাজের পার্থক্যগুলো নিয়ে চিন্তা করতে থাকে, তখন সে ওমরের মত হতে চায়। সে নিজেকে সেভাবে সংশোধন করতে শুরু করে।

ওমর রাঃ হচ্ছেন তার আয়না যেখানে সে নিজেকে দেখতে পায়। কিন্তু তখন তার কাছে ওমরের (রাঃ) সাথে তার কাজের পার্থক্যগুলো ধরা পড়তে থাকে ফলে সে নিজেকে সেভাবে সংশোধন করতে উদ্যোগী হয়।

নিজেকে কখনো ক্ষুদ্র ভাববেন না। হীনমন্যতায় ভুগবেন না। যদি আপনি গণতন্ত্রবিহীন, পীরতন্ত্রবিহীন ইসলাম গ্রহন করেন থাকেন এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম প্রচারের কাজ করেন তাহলে আপনি হচ্ছেন এই জমানার আবু বকর, বা ওমর, বা ওসমান, বা খালিদ বিন ওয়ালিদ বা জাফর ইবনে আবু তালিব। যখন আয়নার সামনে দাঁড়াবেন তখন আপনি দেখবেন ওমরকে (রাঃ)। এখানে গুনাহের কিছু নেই, একবার try করে দেখুন, If Allah wills, result will be astonishing। আপনি বর্তমান জমানার আবু জেহেল, আবু লাহাবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন তাহলে নিজেকে আপনার অবশ্যই ওমর, আলী, জাফর ভাবতে হবে। তা না হলে আপনি বর্তমান জমানার আবু জেহেল, আবু লাহাবের সাথে লড়াইয়ে হেরে যাবেন যে। কিন্তু আপনি যে নিজেকে ওমর ভাবেন তা কারো কাছে প্রকাশ করবেন না। আপনার ব্যাবহারেও এই রকম কিছু যেন প্রকাশ না পায়। অহংকার যেন আপনার হৃদয়ে না ঢুকে।

বাংলাদেশের সেনাপ্রধান যদি নিজেকে 'ইদুর' ভাবেন তাহলে তিনি সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিতে পারবেন না, বহিঃ শত্রুর মোকাবিলা করতে পারবেন না। আশা করি, বুঝা গেছে ব্যাপারটা। বাংলাদেশের সেনা কর্মকর্তাদের ভাবতে হবে যে তারা হচ্ছেন, খালিদ বিন ওয়ালিদ রাঃ বা আল-কাকা ইবনে আমর আত-তামিমি (রাঃ)। কিন্তু তাদের অনেকেই আল-কাকা ইবনে আমর আত-তামিমিকে (রাঃ) চিনেন না। তারা অগ্নিপুজা করে নিজেকে খালিদ বিন ওয়ালিদ ভাববেন-ই বা কিভাবে ? তারা নিজেদের মনে করেন টম ক্রুজ। বেইলী রোডে গেলে তাদের অনেককেই রাতের বেলায় সানগ্লাস পরিহিত অবস্থায় পাবেন আপনি। তারা frictional character এর সাথে নিজেকে মিলান, তারা স্বপ্নে বাস করেন।

পিতা-মাতার সম্পত্তিতে নারীর অধিকার আদায়

পিতা-মাতার সম্পত্তিতে নারীর অধিকার আছে। এটা সবাই জানেন আর তা হচ্ছে ছেলে যা পাবে মেয়ে তার অর্ধেক পাবে। **উদাহরণ ১ঃ** কোন লোকের যদি ১ ছেলে ৩ মেয়ে থাকে আর মোট জমি থাকে ৫ বিঘা তাহলে, ইসলামী শরিয়া আইনে মেয়েরা পাবে ১ বিঘা করে আর ছেলে পাবে ২ বিঘা। এই আইনটি বাংলাদেশে বলবত আছে। এই পর্যন্ত আলেমরা ঠিক আছেন। কিন্তু তারা যেখানে ভুল করেছেন সেটাই আমি আলোচনা করবো। আলেমদের মতামত হচ্ছে, ঐ ব্যক্তি চাইলে তার মৃত্যুর আগে সকল সম্পত্তি তার ছেলেকে লিখে দিয়ে যেতে পারবেন বা সম্পদ বণ্টনে আল্লাহ এর আইনের বাহিরে গিয়ে কম-বেশী করতে পারবেন। (হেবার মাধ্যমে এগুলি করা হয়)। এই ক্ষেত্রে মেয়েরা কোন সম্পত্তি পাবে না বা কম পাবে এবং তারা আইনগত কোন পদক্ষেপ নিতে পারবে না। এটাই হচ্ছে বাংলাদেশে মুসলিম পারিবারিক আইন। আলেমদের মতামত হচ্ছে, এটাই নাকি ইসলাম আছে ! এতে কি কি সমস্যা হয় তা আগে বলে নেইঃ

১) সমাজে সম্পদের অসম বণ্টন হয়। ফলে দেখা যায়, ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কেউ বাবার সম্পদ না পেয়ে একদম দরিদ্র হয়ে গেছে আর কেউ বাবার সকল সম্পদ পেয়ে ধনী হয়ে গেছে। এতে সমাজে অসমতা তৈরি হয়। সরকার পড়ে বিপদে - কারণ যারা একদম দরিদ্র হয়ে গেলো তারা তখন সরকারের জন্য বোঝা হয়ে গেলো। সম্পদ একজনের কাছে কুক্ষিগত হয়ে গেলো।

২) মেয়েরা বিয়ের পর বাবার বাড়িতে থাকে না, ফলে ভাইয়েরা বাবার চরম অসুখের সময় বাবার টিপসই নিয়ে সকল সম্পদ নিজেদের নামে নিয়ে নেয় ফলে ঐ লোকের মেয়েরা আর কোন সম্পদ পায় না। এই কাজ অনেক সময় বড় ভাই বা অন্য যে কোন ভাই করে অন্য সকল ভাই-বোনদেরই বাবার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে। ফলে সমাজে সম্পদের অসম বণ্টন হয় এবং দরিদ্র লোকের উদ্ভব হয়।

এখন আমরা দেখব ইসলামে সঠিক নিয়মটি কি?

ইসলামে নিয়ম হচ্ছে, কোন ব্যক্তি তার সম্পদ ওয়ারিশানদের মধ্যে আল্লাহ এর আইন অনুযায়ী বণ্টন ছাড়া অন্য কোন উপায়ে বণ্টন করতে পারবেন না। কেউ চাইলেই তার কোন ছেলেকে বেশী আর অন্য ছেলেকে কম সম্পদ দিতে পারবেন না। কেউ চাইলেই তার মেয়েদের বঞ্চিত করতে পারবেন না। ধরুন, আমাদের উদাহরণে থাকা ঘটনার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি মোট পাঁচ বিঘা জমির মধ্যে সাড়ে তিন বিঘা দিল ছেলেকে আর মেয়েদের দিল আধা বিঘা করে। তাহলে, তার মেয়েরা যদি কাজির/বিচারকের কাছে গিয়ে বিচার দেয় তাহলে কাজি ঐ লোককে ডেকে মেয়েদের ১ বিঘা করে দিতে বাধ্য করবে এবং ছেলেকে ২ বিঘা দিবে।

উদাহরণ ২ঃ এক লোকের ২ ছেলে ২ মেয়ে। তার মোট জমি ১২ বিঘা। এখন ঐ ব্যক্তি যখন অসুস্থ ছিল তখন ছেলেরা সব জমি বাবার থেকে টিপসই বা সাইন নিয়ে নিয়েছে। তারপর ঐ লোক মারা গিয়েছেন। মেয়েরা তো কিছুই পেল না, তারা এখন কি করবে? তারা কাজীর / বিচারকের কাছে গিয়ে বলবে যে, আমার বাবা আমাদের কিছু না দিয়ে সব জমি ২ ভাইকে দিয়ে গেছেন। তখন, বিচারক ঐ লোকের বণ্টন বাতিল করে

দিয়ে আল্লাহ এর আইন অনুযায়ী সম্পদ বণ্টন করে দিবেন। তখন ছেলেরা পাবে ৪ বিঘা করে ৮বিঘা আর মেয়েরা পাবে ২ বিঘা করে ৪ বিঘা।

উদাহরণ ৩ঃ ধরুন, এক লোকের ৩ ছেলে, ১ মেয়ে। জমির পরিমাণ, ৭ বিঘা। কিন্তু অন্য ভাই-বোনরা ছোট থাকায় বড় ভাই চালাকি করে নিজের নামে বাবার সকল সম্পত্তি লিখে নিয়েছে। এখন অন্য ভাই-বোনরা বড় হয়ে দেখে - তাদের বাবার কোন সম্পত্তি তারা পাচ্ছে না। এখন তারা কি করবে? তারা বিচারকের কাছে বিচার দিবে যে, তাদের বাবা তাদেরকে কোন সম্পদ দিয়ে যাননি। তখন বিচারক ঐ ব্যক্তির সম্পদ আল্লাহ এর আইন অনুযায়ী বণ্টন করে দিবে ফলে ছেলেরা ২ বিঘা করে পাবে এবং মেয়ে ১ বিঘা পাবে।

উদাহরন ৪ঃ এক লোকের ২ ছেলে ৩ মেয়ে। সম্পদের পরিমাণ ১৪ বিঘা। এখন ঐ লোক সুস্থ, সবল থাকতেই তার বড় ছেলেকে ৭ বিঘা দিল কারণ বড় ছেলেকে সে বেশী ভালোবাসে আর বাকি সম্পদ অন্য ছেলে-মেয়েদের বণ্টন করে দিল ফলে অন্য ছেলে মেয়েরা কম পেল। এখন ছেলে মেয়েরা কি করবে? তারা বিচারকের কাছে বলবে তাদের বাবা এই কাজ করেছে। বিচারক ঐ ব্যক্তিকে ডেকে আল্লাহ এর অনুযায়ী সম্পদ বণ্টন করে দিবে। এই ব্যাপারে ঐ ব্যক্তির কোন মতামত চলবে না। ওয়ারিশানদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন হবে আল্লাহ এর আইন অনুযায়ী। ঐ ব্যক্তি বলতে পারে যে, এই সম্পদ তো আমার, আমি যাকে ইচ্ছা তাকে দিবো। জি না ভাই। এই সম্পদ আল্লাহ এর যা তিনি আপনাকে কিছুদিন ব্যাবহার করতে দিয়েছিলেন এখন এই সম্পদ আল্লাহ এর আইন অনুযায়ী বণ্টন হবে।

*** একজন ব্যক্তি যেটা করতে পারবেন সেটা হল, তার মোট সম্পদের একটা অংশ ওয়ারিশান নয় – এমন কাউকে দান করতে পারবেন। কিন্তু ওয়ারিশানদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করতে হবে আল্লাহ এর আইন অনুযায়ী। এই বিষয়ে কাউকে কম দিবো, কাউকে বেশী দিবো - তা চলবে না। এই বিষয়টা ইসলামী সরকার বা খলিফা বা মুসলিম শাসক নিশ্চিত করবেন। এই ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির কোন কথা বা ইচ্ছা চলবে না।

*** যেহেতু মানুষ ধোঁকাবাজ। তাহলে এত নিয়ম করার পরও যারা আল্লাহ এর আইন অনুযায়ী ওয়ারিশানদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করতে চান না - তারা দেখা যাবে, মেয়েদের সম্পদ না দিয়ে ছেলের ঘরের নাতিকে কিছু সম্পদ দান করে দিবে - যেহেতু ছেলে জীবিত থাকতে নাতি ওয়ারিশান হয় না - তাই উপহার বা দানের কথা বলে দাদা এই কাজ করতে পারে। যেহেতু এখানে ধোঁকাবাজি করা হচ্ছে সেহেতু বিচারক এই দানকেও বাতিল করে আল্লাহ এর আইন অনুযায়ী ওয়ারিশানদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করে দিবেন।

*** পিতা-মাতা নিত্য দিনের খরচ দেয়ার ক্ষেত্রে কম -বেশী করতে পারবেন। যেমনঃ কোন লোকের ২ ছেলে। বড় ছেলে মাসে আয় করে মাসে ১ লাখ টাকা, ছোট ছেলে আয় করে মাসে ১৫ হাজার টাকা। এখন পিতা চাইলে তার উপার্জন হতে প্রতি মাসে ২০ হাজার টাকা ছোট ছেলেকে দিতে পারবেন। কিন্তু স্থাবর বা অস্থাবর সম্পদ দিতে চাইলে উভয় ছেলেকেই ওয়ারিশান বণ্টন আইন অনুযায়ী বণ্টন করে দিতে হবে। যদি কোন পিতা চালাকি করে যে, জমি বিক্রি করে সেই টাকা বড় ছেলেকে দিয়ে দিতে চায় তাহলেও তিনি এটা

করতে পারবেন না। এক্ষেত্রে তাকে ইসলামী শরিয়ার ওয়ারিশান বণ্টন আইন অনুসরণ করতে হবে। বিচারক তাকে এই ক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়ার ওয়ারিশান বণ্টন আইন মানতে বাধ্য করবেন।
*** এই সকল মামলা ২ সপ্তাহের বেশী চলার কথা নয়।

এতে কি লাভ হবে? সম্পদ সমাজে কারো কাছে কুক্ষিগত হবে না ফলে সমাজে চরম গরীব, চরম ধনীর উদ্ভব হবে না। সবার মধ্যে সমতা থাকবে। সম্পদের সঞ্চালন হবে। ছেলেদের মন খারাপ করার কিছু নাই কারণ আপনার বোন আপনার বাবার সম্পত্তি নিয়ে তার সংসারে চলে যাবে কিন্তু আপনার স্ত্রীও তো তার বাবার সম্পদ নিয়ে আপনার সংসারে আসবে। এর মাধ্যমে মেয়েদের সমাজে সম্মান বাড়বে। নিজের নামে সম্পদ না থাকলে কেউই সম্মান করে না। স্বামীর বাড়ি বা যে কোন জায়গায় নিজের নামে সম্পদ থাকলে মেয়েরা সম্মান পাবে, তাদেরকে আর কেউ অসম্মান করতে পারবে না। কোন ছেলে তার ভাইয়ের বা বোনের সম্পদ মেরে খেতে পারবে না।

আলেম নামের মূর্খদের কারণে বাংলাদেশের নারীরা বঞ্চিত হচ্ছে, সমাজে অসমতা হচ্ছে।

আমি উপরে যত নিয়মের কথা বলেছি তার জন্য আমার প্রমাণ হচ্ছেঃ
নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তার পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এলেন এবং বললেন, আমি আমার এই পুত্রকে একটি ক্রীতদাস দান করেছি। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সব পুত্রকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ? তিনি বললেন, না; তিনি (সাঃ) বললেন, তবে তুমি তা ফিরিয়ে নাও। (২৫৮৭, ২৬৫০, মুসলিম ২৪/৩ হাঃ ১৬২৩, আহমাদ ১৮৩৮৬)

*** ধরুন, এক ব্যক্তির ২ ছেলে। ২ ছেলেকেই তিনি বিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেক ছেলের ২ জন করে ছেলে আছে। ঐ ব্যক্তি জীবিত থাকতেই তার এক ছেলে মারা গেলো তাহলে ঐ ছেলের সন্তানরা কি দাদার কাছ থেকে তাদের বাবার অংশ পাবে? এই ব্যাপারে কোরআন, হাদিসে সরাসরি কিছু পাওয়া যায় না। এখন সৌদি আরবের বিখ্যাত আলেমরা বলেছেন যে, পাবে না!!! তাদের যুক্তি হচ্ছে - কোন ব্যক্তির ওয়ারিশান হচ্ছেন তার সন্তানরা, তার নাতি- নাতনী ঐ ব্যক্তির ওয়ারিশান নন। তাদের যুক্তি শুনতে ভালো মনে হলেও তাদের যুক্তি ভুল। ইসলাম সমতার কথা বলে, সেখানে বাবা দাদার আগে মারা যাওয়াতে মৃত ব্যক্তির সন্তানরা বাবার অংশ পাবে না - তাহলে তাদের কি হবে? তারা ফকির হবে? ভিক্ষুক হবে? এটা কোন সমাধান হল? তাহলে তো সমাজে আবার অসমতা তৈরি হবে। আমার মতামত হচ্ছে বাবা দাদার যে অংশ ওয়ারিশান হিসেবে পেতেন তা এখন ঐ মৃত ব্যক্তির সন্তানরা পাবে। আমার মতামতের পক্ষে প্রমাণ নিম্নরুপঃ

সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আমি অসুস্থ থাকাকালীন নবী (সাঃ) মক্কায় আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। আমি বললাম, "আমার কাছে সম্পত্তি আছে; আমি কি আমার সমস্ত সম্পত্তি আল্লাহর পথে অসিয়ত করে

দিতে পারি?" তিনি বললেন, "না।" আমি বললাম, " অর্ধেক?" তিনি বললেন, "না।" আমি বললাম, " এক তৃতীয়াংশ?" তিনি বললেন, "এক তৃতীয়াংশ (ঠিক আছে), তবুও এটা অনেক বেশি, **কারণ তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের ধনী রেখে যাও, তাদেরকে দরিদ্র রেখে অন্যদের কাছে ভিক্ষা করতে না দিয়ে।** (সহীহ আল-বুখারী ৫৩৫৪)

নাতী - নাতনীরা নিশ্চিতভাবেই দাদার উত্তরাধিকার। তাহলে, তাদের কোন সম্পদ না দিয়ে তাদেরকে ভিক্ষা করার অবস্থায় রেখে যাওয়া যাবে না। আশা করি, ব্যাপারটা বুঝা গেছে।

দাজ্জালের বাহিনীর সাথে আমার সাক্ষাত

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। আমি দরজা খুলতেই দেখি এক ভদ্রলোক।

- ভালো আছেন?

আমিতো অবাক, গ্রেফতার করতে আসছে, আবার ভালো আছেন - জিজ্ঞেস করছে কেন? নতুন কোন টেকনিক হয়তো।

- আপনার সাথে কথা আছে নিচে আসেন।

- আমি বললাম, ফ্যামিলির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেই।

- দরকার নাই। লোকটি তাড়া দিচ্ছে।

আমাদের বিদায় নেয়াই থাকে। তাই বললাম, চলুন।

সিঁড়িতে কোন কথা হল না। বলা বাহুল্য নয় – আমি তখন আমার চাচার বাসায় ছিলাম। আমার থাকার ঠিক নাই।

আমি একটু অবাক, লোকটি একা এসেছে। উনি আমার পূর্ব পরিচিত। উনি আমাকে গুম ঘরে নিয়মিত পিটাতেন।

- চলুন কোন রেস্টুরেন্টে বসি।

- আমি অবাক হলেও বললাম, আচ্ছা।

রেস্তুরেনটে বসে লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন?

- ভালো

- আসলে আমি এসেছিলাম, আপনার খোঁজ-খবর নিতে।

- আমি হেসে বললাম, আপনারা তো সব সময়-ই আমাদের খোঁজ- খবর রাখেন।

- আচ্ছা….. আপনার সাথে আগে অনেক খারাপ ব্যাবহার করেছি, সে জন্য আমি sorry, কোন দাবী রাখবেন না। কোন বদ-দুয়া করবেন না।

- আপনি কি সৌজন্য সাক্ষাত করতে এসেছেন না এই চিন্তা থেকে এসেছেন যে, আমি আপনাকে বদ-দুয়া দিয়ে আপনার জান্নাতে যাওয়ায় বাধা হয়ে দাঁড়াবো?

লোকটি একটু বিরক্ত হয়ে বলল, দুটোই।

- যদি আপনি এমনি দেখা করতে এসে থাকেন তাহলে, শর্মা খান, কফি খান, তারপর চলে যান। আর যদি দাবী ছাড়াতে এসে থাকেন তাহলে আমাকে ইসলামে যে নিয়ম আছে সেই নিয়মের কথা বলতে হবে। আর ইসলামে যে নিয়মের কথা বলা আছে তা শোনার পর আপনি চেয়ার থেকে উঠে বাসায় যেতে পারবেন না।

- লোকটি চোখ লাল করে বলল, আপনি জানেন, আমি কে - আমি আর্মির মেজর। রেবে আমরা প্রেষণে যাই। সারা বাংলাদেশ আমাদের হাতে। মন্ত্রী, এমপিরা আমাদের আব্বা ডাকে, আব্বা। আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?

- আমি মানুষকে আল্লাহ এর ভয় দেখাই। কোরআন – হাদিসে আপনাদের ব্যাপারে যা বলা আছে তা শুনলে আপনি মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারেন – যদি আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেন। অবশ্যই আপনি বাসায় গিয়ে আমার কথাগুলো কোরআন- হাদিসের সাথে মিলিয়ে নিতে পারবেন।

- আচ্ছা, বলুন।

- আগে কিছু খাই, খেতে খেতে কথা বলি।

- that's fine.

- আপনি চাচ্ছেন আমি যেন দাবী ছেড়ে দেই। এই ক্ষেত্রে ইসলামে নিয়ম হচ্ছে, আপনি আমাকে বলবেন যে, "আপনি প্রতিশোধ গ্রহন করুন অথবা দাবী ছেড়ে দিন"। তখন আমি কি করবো - সেই ডিসিশন আমি নিবো।

- আপনার সাহস তো অনেক দেখছি। আমি চাইলে, আপনাকে এখন ধরে নিয়ে আবার পিটাতে পারি।

- আমার সাহস খুবই কম, প্রায় নাই বললেই চলে। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে আমি মিথ্যা কথা বলতে পারব না। আমি কথা শুনাতে আপনার কাছে যাইনি। আপনার ইসলামের কথা শুনতে ইচ্ছা না হলে, কফি খেয়ে চলে যাই।

- না, বলুন।

- আপনার জন্য আমি বদ-দুয়া নয় – যদি আমি আপনার জন্য দুয়া করি, সারা পৃথিবীর সকল মানুষ আপনার জন্য দুয়া করে, মুহাম্মাদ সাঃ আপনার জন্য অসংখ্যবার (*) দুয়া করেন তবু আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন না।

(*) সূরা তওবাঃ৮০; সত্তুর বার বলতে আরব সমাজে তখন অসংখ্য বুঝানো হত।

- আমি আপনাদের পিটিয়ে এত বড় কি অপরাধ করলাম যে, আল্লাহ এর রসূল সাঃ আমার জন্য মাপ চাইলেও আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন না?

- সেটাই তো প্রশ্ন। একটা হাদিস সংক্ষেপে নিজের ভাষায় বলিঃ

হাদিসটি ইবনে শিহাব বর্ণনা করেছেন। এটি হচ্ছে কাব বিন মালিকের (রাঃ) তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহন না করা বিষয়ক একটি হাদিস। কাব বিন মালিক, আকাবার বায়াতে অংশগ্রহণকারী এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবী। তিনি এবং আরও কিছু লোক তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহন করেন নি।

যুদ্ধ শেষে মুহাম্মাদ সাঃ ফিরে এলে যারা যুদ্ধে যায়নি তারা (মুনাফিকরা) বিভিন্ন অজুহাত পেশ করল। আল্লাহ এর রসূল সাঃ তাদের বায়াত নিলেন এবং তাদের জন্য আল্লাহ কাছে দুয়া করলেন। কিন্তু কাব বিন মালিকসহ আরও ২ জন কোন অজুহাত পেশ করেন নি। উনারা বলেন যে, উনারা কোন কারণ ছাড়াই যুদ্ধে অংশগ্রহন করেন নি। আল্লাহ এর রসূল সাঃ তাদের ৩ জনের ব্যাপারে আল্লাহ এর ফয়সালার জন্য অপেক্ষা করতে বলেন এবং অন্য সকল সাহাবীদের বলে দেন তারা যেন এই তিন জনের সাথে কোন কথা না বলেন এবং সালামের উত্তরও না দেন। কিছুদিন পর আল্লাহ এর রসূল সাঃ তাদের স্ত্রীদেরকে তাদের থেকে আলাদা থাকতে বলেন। এর মধ্যে একজন সাহাবী বৃদ্ধ ছিলেন, উনার স্ত্রী নবীর কাছে এসে বলেন যে, উনার স্বামী এত বৃদ্ধ যে উনি চলে গেলে উনার স্বামীকে দেখার কেউ থাকবে না। তখন নবী ঐ সাহাবীর স্ত্রীকে বলেন যে, সেবা করতে পারো কিন্তু কাছে যাবে না। এই মহিলার স্বামী নবীর আদেশ শোনার পর থেকে দিন-রাত শুধু কাঁদছিলেন। এভাবে ৫০ দিন চলার পর আল্লাহ কোরআনে আয়াত নাযিল করে উক্ত তিন জনের তওবা কবুল করার বিষয়টি জানিয়ে দেন। অন্যদিকে আল্লাহ এর রসূল সাঃ যাদের বায়াত নিয়েছিলেন , যাদের জন্য দুয়া করেছিলেন তাদেরকে আল্লাহ শাস্তি দেয়ার বিষয়টি জানিয়ে দেন। ওরা ছিল মুনাফিক। (তথ্য সুত্রঃ সাহিহ মুসলিম ২৭৬৯ক,খ)

এই হল আকাবার বায়াতে অংশগ্রহনকারী, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবীর তওবা কবুলের ঘটনা যার অপরাধ ছিল – তিনি একটি যুদ্ধে অংশগ্রহন করেন নি। তাহলে যে সকল 'মুসলিম' ইসলাম প্রতিষ্ঠায় বাধা দেয়, ইসলাম প্রচারের কারণে আমাদের ধরে মেরে অজ্ঞান করে দেয়, ইলেকট্রিক শক দেয়, জেল দেয়, তাদের কি হবে?

- লোকটি একটু নীরব হয়ে গেছে। কিন্তু আপনারা তো বলেন যে গনতন্ত্র শিরক অন্যদিকে জামাতে ইসলামী, শায়েখ আহমদুল্লাহ, আব্দুল মালেকসহ হাজার হাজার আলেম বলে যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাবে। এজন্যই তো আমরা আপনাদের চরমপন্থী, মৌলবাদী মনে করি - গ্রেফতার করি, মারি।

- কিয়ামতের দিন আমরা আল্লাহ এর কাছে আপনাদের ব্যাপারে অভিযোগ করবো যে, "হে আল্লাহ এই লোকগুলি ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম প্রচার করতে গেলে আমাদের ধরে মারত, জেল দিত, গুম করত, ইলেকট্রিক শক দিত"। তখন আপনারা বলবেন যে, "হে আল্লাহ, আমাদের সমাজের আলেমরা বলত যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় কাজ করা যাবে ফলে আমরা ভাবতাম এই ছেলেরা চরমপন্থি, মৌলবাদী তাই ভুল করে এদেরকে মেরেছি।" তখন আহমদুল্লাহ, আব্দুল মালেক, জামাতের আমীর, শিবিরের নেতারা সহ হাজার হাজার আলেম যারা এই কথা বলত যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় কাজ করা যাবে তাদেরকে নিয়ে আসা হবে। মুহাম্মাদ (সাঃ) ও সাক্ষী হিসেবে থাকবেন। তখন মুহাম্মাদ সাঃ যদি প্রশ্ন করেন এই আলেমদেরকে যে, গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা আমি কোথায় বলেছি? তখন এই সকল আলেমরা কি বলবে? মুহাম্মাদ সাঃ যদি বলেন, 'তোমাদের কারণে আমার অনুসারী যারা

দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করত তারা নির্যাতিত হয়েছে' - তখন এই সকল আলেম, জামাতের আমীর কি উত্তর দিবে?

(পাঠক, আল্লাহ চাইলে, কিয়ামতের দিন আপনারা থাকবেন, আমিও থাকব। আল্লাহ চাইলে, সেদিন এমন কিছুই হবে, সেদিন আমার কথাগুলো মিলিয়ে নিবেন। আমি যা বলছি পূর্ণ দায়িত্ব সহকারেই বলছি)

আল্লাহ এই সকল আলেমদের যদি প্রশ্ন করেন যে, আমি কোরআনে কোথায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলেছি? আমি তো দাওয়াত এবং জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে বলেছি।

তখন আলেমরা যদি বলে যে, 'আমরা ইশতিহাদ করেছিলাম কিন্তু আমাদের ইশতিহাদ ভুল ছিল'।

তখন যদি তাদের বলা হয় যে, 'তোমাদের কাছে কি বার্তা পৌঁছেছিল না যে, গণতন্ত্র শিরক, কুফর তারপরও তোমরা কেন শিরক, কুফরের উপর অটল থাকলে' ? (***)

(***)("ক্রোধে আক্রোশে জাহান্নাম ফেটে পড়ার উপক্রম হবে। যখনই কোন দলকে তাতে ফেলা হবে তখন তার রক্ষীরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, 'তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি?'(৮)তারা জবাব দিবে, 'হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল, কিন্তু আমরা তাদেরকে অস্বীকার করেছিলাম আর আমরা বলেছিলাম, 'আল্লাহ কোন কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরা তো ঘোর বিভ্রান্তিতে পড়ে আছ।'(৯)তারা আরো বলবে, 'আমরা যদি (তাদের কথা) শুনতাম এবং চিন্তা করতাম তাহলে আমরা (আজকে) জ্বলন্ত আগুনের বাসিন্দাদের মধ্যে শামিল হতাম না।"(১০) (সূরা মূলকঃ ৮-১০) আজকে ঐ জাহান্নামীদের মত একই কথা বলেছেন শিবিরের বর্তমান সভাপতি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম, তিনি তাঁর এক বক্তব্যে বলেছেন, "গণতন্ত্র হারাম এই কথা কোরআন – হাদিসে নাই" তাঁর এই কথার সাথে সুরায় বর্ণিত জাহান্নামীদের এই কথা মিলিয়ে নিন "আল্লাহ কোন কিছুই অবতীর্ণ করেন নি')

তখন এই সকল আলেম কি জবাব দেবে ?

রেবের কর্মকর্তা মেজর তখন বললেন, দেখেন, আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি।

- আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করেছেন যে - তিনি আপনার এক ওয়াক্ত নামাযও কবুল করেন নি। যদি আল্লাহ আপনার এক ওয়াক্ত নামাজও গ্রহন করতেন তাহলে, আপনি সুস্থ- স্বাভাবিক থাকতে পারতেন না।

- আপনি জানলেন কিভাবে যে আল্লাহ আমার এক ওয়াক্ত নামাজও কবুল করেন নি?

- নামাযে আপনি সূরা ফাতিহা পড়েছেন, আর সূরা ফাতিহায় একটি আয়াত আছেঃ 'আর রাহমানীর রাহিম'। 'রাহিম' আল্লাহ এর একটি নাম। রাহিম শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে " যিনি মজলুমের পক্ষ নিয়ে জালিমকে শাস্তি দেন বা জালিমের উপর প্রতিশোধ নেন"। এটা হচ্ছে ঐ মজলুমের জন্য আল্লাহ এর রহমত। আল্লাহ এর কাছে আপনি যতবার সূরা ফাতিহা পড়েছেন ততবার আপনি আল্লাহ এর কাছে এই দুয়াই করেছেন যে, "আমি জালিম, সুতরাং, মজলুমের পক্ষ নিয়ে আমাকে শাস্তি দিন, আমার উপর প্রতিশোধ গ্রহন করুন"। কিন্তু আল্লাহ এখনো আপনার এই দুয়া কবুল করেন নি, যদি তিনি তা করতেন তাহলে আপনি সুস্থ স্বাভাবিক থাকতে পারতেন না। যেহেতু আল্লাহ আপনার সূরা ফাতিহা পড়া কবুল করেন নি সুতরাং আল্লাহ আপনার নামাজও কবুল করেন নি।

আল্লাহ কোরআনে বলেছেন যে, আল্লাহ অবিশ্বাসীদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছেন (সূরা বাকারা-১৯)। এখন বুঝতে পারছেন - আল্লাহ কিভাবে আপনাদের ঘিরে রেখেছেন?

অন্য কোন কিতাবে আল্লাহ সূরা ফাতিহার সমকক্ষ কোন সূরা নাযিল করেন নি এবং কোরআনেও সূরা ফাতিহার সমতুল্য অন্য কোন সূরা নেই। সূরা ফাতিহা হচ্ছে 'উম্মুল কোরআন' (কোরআনের মা) (তিরমিজিঃ২৮৭৫)। সূরা ফাতিহার মত এত তাৎপর্যপূর্ণ দুয়া কোরআনে আর আছে বলে আমার জানা নেই। সেই সূরা ফাতিহা পড়েও আপনি আল্লাহ এর কাছে শাস্তিই চাচ্ছেন। এরপর আর কোন দুয়া করলে আপনি আল্লাহ এর কাছে ক্ষমা পাবেন – আমার জানা নেই। এভাবেই আল্লাহ আপনাদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছেন – আমাদের পিটিয়ে, জেল দিয়ে, হত্যা করে, ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আবার জান্নাতে চলে যাবেন – সেই সুযোগ নেই। দুনিয়ায় থাকতেই আল্লাহ আপনাদের দিকে ফিরেও তাকান না। আপনি চাইলেও, আল্লাহ এর কাছে আর রহমত চেয়ে দুয়া করতে পারবেন না কারণ যখন-ই আপনি আল্লাহকে 'রাহিম' নামে ডাকবেন তখন-ই আপনি আল্লাহকে বলছেন যে, 'হে আল্লাহ আমি জালিম, আমার উপর মজলুমের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহন করুন'। এই অবস্থায়, আল্লাহ এর কাছে শাস্তি চাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় - আল্লাহ আপনার জন্য রাখেন নি। আল্লাহ কত কৌশলী চিন্তা করে দেখুন – তারপরও আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার বা আল্লাহ এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস আপনারা পান কিভাবে?

এ তো গেলো, আমাদের অধিকারের ব্যাপার। এরপর মুহাম্মাদ সাঃ এর প্রচারিত দীন ইসলামকে আপনি দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করতে বাধা দিয়েছেন। এর শাস্তি কি হবে - চিন্তা করতেই তো আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এরপর আসবে আল্লাহ এর অধিকার। আপনি আল্লাহ এর দেয়া দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠায় বাধা দিয়ে - আল্লাহ এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে - আল্লাহকে আপনার প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রহন করেছেন – এখন আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন কিভাবে - আপনিই চিন্তা করে দেখুন। আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করতে চান কিন্তু আপনি আল্লাহ এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান – এখন আপনাকে ধ্বংস করা ছাড়া আল্লাহ এর আর কি করার আছে?

লোকটি একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেলো, একদম স্তব্ধ। তাহলে, আমার কি ক্ষমা পাবার কোন উপায় নেই?

- আছে। কিন্তু আমার কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না। ভালো হয়, আপনি নিজে বুঝে বুঝে কোরআন পড়ুন, হাদিস পড়ুন এবং আপনার ব্যাপারে আল্লাহ কোথায়, কি বলেছেন সেটা খুঁজে বের করুন এবং আল্লাহ এর নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করুন। এটাই শ্রেয়। এতে আপনি পরিপূর্ণ বিশ্বাস পাবেন।

- আপনি বলে দিন। অত লেখাপড়ার সময় আমার নাই।

- আমার কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না।

- না, বিশ্বাস করবো।

- আপনার মুক্তির উপায় হচ্ছে, আপনাকে আমরা - মুহাম্মাদ সাঃ এর – যেই ইসলাম গ্রহন করেছি সেই ইসলাম গ্রহন করতে হবে। আপনাকে ঘোষণা দিতে হবে যে, গণতন্ত্র শিরক, ইসলামে গণতন্ত্র নাই, ইসলামিক গনতন্ত্র বলে কিছু নাই, পীরতন্ত্র শিরক। তারপর ইসলাম প্রতিষ্ঠায় আমরা মুহাম্মাদ সাঃ এর দেখানো পদ্ধতিতে যেভাবে কাজ করি সেভাবে কাজ করতে হবে। ফলে আপনাকে আপনার সহকর্মীরা গ্রেফতার করবে, তারা আপনাকে গ্রেফতার করে - আপনি আমাদের উপর যেভাবে নির্যাতন করেছেন – সেভাবে নির্যাতন করতে পারে। আশা করা যায়, তখন আল্লাহ আপনাকে মাপ করে দিবেন।

- আপনি আমাকে আপনাদের দলে ঢুকাতে চাচ্ছেন?
- আমার কোনো দরকার নাই। আপনি রাস্তা চেয়েছেন, আমি আপনাকে রাস্তা বলে দিয়েছি। আমার দায়িত্ব শেষ, আপনি কি করবেন – সেটা আপনার ব্যাপার। আর আমি একা। আমি কখনো কোন সংগঠনে যুক্ত ছিলাম না -ভবিষ্যতেও কোন সংগঠনে যুক্ত হবার কোন ইচ্ছা আমার নেই।
- কিন্তু আমি যে অনেক মানুষের উপর জুলুম করেছি তার কি হবে?
- সেগুলো আল্লাহ দেখবেন। আল্লাহ মাপ করে দিলে কারো কিছু করার নেই। এই ব্যাপারে আরও অনেক বড় আলোচনা আছে। আপনি কি সময় দিতে পারবেন?
- না, আমার অফিসে যেতে হবে। আপনাকে আমি শতভাগ বিশ্বাস করতে পারছি না - আমার প্রতি আপনার ক্ষোভ আছে - তাই এত কঠিন কথা বলেছেন। হুযুররা বলে যে, অন্যায় করলে দাবী ছাড়িয়ে নিতে হবে, অপরাধের জন্য লজ্জা (অনুশোচনা) পেতে হবে, আল্লাহ এর কাছে মাপ চাইতে হবে - এই হচ্ছে তওবা।
- এত পেঁচিয়ে ওরা মানুষকে তওবা বুঝায়! তওবা হচ্ছে ফিরে আসা। আপনি আল্লাহ এর দীন ইসলামকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হতে বাধা দিয়ে নিজেকে আল্লাহ এর প্রতিপক্ষ হিসেবে দাড় করিয়েছেন এখন আপনি আবার ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে আল্লাহ এর দলে যোগদান করলে যখন দাজ্জালের বাহিনী আপনাকে মারবে, জেল দিবে, মামলা দিবে তখন আল্লাহ আপনাকে এমনি-ই মাপ করে দিবেন, আল্লাহ এর কাছে আপনার মাপ চাওয়াও লাগবে না।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ
আল্লাহ হাসেন সেই দুই ব্যক্তিকে দেখে যাদের উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে (যদিও) তাদের একজন অপরজনকে হত্যা করেছিল। তারা বললঃ আল্লাহর রাসূল সাঃ, এটা কিভাবে সম্ভব? তিনি বললেনঃ তাদের একজন সর্বশক্তিমান ও মহান আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং শহীদ হয়। অতঃপর আল্লাহ সেই হত্যাকারীর প্রতি রহম করেন ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করে, সর্বশক্তিমান ও মহান আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। (সহীহ মুসলিম ১৮৯০ক)

সাধারণ গুনাহের তওবা সহজ। যেমনঃ আপনি মদ পান করেন। আল্লাহকে ভয় পেয়ে বা ভালোবেসে আপনি মদ খাওয়া ছেড়ে দিলেন – আপনার অতীত জীবনের সকল মদ পানের গুনাহ আল্লাহ মাপ করে দিবেন এবং

সেই জায়গাগুলোতে ভালো কাজ লিখে দিবেন। তওবা কেমন হতে হবে তা নির্ভর করে কি ধরণের গুনাহ করা হয়েছে তার উপর। সব গুনাহের তওবার পদ্ধতি একই রকম নয়।

কি ব্যাপার - লোকটা পাশের টেবিলে তাকিয়ে চোখ টিপ দিচ্ছে কেন?……… সাদা পোশাকে ৪ জন রেবের লোক আগেই যে পাশের টেবিলে ছিল – আমি বুঝতে পারিনি।

- তোর সাহস কত বড় – তুই আর্মির মেজরের সমানে সমান কথা বলিস, বেয়াদবী করিস, তাড়াতাড়ি হাট। আর্মি কি জিনিস, মেজর কাকে বলে - আজকে তুই বুঝতে পারবি।

আমাকে গাড়িতে তুলে ফেলা হল, যমটুপী পড়াল – মাথা থেকে গলা পর্যন্ত কালো কাপড়ে ঢাকা।

উৎসুক জনতার ভিড়, কয়েকজন সাংবাদিকও চলে আসছে। কেউ কেউ বলছে, স্যার চেহারাটা একটু দেখি, একটু।

মেজর সাহেব বললেন, জ* দেখবি? এই দেখ।

- ওরে বাবা, আমার ডর লাগতেসে বলে একটি শিশু তার বাবার পিছনে লুকাল।

বাচ্চাটার কথা শুনে ও তাঁর বাবার পিছনে লুকানো দেখে লজ্জায়, কষ্টে আমার চোখ ভিজে গেছে।

সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করছে, এই তোর নাম কি? বাড়ি কোথায়? কি করিস?

*** আমার সাহস বলতে কিছুই নেই। আমি খুবই ভীতু একজন মানুষ কিন্তু আমি দেখেছি, রাস্তায় প্যালেস্টাইনের নারীর বুরখাসহ জামা এক টানে ছিঁড়ে ফেলেছে ইসরায়েলী আর্মি ফলে কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত মহিলাটি পুরো উলঙ্গ হয়ে যায়। আমি দেখেছি, রাখাইনের শিশুরা থালা হাতে একটু খাবারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। আমি দেখেছি, ভারতে মুসলিমদের মসজিদ, বাড়িঘর বুলডোজার দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি দেখেছি, আমার এলাকার দরিদ্র মেয়েকে ১০-১২ জন ধর্ষণ করে হত্যা করেছে এবং ধর্ষণকারীরা প্রভাবশালী হওয়ায় তাদের কেউ কিছু বলছে না। আমি পত্রিকায় পড়েছি ওসি প্রদীপ মেজর সিনহাকে হত্যার আগে ৩০ জনের বেশী নারীকে থানায় নিয়ে ধর্ষণ করেছে। আমি শুনেছি রেবের লোকেরা আমাদের বোনদের দিনের পর দিন আটকে রেখে ধর্ষণ করেছে। থানাগুলো এক একটি ধর্ষণালয় হয়ে গেছে। সরকারী চাকরিজীবীরা সরকারী লাইসেন্স প্রাপ্ত সন্ত্রাসী (ঘুষখোর) হয়ে গেছে। এখন তো আর চুপ থাকা যায় না। আগে চিন্তা করতাম, আমি মারা গেলে জান্নাতে যাবো না - জাহান্নামে? এখন এ নিয়ে কোন চিন্তা মাথায় আসে না। আমি শুধু জানি, আমাকে ছুটতে হবে এবং ছুটতে হবে… তারপর? ছুটতে হবে এবং আরও ছুটতে হবে কারণ পৃথিবীতে আমার কোন গন্তব্য নেই, আমার গন্তব্য আল্লাহ এর কাছে। উনার কাছে যাবার কোন পথ তুমি কি জানো? না, জানি না তবে আমি এটা জানি যে, আল্লাহই আমাকে নিজের কাছে নিয়ে যাবেন।

আপনি কি যুদ্ধের মুভিতে কখনো দেখেছেন - কামানের গোলা, গুলির ভয়ে ঘোড়া পিছন দিকে পালিয়েছে? আরোহী তাকে যেদিকে ছোটায় সে সেদিকেই ছুটে। কামানের গোলা আর গুলির দিকে ঘোড়াগুলো ছুটতে

থাকে যদিও সে দেখে যে তাঁর ডানে-বায়ে, সামনে- পিছনে কামানের গোলা পড়ছে এবং তাঁর সঙ্গী অনেকগুলো ঘোড়া আহত বা নিহত হয়েছে।

"শপথ সেই (ঘোড়া) গুলোর যারা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়, অতঃপর যারা খুর দিয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়, যারা অভিযান করে প্রভাতকালে, ধুলোর মেঘ উস্কে দিয়ে এবং শত্রু লাইনের হৃদয়ে প্রবেশ করে! নিশ্চয়ই মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে সে নিজেই সাক্ষী"। (সূরা আদিয়াতঃ ১-৭)

হে আল্লাহ, আমাকে তুমি সূরা আদিয়াতের ঘোড়া হিসেবে কবুল করে নাও যে শুধু সামনের দিকে ছুটতে থাকে, সে বুঝে না যে - তাঁর দিকে কামানের গোলা ছুটে আসছে বা গুলি। এই ব্যাপারগুলো বুঝার অনুভূতিই তাকে দেয়া হয়নি বা এই ব্যাপারে তার কোন জ্ঞান নেই। তাকে কেবলমাত্র এতটুকু জ্ঞান-ই দেয়া হয়েছে যে - তাকে সামনের দিকে ছুটতে হবে এবং ছুটতে হবে ...

জাসসাসা কারা?

ফাতিমা বিনতে কাইস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন এক সময় মিম্বারে উঠে হাসতে হাসতে বললেনঃ আমাকে 'তামীম আদ-দারী একটি খবর শুনিয়েছে। আমি তাতে সন্তুষ্ট হয়েছি এবং আমি তোমাদেরকেও তা শুনাতে পছন্দ করি।

কোন একদিন ফিলিস্তনের কয়েকজন লোক নৌযানে চড়ে সমুদ্র বিহারে যাত্রা করেছিল। হঠাৎ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে তারা দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং এক অচেনা দ্বীপে এসে পড়ে। **তারা সে জায়গাতে এক বিচিত্র ধরনের প্রাণীর সন্ধান পায়, যার চুলগুলো ছিল চারদিকে ছড়ানো।** তারা প্রশ্ন করল, তুমি কে? সে উত্তর দিল, আমি **জাসসাসা**। তারা বলল, তুমি আমাদেরকে কিছু অনুসন্ধান দাও। **সে বলল, আমি তোমাদের কিছু বলব না এবং তোমাদের নিকট কিছু জানতেও চাইব না, বরং তোমরা এ জনপদের শেষ সীমানায় যাও। সে স্থানে এমন একজন লোক (দাজ্জাল) আছে যে তোমাদেরকে কিছু বলবে এবং তোমাদের নিকট কিছু জানার ইচ্ছা করবে।**………………… (সুনান তিরমিজি - ২২৫৩)

সাহিহ মুসলিমের ২৯৪২ক হাদিসে জাসসাসা সম্পর্কে জানা যায় যে, জাসসাসার শরীরে এত লোম ছিল যে তাঁর মুখ থেকে তাঁর পশ্চাৎদেশ (back) আলাদা করে বুঝা যাচ্ছিল না। সে তামিম আদ দাড়ি রাঃ কে দাজ্জালের খবর দিয়েছিল। জাসসাসার কথা অনুসরণ করে সাহাবীরা (মুসলিমরা) দাজ্জালের কাছে পৌঁছে যায়। জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকেরা নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন, জাসসাসা কারা?

যেহেতু দাজ্জাল আবির্ভূত হয়ে গেছে। সেহেতু দাজ্জালের খবর মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য দাজ্জালের জাসসাসাকে লাগবে। জাসসাসা মানুষকে (মুসলিমদেরকে) দাজ্জালের কথা পৌঁছে দেবে, তাঁর

কাছে যাবার পথ বলে দেবে এবং মানুষ জাসসাসার কথা অনুসরণ করে দাজ্জালের কাছে পৌঁছে যাবে আর এই 'জাসসাসা' হচ্ছে 'সাংবাদিক'।

হাদিসে বলা হয়েছে, "**তারা সে জায়গাতে এক বিচিত্র ধরনের প্রাণীর সন্ধান পায়"।** জাসসাসা সাহাবীদের কাছে বিচিত্র প্রাণী কারণ তখনো সাংবাদিক নামে কোন পেশা ছিল না, কোন পেপার, পত্রিকা তখন বের হত না। তাই সেই সময়ে সাহাবীদের কাছে জাসসাসা ছিল বিচিত্র প্রাণী কিন্তু আমাদের কাছে জাসসাসা কোন বিচিত্র প্রাণী নয়। আমরা তাদের চিনি।

সে (জাসসাসা) বলল, আমি তোমাদের কিছু বলব না এবং তোমাদের নিকট কিছু জানতেও চাইব না,

'আমি তোমাদের কিছু বলব না'- যারা সাংবাদিক তারা জানেন, সাংবাদিকতার মুলনীতি হচ্ছে একজন সাংবাদিক কোন ঘটনার বিষয়ে তার মতামত দিবে না - সে শুধু কি ঘটেছে, কি হয়েছে তা প্রকাশ করবে অর্থাৎ খবর দিবে। অর্থাৎ সে তোমাদের কিছু বলবে না - শুধু কি হয়েছে, কি ঘটেছে তাই খবর দিবে।

তোমাদের নিকট কিছু জানতেও চাইব না - বর্তমানে সাংবাদিকরা আমাদের কোন কথা পত্রিকায় প্রচার করে না। আমাদের কেন দাজ্জালের বাহিনী গ্রেফতার করেছে, আমরা কি চাই, আমাদের মতাদর্শ কি – সে ব্যাপারে কোন কথা পত্রিকায় তারা প্রকাশ করে না। তারা আমাদের কাছে কোন কিছু জানতে চায় না যে - কেন তোমরা গণতন্ত্রকে শিরক বল? কেন তোমরা সংবিধানকে অস্বীকার করো? তোমরা কি চাও? তোমরা এমন কি পেয়েছো যার কারণে তোমরা শিক্ষিত পরিবারের শিক্ষিত ছেলে হয়ে নিজেদের আরামের জীবন, ক্যারিয়ার সবকিছু বিসর্জন দিয়ে দিলে?

তারা শুধু দাজ্জালের খবর প্রকাশ করবে, দাজ্জালের দিকে মানুষকে ডাকবে। দাজ্জালের কাছে যাবার রাস্তা মানুষকে বলে দিবে তারপর মানুষ তাঁর দেখানো রাস্তা ধরে দাজ্জালের কাছে পৌঁছে যাবে এবং দাজ্জালের অনুসারী হবে।

তারপর তামিম আদ দাড়ির মত মানুষ দাজ্জাল বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মুহাম্মাদ সাঃ এর কাছে এসে দাজ্জালের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে জেনে না নিবে। কারণ দাজ্জাল এমনই- ধোঁকাবাজ ও চালাক – যে সে ইসলামের সাথে শিরক, কুফরকে (গনতন্ত্র, পীরতন্ত্র) মিশিয়ে বলবে এই যে নাও - এটা হচ্ছে মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম।

বাংলাদেশে এখন প্রথম আলো এবং The daily Star এর বিরুদ্ধে মোটামুটি যুদ্ধ চলছে। এদের দেখে আমার দুঃখ হয়। প্রথম আলো জুলাই'২৪ এর আন্দোলনে বড় ভুমিকা রেখেছে। প্রথম আলোর সেই সময়ের পত্রিকাগুলো খুলে দেখুন – প্রতিদিন প্রথম আলো তাদের প্রথম পাতায় বিভিন্ন নিহতদের ঘটনা দিত – মুগ্ধের ঘটনা, ফারহান ফাইয়াজ, গোলাম নাফিস, রিয়া গোপের নিহত হবার যে বর্ণনা প্রথম আলো প্রতিদিন দিয়ে গেছে - সে রকম হৃদয়স্পর্শী করে ঐ সকল ঘটনা বর্ণনা করার মত যোগ্যতাই তো আপনাদের নেই। আপনারা গেসেন প্রথম আলো ভাঙতে ?

প্রথম আলো ২৪ এর আন্দোলনে গণ জাগরন তৈরিতে বড় ভুমিকা রেখেছে। কিন্তু Non-sense রা এটা বুঝে না। ওরা রাস্তার player. বুদ্ধি করে, চিন্তা করে কিছু করবে - এই যোগ্যতাই ওদের নাই। ওরা শুধু ধ্বংস করতে পারে - কোন কিছু তৈরি করতে পারে না।

Non-sense গুলো এটাও বুঝে না যে, প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রাহমানের নামে হাসিনা হত্যা মামলা দিয়েছিল। প্রথম আলোকে হাসিনা জিম্মি করে রেখেছিলো। বোকার দল সহযোগীকে মুহূর্তের মধ্যেই শত্রু বানিয়ে ফেলে।

The daily star এর সম্পাদক মাহফুয আনামের নামে হাসিনা ২০০৮ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৮৩টি মামলা দিয়েছিল। মামলায় হাজিরা দিতে দিতে বেচারার জীবন শেষ। তোমার নামে হাসিনা কয়টা মামলা দিয়েছিল – তুমি গেসো Daily Star ভাঙতে। কিছু বুঝো? তোমরা বুঝবেই বা কিভাবে - জীবনে কোন দিন পত্রিকা পড়েছো? স্কুলের বই বাদ দিলে জীবনে কি ১০ টি বই ও পড়েছো?

প্রথম আলো, The Daily star বাংলাদেশকে ভালোবাসে। তারা এই দেশের কল্যাণ চায়। তারা এই দেশের দারিদ্রতা দূর করতে চায়, দুর্নীতি বন্ধ করতে চায়।

এখন বলবেন ওরা ভারতপন্থী। ওরা ভারতপন্থী নয়। তারপরও যদি মেনে নেই যে - ওরা ভারতপন্থী, তাহলে ওরা ভারতপন্থী হয়েছে কেন? কারণ ওরা চিন্তা করে দেখেছে - চরম দুর্নীতিগ্রস্থ একটা জাতি, পরনির্ভরশীল একটা সেনাবাহিনী, ভঙ্গুর অর্থনীতি - এই দেশের পাশে এত বড় একটা দেশ ভারত, তাহলে এই দেশের তো ভারতের গোলামী করে টিকে থাকা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। যেই দেশের সামরিক গোয়েন্দা অফিসে (ডিজিএফআই) ভারতের 'র' এর অফিস থাকে সেই দেশের প্রধান পত্রিকাগুলো ভারতের হাতে জিম্মি হবে না - তো কি হবে ? তারপরও প্রথম আলো, daily star তিস্তা নিয়ে প্রচুর রিপোর্ট করে, তাদের রিপোর্ট পড়লে বুঝা যায় যে, তারা কাউকে (ভারতকে) ভয় পাচ্ছে এবং খুব হিসাব করে লিখছে। এর একটি কারণ হয়তো এটি যে, প্রথম আলো, The Daily star হচ্ছে ট্রান্সকম গ্রুপের। ভারতের সাথে ট্রান্সকম গ্রুপের ব্যবসায়িক স্বার্থ থাকাই স্বাভাবিক। এখন আবার ট্রান্সকম গ্রুপকে টার্গেট করো না। তোমাদের কিছু বললেও তো বিপদ। ট্রান্সকম গ্রুপ তোমাদেরকে এমন দুটি পত্রিকা দিয়েছে যাদের সারা বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা আছে। পারলে নিজে একটা পত্রিকা বের করো এবং তোমার মতাদর্শ প্রচার করো।

মতিউর রহমান এবং মাহফুয আনামের মোবাইলে ইসরায়েল যে পেগাসাস ইন্সটল করে রাখসে - এটা আমি ৯৯% নিশ্চিত।

যাই হোক, এই কথাটা মনে রেখ – তোমার মত ১ লাখ - একজন মাহফুয আনামের সমান হবে না। উইকিপিডিয়া থেকে উনার জীবনীটা পড়ে নিও।

আরে ভাই, প্রথম আলো, The daily Star ইসলাম বিরোধী।
- তো? বাংলাদেশে সব পত্রিকাই তো ইসলাম বিরোধী। কোন পত্রিকা আছে যে - শরিয়া প্রতিষ্ঠার পক্ষে একটা খবর প্রচার করেছে? এক টাও নাই। তাহলে তোমরা শুধু প্রথম আলো, Daily Star এর বিরুদ্ধে লাগলে কেন?

ওরা ইসলামী শরিয়া আইন চায় না - এটা তাদের personal Choice. এটা তাদের Organizational Choice. তাদের personal choice, Organizational Choice এ বাধা দেয়ার তুমি কে? ওরা কি কাউকে মেরেছে? কারো নামে মামলা দিয়েছে? তাছাড়া বাংলাদেশের আলেম নামের মূর্খদের কথা শুনলে যে কেউ ইসলাম ছেড়ে উল্টা দিকে দৌড় দিবে - এটাই স্বাভাবিক।

তোমার যদি তাদের কোন মতামত, আদর্শ, খবর ভালো না লাগে বা ভুল মনে হয় - তাহলে তুমি তোমার যুক্তি, প্রমাণ পেশ করো। তুমি তোমার মতামত দাও। তুমি তাদের সাথে জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, শিক্ষায়, যোগ্যতায় পারো না - তাই তুমি গেসো ওদের অফিস ভাঙতে। what kind of NONSENSE is this ?

জাসসাসারা (সাংবাদিকরা) সবচেয়ে বড় অন্যায় যেটা করে সেটা হচ্ছে তারা একটি মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করে। যেমনঃ রেব বা সিটিটিসি যখন নাটক বানিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে যে - এই যে আমরা এদেরকে ধরেছি - ওদের কাছে জিহাদি বই, মোবাইল, ল্যাপটপ, বোমা তৈরির সরঞ্জাম, ছুরি পাওয়া গেছে। তখন সাংবাদিকরা টিভিতে, পেপারে প্রচার করে দেয় যে, 'জ* ধরা পড়েছে, তাদের কাছে এই এই জিনিস পাওয়া গেছে'। কিন্তু একটা ইন্টার পড়া ছেলেও তো বুঝে যে, এভাবে অপ্রমাণিত খবর প্রচার করা অন্যায়। আদালতে কি প্রমানিত হয়েছে যে, এদের কাছে এই সব জিনিস পাওয়া গেছে? রেব যে গল্প বলে তা কি আদালতে প্রমাণ হয়েছে? তাহলে কেন তোমরা একটি জীবন ধ্বংস করে দাও – সমাজের সামনে একজন মানুষকে জ* , মৌলবাদী, চরমপন্থী হিসেবে উপস্থাপন করে? আমরা তো পারব না - তোমাদের সন্তানের জীবন ধ্বংস করতে, তোমাদের সামাজিক সম্মান নষ্ট করতে। পত্রিকায় তারা এটা বলতে পারে যে, "**রেব বা সিটিটিসি দাবী করেছে যে,** এই ছেলেদের কাছে এই এই জিনিস পাওয়া গেছে"। **রেব দাবী করেছে যে**, তারা এদেরকে এভাবে এভাবে ধরেছে বা **রেব, পুলিশ দাবী করেছে** এই ছেলেরা এই এই কাজ করত। **সাংবাদিকরা জানেন যে, এভাবে খবর প্রচার করাই হচ্ছে সাংবাদিকতার আদর্শ ও মূলনীতি।** কত নিরীহ মানুষের, কিশোরের জীবন তোমরা এ রকম ভুলভাবে খবর পরিবেশন করে ধ্বংস করে দিয়েছো – আল্লাহই জানেন। আপনার জীবন যদি কেউ এভাবে ধ্বংস করে দিত?

যখন আমি কোন খবর শুনি যে, কোন মেয়েকে ১০-১২ জন ধর্ষণ করে হত্যা করেছে তখন আমি ঐ মেয়ের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করি তখন আমি ঐ মেয়ে যে কষ্ট অনুভব করেছিল তা অনুভব করতে চেষ্টা করি। যেমনঃ আমার হাত- পা শরীরের উপর ৪-৫ জন যাতা দিয়ে ধরেছে আমি মাথা তুলছি তাই আমার মাথায় আঘাত করা হচ্ছে, আমি যেন তাদেরকে চিনতে না পারি - তাই আমার চোখ আঙ্গুল দিয়ে খুঁচিয়ে নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে, তাদের কাজ শেষ হলে, আমাকে হত্যার জন্য এখন আমার গলা চেপে ধরা হল, আমি শ্বাস নিতে পারছি না কিন্তু আমি শরীরও নাড়াতে পারছি না কারণ আমাকে ৭-৮ জন যাতা দিয়ে ধরে রাখসে, আমি চোখেও কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আল্লাহ মাপ করো, আমি তো আর চিন্তা করতে পারছি না - কত কষ্ট ঐ মেয়েটা পেয়েছিলো? এই রকম ধর্ষণ করে হত্যার পর মেয়েদের লাশ কেটে বস্তায় ভরে ফেলে দেয় ধর্ষক

আর ঘুষ খেয়ে তাকে জামিন দেয় বিচারক। ধর্ষক জানে তার কোন বিচার হবে না কারণ সে সরকারী দলের লোক বা পুলিশ বা রেব বা আর্মি অফিসার তাই তারা ধর্ষণ চালিয়েই যায়। এরপর যদি প্রশ্ন করেন, ইসলামে বিবাহিত ধর্ষকের শাস্তি কেন পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড ? আমি জিজ্ঞেস করি, আপনি কি মানুষ?

আমরা হচ্ছি, সেই ধর্ষিতার কণ্ঠস্বর যাকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে, আমরা হচ্ছি সেই কাজের মেয়ের কণ্ঠস্বর যাকে প্রতিদিন খুনতি গরম করে পোড়ায় আর্মি অফিসারের বৌ। আমরা হচ্ছি সেই মেয়ের কণ্ঠস্বর যাকে চাকরি দেবার কথা বলে দৌলতদিয়ার পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। আমরা হচ্ছি সেই ভাইয়ের কণ্ঠস্বর যাকে গুম করে, নির্যাতন করে পাগল করে দেয়া হয়েছে বা হত্যা করা হয়েছে। আমরা হচ্ছি জাফর ইবনে আবু তালিব - যিনি লড়াই চালিয়ে গেছেন – Till the last drop of his blood. If Allah wills, তোমরা দেখে নিও – আমরা থামব না - কোনভাবেই না।

আরে ভাই, আপনি তো মনে হচ্ছে, প্রথম আলো, daily star এর কাছ থেকে টাকা খেয়েছেন, আপনি তো মনে হচ্ছে ওদের দালাল, আপনি কি জানেন না - ওরা জামাত ইসলামী বিরোধী, আলেম – ওলামা বিরোধী।

- তুমি মাহফুয আনামের কাছে যাবে - গিয়ে জিজ্ঞেস করবে, 'স্যার, আপনি তো অনেক লেখাপড়া করেছেন, আমাকে অনুগ্রহ করে বলবেন কি – ইসলামে কি গণতন্ত্র আছে?'

তিনি মিটিমিটি হেসে বলবেন, এই প্রশ্নের উত্তর তো তুমিই আমার চেয়ে ভালো জানো - আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন?

এখন তুমি প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রাহমানের কাছে চলে যাও। গিয়ে জিজ্ঞেস করো - স্যার, ইসলাম প্রতিষ্ঠায় গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করা যাবে কি?

- তিনি তোমাকে বলবেন, 'তুমি কি কখনো দেখেছো যে, কেউ গাজার চাষ করছে কিন্তু তার গাজার গাছ থেকে ফল হিসেবে খেজুর বের হয়ে আসছে?'

আজকে থেকে ৩ বছর আগে হলে উনারা এমন উত্তর-ই দিতেন। কিন্তু এখন উনারা আতঙ্কে, সত্যি কথা বললে কখন আবার হামলা শুরু হয়ে যায় – তাই এই ধরণের উত্তর উনারা আর দিবেন না। মূর্খ মুসলিম বাঙ্গালী, প্রথম আলো, Daily star এ হামলা করে নিজের কত বড় ক্ষতি করেছো তা তোমরা বুঝতে পারছো না।

*** আমি মাহফুয আনাম, মতিউর রাহমান এবং পিনাকি ভট্টাচার্যকে সম্মান করি তাদের জ্ঞানের কারণে যদিও উনারা পরস্পর ভিন্ন মতাদর্শের আর তাদের সাথে আমার বিশ্বাসতো সম্পূর্ণ আলাদা।

*** মাহফুয আনাম, মতিউর রাহমান যে ইসলামের কত কাছে আছেন – তা উনারা জানেন না। যদি শুধু কোরআনের English translation শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তেন। (Dr. Mustafa Khattab, The Clear Quran যদি পারেন, পড়বেন)।

আপনার সংস্কৃতি বলে দেবে আপনি কে

নব্বইয়ের দশকে শুধু বিটিভি ছিল। তখন সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা নাটকে তুলে ধরা হত। যেমনঃ মেয়েকে ছেলের চেয়ে কম মূল্য দেয়া থেকে সামজিক সমস্যা (নাটকের নামঃ ইতি আমার বোন); সমাজের শিক্ষকরা কিভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায়, সংশপ্তক ইত্যাদি। এমন নাটক যে খুব বেশী ছিল তা নয় কিন্তু ছিল। তখন নাটক, সিনেমা ছিল সিরিয়াস বিষয়। অভিনেতারা সিরিয়াস থাকতেন, সিরিয়াস চরিত্রে অভিনয় করতেন। এখন নাটকে স্যাবলামী, ফাতরামি, জোকারি দেখানো হয়। কোন কিছু শেখার নাই, বুঝার নাই। কিছু জোকার আপনাকে হাসানোর খুব চেষ্টা করল, আপনি কম-বেশি হাসলেন , নাটক শেষ। সিনেমা শেষ। বর্তমানকালের হলিউডের মুভিগুলোর একই অবস্থা। কথা নাই, বার্তা নাই – কল্পনার জগতে কাহিনী (সায়েন্স ফিকশন, নায়কের অতি প্রাকৃত ক্ষমতা) আর মার পিট। Forest Gump এর মত মুভি এখন কোথায় ? এখান থেকে বুঝা যায়, আমেরিকার জনগণ এখন কল্পনার জগতে আছে।

রাশিয়ান মুভি দেখুন। তারাই সম্ভবত সবচেয়ে বেশী যুদ্ধের মুভি বানায়। ওদের মুভিতে যুদ্ধের সত্যিকারের অবস্থা দেখা যায়। বিভিন্ন ডায়ালগে মেসেজ থাকে। মুভিতে একটা অনেক বড় message থাকে যা কারো কারো জীবন পালটে দিবে। রাশিয়ানরা কেন এত যুদ্ধের মুভি বানায়? তারা তাদের জনগণকে যুদ্ধের জন্য মানুসিকভাবে প্রস্তুত করে যে, " দেখো, আমাদের শত্রুর অভাব নাই, আমাদেরকে যুদ্ধ করেই টিকে থাকতে হবে"। তখন জনগণ যে - যেই কাজ করে সে সেটা ভালো করে করতে চেষ্টা করে। তাঁর সর্বোচ্চ চেষ্টা করে কারণ যুদ্ধ অর্থ হচ্ছে জীবন- মরণ ব্যাপার। একজন ঝাড়ুদার চেষ্টা করে সে যেন আমেরিকার বা জার্মানির একজন ঝাড়ুদারের চেয়ে আরও efficient ভাবে ঝাড়ু দেয়ার কোন পদ্ধতি আবিস্কার করতে পারে। Businessman রা চায় আমেরিকা, জার্মানির সাথে compete করতে। সেনাবাহিনীর গবেষকরা চায় নতুন কোন প্রযুক্তি আবিস্কার করতে। আর তারা এগুলোতে পারলে তাদের জীবন দিয়ে দেয় কারণ তারা জানে তাদের সামনে যুদ্ধ অপেক্ষা করছে। কিন্তু রাশিয়া তো পারমাণবিক বোমা সম্পন্ন দেশ – তাদের হামলা করবে কে? (মুসলিম বাঙ্গালীর চিন্তা) ওরা তো নাক ডেকে ঘুমালেই পারে! ওরা জানে, ওরা যদি একটু হাল ছেড়ে দেয়, একটু বিশ্রাম নেয় তাহলেই ন্যাটো, আমেরিকা ওদের চেপে ধরবে। শুধু তাই না - একদম মাটির নিচে গেড়ে ফেলবে।

যুদ্ধ মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম তৈরি করে। যদি কোন জাতিকে এই কথা বলা হয় যে - তোমাদের কোনদিন যুদ্ধ করতে হবে না - তাহলে সেই জাতি অলস হবে আর পিছিয়ে পড়বে যার প্রমাণ বাংলাদেশ। আমাদের ছোটবেলা থেকেই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, পাশে বড় দেশ ভারত, সুতরাং কিছু করার নাই। ভারত যেদিকে যায় – আমাদের সেদিকে যেতে হবে। ভারতের পা চেটে থাকতে হবে। যুদ্ধ ভুলে যাও। জোকারি করো, লোক হাসাও, টাকা উপার্জন করো, জীবন শেষ। পারলে দেশ ছেড়ে অন্য কোন দেশে চলে যাও। যদি কেউ ইউরোপে বা আমেরিকায় যেতে পারে তাহলে এই দেশে তাকে জীবনে সফল বলে অভিহিত করা হয়। একটি জাতির জন্য এর চেয়ে লজ্জার আর কি হতে পারে? রাজনিতিবিদ, জেনারেল, সাংবাদিক, আমলা সবার

ছেলেমেয়ে বিদেশে। এদের অবস্থা দেখলে মনে হয় – নিজের মাথায় নিজে একটা বাড়ি দেই। কাপুরুষের দল – জাতির কথা চিন্তা না করে শুধু নিজের কথা চিন্তা করে।

বাংলাদেশে সেন্সরশীপ নীতিমালা করে সবাইকে চুপ করে বসিয়ে রাখা হয়েছে - এটাও ঠিক। নতুন নতুন নীতিমালা আসছে। যেমনঃ যারা ঘুষ খায় তাদের ঘুষখোর বলো না - ওদের সামাজিক মর্যাদা আছে না - ওদের দুর্নীতিবাজ বলো। এখন আমার এলাকার রিকশাওয়ালা বলবে, "ভাই, দুর্নীতিবাজ কি? বুঝলাম না তো"। মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার কত সিস্টেম যে এরা জানে!
আপনাকে যদি বলা হয়, আপনার জন্য একটি জাতি প্রস্তুত হয়ে আছে যারা সুযোগ পেলেই আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আপনাকে শেষ করে দিবে। তখন আপনি কি করবেন? আপনি দিন-রাত দৌড়াতে শুরু করবেন, কিভাবে কাজকর্মে আরও ভালো করা যায়, কিভাবে আরও উন্নত ধানের চারা আবিষ্কার করা যায়, কিভাবে আরও ব্যবসা করা যায়, কিভাবে আরও নতুন নতুন অস্ত্র আবিষ্কার করা যায়, কিভাবে আরও ভালো মেডিসিন আবিস্কার করা যায়, সব ক্ষেত্রে ঐ দেশের সাথে competition. দেশের টাকা পাচার করে কে - ওকে ধরে ফাঁসিতে ঝুলাও – এই হবে আপনার দাবী। কারণ তখন আপনি জানবেন যে, আপনার পায়ের নিচে মাটি নাই। একটু পিছিয়ে পড়লেই ঐ রাষ্ট্র আপনাকে শেষ করে দিবে। যে সকল রাষ্ট্র এ ধরণের মতাদর্শ গ্রহন করেছে তারা হচ্ছে, রাশিয়া, চীন, আমেরিকা, জার্মানি, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স (ন্যাটো)। আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর জনগণকে তাদের দেশের সরকার বুঝায় যে, রাশিয়া, চীন তোমার শত্রু, তোমাকে যুদ্ধ করে শেষ করে দেয়ার জন্য ওরা preparation নিচ্ছে। অন্যদিকে চীন, রাশিয়ার জনগণকে তাদের সরকার বুঝায় যে, আমেরিকা, ন্যাটো তোমাকে ধ্বংস করার জন্য, তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এবার তারা দিন রাত পরিশ্রম শুরু করে। আর এই সব দেশ সব সময় যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। গত ৩০ বছরে এই সকল দেশ কয়টা যুদ্ধ করেছে আপনারাই হিসাব করুন। আর আমাদের শিক্ষা দেয়া হয়, যুদ্ধ নয় – শান্তি চাই। আরে বেটা, যুদ্ধের মধ্যেই শান্তি আছে। এটা আমেরিকা, ন্যাটো, রাশিয়ার থেকে শিক্ষা নে। কোরআনের যুদ্ধের আয়াত, হাদিসে যুদ্ধের কথা শুনলে তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। তোমরা বল – আমরা মৌলবাদী, চরমপন্থী। তাহলে আমেরিকা, রাশিয়া, ন্যাটোর থেকেই শিক্ষা নাও যেহেতু তোমরা ওদেরকে ওস্তাদ মানো। যুদ্ধের মনোভাব ছেড়ো না। যুদ্ধের প্রস্তুতি ছেড়ো না। তুমি ভেবো না - সবাই তোমার বন্ধু। তাহলে তুমি শেষ - কাউকে তোমার উপর হামলা করতে হবে না, তুমি নিজেই অলস হয়ে, দুর্নীতি করে ধংস হয়ে যাবে।

আপনাকে যদি বলা হয়, সবাই আপনার বন্ধু, আপনার কোন শত্রু নেই, আপনাকে কোনদিন যুদ্ধ করতে হবে না - শুধু খুব ভালো করে অন্যের পা চাটা শিখো। তাহলে আপনি কি করবেন? যখন যেই সরকার আছে - তখন সেই সরকারের পা চাটবেন, বসের পা চাটবেন, সচিবের পা চাটবেন, পুলিশের পা চাটবেন, আর্মির পা চাটবেন। আর আমাদের দেশের নেতারা বিদেশে গিয়ে অন্য দেশের নেতাদের পা চাটবে - এই চাটা-চাটিই তো চলছে। অন্য দিকে আপনাকে যদি বলা হয়, ভারত যে কোন সময় হামলা করে বাংলাদেশ দখল করে

নিবে তখন আপনি কি বলবেন – কারো পা চাটার টাইম নাই। ভারত মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে রাখসে, জান-প্রাণ দিয়ে কাজ করি, নতুন কিছু আবিস্কার করি, কারখানা বানাই, অর্থনীতি উন্নতি করি, ইত্যাদি। অবশ্য এই চিন্তা জনগনের মধ্যে এমনিই আসবে না। তাকে সেভাবে প্রস্তুত করতে হবে - আর এই কাজটাই রাশিয়া করে মুভির (সিনেমার) মাধ্যমে। 'White Tiger' মুভির শেষ দিকের ডায়লগ শুনলে শরীরের লোম খাড়া হয়ে যাবে। রাশিয়ার একজন সৈন্য তাঁর কমান্ডিং অফিসারকে বলে যে, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে কিন্তু মনে করো না যে যুদ্ধ শেষ", জার্মানির দিকে ইঙ্গিত করে সে আবার বলে, " ওরা আবার আসবে ১০-২০-৫০-১০০ বছর পর হলেও ওরা আবার আসবে"। মুসলিম বাঙ্গালী কিছু শিখো - কিভাবে তারা জনগণকে প্রস্তুত করে। আর আমরা সামনের দিকে কি হবে - সেটা নিয়ে কোন চিন্তা নেই – ভিখারির দল পড়ে আছে ৫৫ বছর আগে কে দেশ স্বাধীন করেছিল তা নিয়ে। একটি জাতি যদি চিন্তা-ভাবনায় আগাতে না পারে তাহলে তারা কখনো উন্নতি করতে পারবে না।

এতক্ষণ আমি যা বললাম তা হচ্ছে আল্লাহ এর রসুলের সাঃ দু' টি হাদিসের আমার ব্যাখ্যাঃ
মুহাম্মাদ সাঃ বলেছেন, 'আমি যুদ্ধের নবী'। ("আমি মুহাম্মাদ এবং আহমদ, এবং আল -মুকান্নি, এবং আল-হাছির এবং নবী আল – রাহমাহ এবং নবী আল- মালহামা" (সাহিহ ইবনে হিব্বান))

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন: যে ব্যক্তি মারা গেল কিন্তু আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেনি বা যুদ্ধের কোনো ইচ্ছা (বা সংকল্প) প্রকাশ করেনি তাঁর মৃত্যু হয়েছে একজন মুনাফিকের মৃত্যু। (সহীহ মুসলিম ১৯১০)

হে মুসলিম, তুমি যত ভালো হয়েই চলো না কেনো – যখনই তুমি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাইবে, বিভিন্ন ছুতায় তোমার উপর হামলা করে তোমাকে ধ্বংস করে দেয়া হবে, তোমার উন্নয়ন মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হবে। আমার কথাগুলো বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে মিলিয়ে নিন। (উইপন অফ মাস ডেস্ট্রাকশনের কথা বলে ইরাককে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়ার পর বুশ বলেছিলেন, আমাদের ভুল হয়েছে, ইরাকে কোন 'উইপন অফ মাস ডেস্ট্রাকশন' পাওয়া যায়নি।)

তাহলে, সংস্কৃতি দেখে বুঝা গেলো - আমরা হচ্ছি জোকারের জাতি আর রাশিয়া? যোদ্ধা জাতি যারা শেষ মিনিট পর্যন্ত নিজের জাতির জন্য শুধু যে লড়াই চালিয়ে যায় তাই না বরং পরিশ্রম করে যায় যাতে তারা আমেরিকা এবং ন্যাটোর চেয়ে কোন দিক থেকে পিছিয়ে না পড়ে। এ চেষ্টা কোন সাধারণ চেষ্টা নয় – এটা হচ্ছে মরণ- পণ চেষ্টা।
যখন করোনা শুরু হল তখন রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইত্যাদি দেশগুলো প্রতিযোগিতা শুরু করল - কে কার আগে টিকা বের করতে পারে আর আমরা? কেউ আমাদের ভিক্ষা দেয় কি না - এই আশায় রইলাম। আমরা যদি জানতাম যে, আমাদের কেউ টিকা দিবে না তাহলে আমরাও টিকা আবিস্কার করতে

পারতাম। মানুষকে যখন Do or Die situation এ ফেলে দিবেন তখন মানুষ এমন অনেক কিছু করতে পারে যা স্বাভাবিক সময়ে পারে না।
মুহাম্মাদ সাঃ বলেছেন, "যে ভিক্ষার দ্বার খুলবে, আল্লাহ তাঁর জন্য দারিদ্রতার দ্বার খুলবেন"। (রিয়াদ আস সালিহিনঃ৫৫৬)
এই দেশে গ্যাসের চাপ না থাকায় কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু private car গ্যাসে চালাতে দিয়ে কিছু লোককে বিলাসিতা করার সুযোগ দিয়ে রেখেছে সরকার। মানুষ যখন ভিক্ষা করে খাওয়া শিখে যায় – তখন তাদের এই অবস্থা হয়। আমরা তো জাতিগত ভাবেই ভিক্ষুক। যে গাড়ি কিনবে তার ১৬০ টাকা লিটার তেলে গাড়ি চালানোর সামর্থ্য থাকলেই কিনবে - তাকে আমি কেন ৪৪ টাকা লিটারে গ্যাসে গাড়ি maintain করতে দিবো? যেখানে এই দেশে গ্যাসের অভাবে কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ কর্মহীন হয়ে যায়। CNG অটোরিক্সা গ্যাসে চলবে কারণ ঐটা মধ্যবিত্তের যানবাহন। private car তেলে চালাতে হবে কারণ ঐটা ধনীর যানবাহন। এতে যে গ্যাস বাঁচবে তা কোন কারখানায় দিলে উৎপাদন হবে,রপ্তানি হবে, কর্মসংস্থান হবে। এই রকম কত দিকে - কত ভুল ডিসিশনে যে এই দেশের বারোটা বাজছে - সব কিছুর খবর তো আমরা জানিও না। গ্যাসের ব্যাপারটা আমাদের সামনেই ঘটছে - তাই বললাম।

চাটার দল কবে তোমরা নবীর হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং বুঝতে পারবে? নবী সাঃ তোমাদের ভালো ছাড়া ক্ষতি কিছু চান নি। কিন্তু তোমরা উনাকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছো। এই জাতি মুভি দেখে বেহুদা মারামারির আর ফ্রিকশনাল যুদ্ধের কিন্তু যুদ্ধের হাদিস শুনলে সব কয়টা ১০০ মাইল স্পীডে উল্টা দিকে দৌড় দেয়।

"এখন তাদের কি হল যে, তারা এই উপদেশ (কোরআন) থেকে (দৌড়ে) ফিরে যাচ্ছে, যেন তারা ভীত গাধা, সিংহের কাছ থেকে পালাচ্ছে?" (সূরা মুদাসসিরঃ ৪৯-৫১)

আল্লাহ আমাদের গাধা বলেছেন কারণ আমরা কথা না শুনেই, না বুঝেই শুধু 'যুদ্ধ' শব্দটা শুনলেই ভয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেই। আগে তো পড়ো, বুঝো তারপর উল্টা দিকে দৌড় দিও। যুদ্ধের চিন্তা তোমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ রাখবে, দেশপ্রেমিক করবে, অর্থনৈতিক উন্নতিতে অবদান রাখবে, দুর্নীতি বন্ধ করবে, **যুদ্ধের চিন্তা একজন মানুষ বা একটি জাতি থেকে তাঁর সেরা চেষ্টাটা বের করে আনে যা অন্য কোন মাধ্যমে সম্ভব নয়।** আর কিছু বলব না। যারা বুঝার তারা বুঝবেন আর যারা বুঝবেন না তারা আমাকে গ্রেফতার করার জন্য খুজবেন।

সামরিক বাহিনীর একটি কালো দিন

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কালো দিন। কালো দিনটি হচ্ছে, ১০ই জানুয়ারি,২০২০। এদিন বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের ঘটনা পুনরায় মঞ্চস্থ করা হয়। প্লেন থেকে বঙ্গবন্ধুর ছায়া নাকি নেমে এসেছিল যাকে আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্সের প্রধানরা দাঁড়িয়ে স্যালুট দিয়েছেন, তাদের স্যালুট ৩০ মিনিট স্থায়ী ছিল। ভাই মজা নিচ্ছেন? স্যালুট তো ২-১ মিনিট ছিল। জি, ভাই। আমরা তো অবাক। এদের কি মাথায় 'ভেজা' (মগজ) বলতে কিছু নাই? তা না হলে মৃত্যুর ৫০ বছর পর একজন মানুষের ছায়া কিভাবে আসে? মানুষ-ই তো নাই। তাঁর ছায়া আসবে কোথা থেকে? স্যালুট দিলোই বা কাকে? দাঁড়িয়ে সম্মান জানালোই বা কাকে? আরে ভাই, ঐটা তো বঙ্গবন্ধুর দেশে ফিরে আসার ঘটনার নাটক সাজানো হয়েছিল। এজন্য সবাইকে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাতে হবে? স্যালুট দিতে হবে?

আমার তো মাথায় ঢুকে না - ঐটা কি ছিল? আমি কিভাবে এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করবো? যারা মূর্তি পুজা করে তারা সামনে একটা মূর্তি রেখে দেয়, যারা আগুনের পুজা করে তারা সামনে আগুন রাখে। কিন্তু এটা কি? এটা কি ব্যক্তি পুজা? সেটাও তো বলা যাচ্ছে না কারণ সামনে তো কোন ব্যাক্তিও নাই।

আপনার সামনে কেউ নাই, কিছু নাই, আপনি দাঁড়িয়ে কাকে সম্মান দেখালেন? আপনি কাকে স্যালুট দিলেন? আর্মির জেনারেলরা, নেভির অ্যাডমিরাল, এয়ার ফরসের এয়ার মার্শাল অনুগ্রহ করে উত্তর দিবেন।

যে নিজেকে অসম্মান করে তাকে কেউ সম্মানিত করতে পারে না। আপনারা আমাদের দেশের কোনো আর্মি অফিসার বা সামরিক বাহিনীর অফিসারের সাথে কথা বলতে যাবেন – তাদের দম্ভ, অহংকারে টিকতে পারবেন না, তারা আপনাকে মানুষ মনে করবে না। তাদের ভাব এমন যে, এই দেশের মালিক তারা আর আমরা হচ্ছি তাদের প্রজা। তারা যা খুশী তা করতে পারে। কিন্তু ঐ দিন আল্লাহ তাদের প্রকৃত অবস্থা সবার সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তারা ভীতু, কাপুরুষ। আত্মসম্মান বলতে এদের কিছুই নাই। শুধু আছে মিথ্যা অহংকার। প্রমাণ উপরে বর্ণিত ঘটনা।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

আল্লাহ এর আত্মসম্মান আছে এবং একজন বিশ্বাসীরও আত্মসম্মান আছে এবং যদি কোন বিশ্বাসী এমন কাজ করে যা তিনি তাকে করতে নিষেধ করেছেন, তাহলে আল্লাহর আত্মসম্মান আঘাতপ্রাপ্ত হয়। (সহীহ মুসলিম ২৭৬১ক)

যখন কেউ আর্মিতে যায় বা বিজিবিতে যায়, তখন তাদেরকে কোরআন ছুয়ে শপথ করানো হয় যে, সে এই দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জীবন দিবে। প্রথমত, কোরআন ছুয়ে শপথের কোন নিয়ম ইসলামে নেই। কোরআন ছুয়ে শপথ নেয়ার জন্য আল্লাহ কোরআন নাযিল করেন নি। দ্বিতীয়ত, ঐ সৈন্যকে ওয়াদা করানো হচ্ছে যে, তাকে শিরক করতে হবে। অর্থাৎ তাকে স্বীকার করানো হচ্ছে, যে সার্বভৌমত্বের দাবী

আল্লাহ করেছেন সেই সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের আছে এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সে আবার জীবনও দিবে। এতগুলি শিরক এক সাথে করানোর পর একজনকে সেনাবাহিনীতে নেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ একজন মুসলিমের বিশ্বাস ধ্বংস করার পর তাকে সামরিক বাহিনীতে নেয়া হয়। তারপর তাঁর আত্মসম্মান থাকবেই বা কিভাবে? যখন তাঁর বিশ্বাসকে ধ্বংস করে ফেলা হল, তখন তাঁর হৃদয় মরে গেলো, এখন তাঁর হৃদয় দেখতে পায় না, শুনতে পায় না, কোন ঘটনা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারে না। এখন সরকারের অন্যায় আবদারের মুখে পড়ে সে "NO, We can NOT do that". বলতে পারে না।

তারপর তাকে তাঁর বসকে শর্তহীনভাবে মেনে চলতে বলা হয়। এটা শিরক। ইসলামে নিয়ম হচ্ছে একজন মুসলিম খলিফাকে ততক্ষণ মানবে যতক্ষন খলিফা তাকে ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু না করতে বলছে। কিন্তু আল্লাহ এর বিরুদ্ধে কিছু করতে বললে সে খলিফা বা কমান্ডারের কথা মানবে না। এজন্য তাকে অবশ্যই কোরআন, হাদিস থেকে প্রমাণ দিতে হবে।

তারপর শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণের নামে আগুনকে 'গার্ড অফ অনার' দেয়া, ফুল দেয়ার মাধ্যমে তাকে বার বার শিরক করানো হচ্ছে। তারপর তাঁর হৃদয় তো পাথর হয়ে যাবে যে হৃদয় কোন প্রতিক্রিয়া (response) দিতে পারে না। আল্লাহ এর কোন সাহায্য সে পাবে না। আল্লাহ তাঁর কোন দুয়া কবুল করবেন না। সেনাবাহিনীর অফিসাররা যখন আয়নার সামনে দাঁড়াবেন সেখানে তারা ওমর বা খালিদ বিন ওয়ালিদকে দেখতে পাবেন না। দেখতে পাবেন টম ক্রুজকে।

বর্তমান সময়ে যুদ্ধ আর যুদ্ধক্ষেত্রে হয় না। যুদ্ধ হয় গবেষণায়, নতুন নতুন অস্ত্র আবিষ্কারের মধ্যে। আপনার প্রতিপক্ষ আগে হিসাব করবে - আপনার কাছে কি কি অস্ত্র আছে? যদি দেখে - সে আপনার সাথে পারবে না তাহলে সে আপনাকে হামলা করবে না। তাহলে, এখনকার সামরিক বাহিনী আসলে সর্বদাই যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করছে কারণ আপনি যদি নতুন নতুন আধুনিক অস্ত্র আবিস্কার এবং তৈরি করতে না পারেন – তাহলে আপনি শেষ। আপনি মুল যুদ্ধ শুরুর আগেই যুদ্ধে হেরে গেছেন।

বাংলা অঞ্চলের জন্য আমার first line of defence হচ্ছেঃ

১) সামরিক বাহিনীকে শিরকমুক্ত ইসলাম গ্রহন করতে হবে। তা না হলে তারা ভারতকে ভয় পাবে। আল্লাহ এর প্রতি শিরক্‌মুক্ত বিশ্বাস ছাড়া এই ভয় কোনভাবেই যাবে না। সকল মুসলিম সামরিক অফিসারের জন্য কোরআন বুঝে বুঝে পড়া বাধ্যতামূলক করতে হবে।

২) সামরিক বাহিনীকে দেশের টাকা বিদেশে পাচার হওয়া বন্ধের ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে এবং এটা যে ভাবেই হোক বন্ধ করতেই হবে। আল্লাহ চাইলে, সামরিক বাহিনী এটা করতে পারবে।

৩) গবেষণা করে নিজেরা অস্ত্র আবিস্কার করতে হবে এবং অস্ত্র তৈরি করতে হবে। আমদানি করা অন্যের অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল হলে চলবে না।

৪) অহঙ্কার ত্যাগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এই দেশের দরিদ্র রিকশাওয়ালা, দিন মজুরের ট্যাক্সের টাকায় তাদের বেতন হয়, রেশন হয়, প্লট, ফ্লাট হয়।

৫) ভিন্ন দেশের এজেন্টদের চিহ্নিত করে দেশ থেকে বহিস্কার করতে হবে। পারলে ওদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

বাংলা অঞ্চলের জন্য আমার চিন্তা করা 2nd line of defence এবং 3rd line of defence এই বইয়ে আর আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে না।

লাস্ট লাইন অফ ডিফেন্স

আমার বই খুব বেশী মানুষ পড়বেন এমন আশা করি না। আপনি হতে পারেন কোন রাজনীতিবিদ, কোন ছাত্র, কোন পেশাজীবি। ধরে নিলাম, আমার পাঠকরা বেশিরভাগ এমন যাদেরকে আলেমরা 'আধুনিক মানুসিকতার' বলে থাকেন। যারা ইসলাম থেকে দূরে কিন্তু অনেক জ্ঞান রাখেন – তা না হলে, এই ধরণের বই এই পর্যন্ত আপনি পড়তেন না।

একটি উদাহরণঃ

আপনাকে যদি বলা হয়, ১০০ কোটি টাকা আপনাকে দেয়া হয়েছে তবে টাকাগুলো একটি পাহাড়ের উপর রাখা আছে। আপনাকে টাকাগুলো ঐ পাহাড়ে গিয়ে নিতে হবে। পাহাড়ের উপরে ঐ টাকাগুলোর কাছে যাবার রাস্তা দু'টি। একটি রাস্তার ব্যাপারে সকলেই একমত যে, এই রাস্তা দিয়ে গেলে আপনি টাকাগুলো পাবেন কিন্তু এই রাস্তাটিতে চড়াই- উতরাই অনেক, রাস্তায় কাঁটা বিছানো আছে, আপনি যাবার সময় আহত হতে পারেন, আপনার কষ্ট হতে পারে কিন্তু এই রাস্তায় গেলে আপনি টাকাগুলো পাবেন – এতে সবাই একমত ।

অন্য একটি রাস্তাও আছে যে রাস্তা সম্পর্কে সন্দেহ আছে - অর্থাৎ কিছু লোক বলছে এই রাস্তা দিয়ে গেলে আপনি কোন টাকা পাবেন না বরং পাহাড় থেকে পড়ে মারা যাবেন, অন্য দিকে কিছু লোক বলছে, "না, এই রাস্তা দিয়ে গেলেও টাকাগুলো পাওয়া যাবে"। এই রাস্তায় চড়াই -উতরাই কম অর্থাৎ কষ্ট কম কিন্তু এই রাস্তা দিয়ে গেলে আপনি টাকাগুলো পাবেন কি না - এটা নিয়ে সন্দেহ আছে কারণ এই রাস্তা সম্পর্কে দুই দলের লোক দুই ধরণের কথা বলছেন। এটি হচ্ছে সন্দেহযুক্ত রাস্তা।

আপনি কোন রাস্তা দিয়ে যাবেন? যদি আপনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন তাহলে আপনি বলবেন যে, আমি সেই রাস্তা দিয়ে যাবো - যেই রাস্তার ব্যাপারে সবাই একমত যে - এই রাস্তা দিয়ে গেলে ১০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে যদিও আমার একটু কষ্ট বেশী হয়।

আমি আপনাকে যেই ইসলামের ব্যাপারে বলেছি, কালিমার যে অর্থ বলেছি - এই ব্যাপারে পৃথিবীর সকল আলেম একমত যে, এই পথে কোন সন্দেহ নেই। তারা একে বিশুদ্ধ তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ) বলে। অন্যদিকে যারা বলে ইসলামে গণতন্ত্র আছে বা আমরা গণতান্ত্রিক উপায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করছি - তাদের ব্যাপারে আলেমগণের দ্বিমত আছে। কিছু আলেম বলে গনতান্ত্রিক উপায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় কাজ করা যাবে আবার কিছু আলেম বলেন যে, গনতন্ত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন করলেই সেটা শিরক হবে, কোন ধরণের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন করাই যাবে না। এখন আপনি কোন মতামত গ্রহন করবেন?
যেখানে আপনি ১০০ কোটি টাকাকে সন্দেহের ভিতরে রাখতে চান না - সেখানে আপনি আপনার জান্নাতকে সন্দেহের মধ্যে রাখবেন?
আমরা তো এমন ছিলাম যে, অনেকে ছিল নাস্তিক, বেশিরভাগ নামাজ ও পড়ত না - পড়লেও সপ্তাহে বা মাসে ১ দিন। আমরা ইসলাম গ্রহন করেছি কারণ এটা সিম্পল লজিকেই বুঝা যায় যে - কোন মতাদর্শটি সঠিক। যখন আমরা কালিমার অর্থ জেনে বুঝে, গনতন্ত্র, পীরতন্ত্রকে অস্বীকার করে কালিমা গ্রহন করেছি তখন আল্লাহ আমাদের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন। যদি আল্লাহ আমাদের দায়িত্ব না নিতেন তাহলে আমরা কেউই বর্তমান সময়ে ইসলাম ধরে রাখতে পারতাম না। পূর্বে যে শুধু জুম্মার নামাজ পড়ত, কালিমা গ্রহন করার পর সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া শুরু করে - যদিও তাকে কেউ বলেনি যে - যাও তুমি নামায পড়। আর যারা কালিমার অর্থ জেনে-বুঝে কালিমা গ্রহন করেনি তাদেরকে হুযুররা প্রতি জুম্মায় 'নামাজ পড়ো , নামায পড়ো' বলেও নামাজ পড়াতে পারে না।

আপনারা এমন কোন হাদিস পেয়েছেন – যেখানে মুহাম্মাদ সাঃ কাউকে বলেছেন যে, " আলী বা ওমর বা জাফর বা আবু -বকর তুমি নামাজ পড় না কেন? যাও, নামাজ পড়"। পান নি কারণ এমন কোন হাদিস নেই। অর্থ জেনে বুঝে কালিমা গ্রহন করার পর একজন ব্যাক্তি নামাজ পড়বে না - এটা অসম্ভব। এখান থেকেও বুঝা যায়, কারা সঠিক।

এখন কিছু বুদ্ধিজীবী বলবেন, তোমরা ওদের brain wash করে দিয়েছ। আপনি পারলে আমার Brain wash করেন তো ? আমরা মাদ্রাসার আলেম নই যে - ২ টাকা পাবার জন্য যাকে তাকে আম্মা, আব্বা ডাকবো। আমরা অশিক্ষিত দিনমজুর নই যে, কেউ এসে নয়-ছয় বুঝাবে আর আমরা তাঁর জন্য জীবনের সকল কিছু ছেড়ে দিয়ে পুলিশের মার খাবো। যদি কেউ সত্যবাদী হয় তাহলে সে এই মেসেজ (কালিমা) অস্বীকার করতে পারবে না এবং অবশ্যই গ্রহন করবে।

একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবন জারাদ (রাঃ) নবীকে (সাঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহ এর রসূল (সাঃ)! মু'মিন কি ব্যাভিচার করতে পারে? তিনি বললেন, হাঁ, কখনও তার দ্বারা এটা ঘটে যেতে পারে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, মু'মিন কি চুরি করতে পারে? তিনি বললেন, হাঁ, এটাও তার দ্বারা কখনও ঘটে যেতে পারে। হে আল্লাহ এর নবী! মু'মিন কি মিথ্যা বলতে পারে? তিনি বললেন, না। এই বলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)

(কোরআনের) আয়াত পাঠ করলেন- 'নিশ্চয়ই মিথ্যা রচনা তো (নবী নয়, বরং) তারাই করে, যারা আল্লাহর আয়াতের উপর ঈমান রাখে না। প্রকৃতপক্ষে তারাই মিথ্যাবাদী'। (সূরা নাহল, আয়াত ১০৫) (সুত্রঃ খারাইতী, মাসাবিউল আখলাক: ১২৭)

আমরা পূর্বে একটি হাদিসে জেনেছিলাম, চুরি এবং ব্যভিচার করার পরও কালিমা একজন মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে, এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন বিশ্বাসীর দ্বারা ব্যভিচার এবং চুরির মত কাজ হয়ে যেতে পারে কিন্তু সে মিথ্যা বলতে পারে না। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? ব্যাপারটা দাঁড়াল - কালিমাই সত্য এবং সত্যই কালিমা। সত্য থেকে কালিমাকে আলাদা করা যায় না আবার কালিমা থেকে সত্যকে আলাদা করা যায় না। আপনার হৃদয়ে সত্য থাকলে আপনাকে কেউই কালিমা থেকে আলাদা করতে পারবে না। আপনি যখন-ই এই কালিমাকে খুঁজে পাবেন তখন -ই এই কালিমাকে গ্রহন করে ফেলবেন।

আল্লাহ বলেছেন, "সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিও না অথবা জেনে বুঝে সত্য গোপন করো না।" (সূরা বাকারাঃ ৪২)

যার হৃদয়ে সত্য আছে, যে সত্যকে সত্য বলে সে এই কালিমাকে অস্বীকার করতে পারবে না এবং অবশ্যই গ্রহন করবে।

ডলি ম্যাডাম একদিন ক্লাসে বলেছিলেন, "Friends, তোমরা কি সেমিস্টার ব্রেকে enjoy করো? এই ধরো, ইংল্যান্ডে পড়ার সময় আমি সেমিস্টার ব্রেকে মাঝে মাঝে night club এ যেতাম। সারারাত Dance করে বাসায় আসতাম। তোমরা কি ভাবছো - Drinks, Wine? না, আমি অতদূর যেতাম না। আমি বিয়ার দিয়েই কাজ চালাতাম। এর উপরে উঠতে আমার সাহস হয়নি, যত খারাপ হই না কেন, বিপদে পড়লে তো আল্লাহকেই ডাকি, তাই আল্লাহকে বেশী রাগাতে চাই না। গুনাহ করি হিসাব করে। এমন গুনাহ করবো কেন যে - বিপদে পড়ে ডাকলেও আল্লাহ আমাকে বাঁচাবেন না? ইউরোপে কিন্তু কেউ তোমাকে জোর করে কিছু করাবে না। তুমি নাইট ক্লাবে যাবে, নাচবে - না অন্য কিছু করবে - তোমার ব্যাপার। Democracy at it's best. Life enjoy করতে পারবে।

তারেক ভাই বলেছিলেন, কাউকে পরাজিত করতে আমাদেরকে বলা হয়নি, আমাদেরকে Win Over করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা কাউকে পরাজিত করবো না, আমরা একজন মানুষকে বিজয় করবো।

আমি বললাম, মানে কি?

তিনি বললেন, কারো বিশ্বাসকে ধ্বংস করবেন না। কারো মতাদর্শকে তার কাছে ভুল প্রমাণ করবেন না। তাকে সঠিক জিনিসটা বলে দিন - যদি তার হৃদয়ে সত্য থাকে তাহলে সে সত্যকে গ্রহন করবে আর সে যদি সত্য জানার পরও সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকে দেয়, তাহলে তো আর কিছু করার নেই।

যেদিন আপনি দেখবেন, শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠার জন্য জিন্সের প্যান্ট -গেঞ্জি পড়া মেয়েরা রাস্তায় নেমে আসছে - সেদিন বাংলাদেশে শরিয়া আইন কায়েম হয়ে যাবে। যেদিন আপনি দেখবেন, থ্রী কোয়ার্টার প্যান্ট পড়া ছেলেরা কানে দুল লাগিয়ে শরিয়া আইনের জন্য রাস্তায় নেমে আসছে সেদিন বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে। আমি তো সেই দিনের অপেক্ষায় আছি যেদিন আমার এই ভাই- বোনরা এই কথাটা বুঝতে পারবেন যে, ইসলাম মানে শুধু হিজাব, নামায, রোজা, হাজ্জ, যাকাত নয়; ইসলাম মানে জোর করে কাউকে বুরখা পড়ানো নয়। ইসলাম মানে তো Justice & Justice & Justice. ইসলাম মানে তো - যে অধিকার আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন - তা যেন কেউ কেড়ে নিতে না পারে - সেটা নিশ্চিত করা।

কিন্তু এই বিষয়টা কি আলেমরা বুঝেন ? তারা তো পড়ে আছেন – চোখে সুরমা লাগানোর সুন্নতি তরিকা কি হবে - সেই বিষয়ে গবেষণা নিয়ে। মুসলিমদের আজকে পায়ের নিচে ম্যাটি নেই। তার মায়ের, বোনের, স্ত্রী, কন্যার কোন নিরাপত্তা নেই - যে যখন খুশী তখন - তাদেরকে ধর্ষণ করছে। মুসলিমের বাড়ি ঘর - যার ইচ্ছা সে দখল করে নিচ্ছে - তখন ওরা হাদিসের বই খুলে 'চোখে সুরমা লাগানোর সুন্নতি তরিকা' খুঁজছে। এই দেশের আলেমরা হচ্ছে ভারতের 'র' এবং ইসরায়েলের 'মোসাদের' এজেন্ট। ওরা ইসলামকে এমন ভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে যে- মানুষ বলে, " সর্বনাশ, ইসলাম গ্রহন করা তো অসম্ভব"।

পৃথিবীর বুকে আমি একা, সারা পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে আমার পাশে দাঁড়াবে। গুমঘরে রেবের এক অফিসার বলেছিল, " তুই যদি আমাকে সিজদাহ করিস তাহলে তোকে আর মারবো না আর যদি সিজদাহ না করিস তাহলে তোকে ইলেকট্রিক শক দিবো"। ঐ জায়গায় আমাদের আল্লাহ ছাড়া সাহায্য করার কেউ নেই। ২-৩ দিন পরপরই বলা হত যে, "আজকে রাতে তোকে নিয়ে নাটক বানাবো। কোন মাঠে নিয়ে মেরে ফেলে বলব যে, ক্রসফায়ারে মরে গেছে" বা "কোন ঘরে বোমা দিয়ে হত্যা করে বলব যে, বোমা বানাতে গিয়ে মারা গেছে"।

এদিকে মসজিদে মসজিদে জুম্মার বয়ানে মসজিদের ইমামরা বলত, ইসলামে জ*বাদ নেই। তারা যেন পরোক্ষভাবে বলত যে, আমরা জ*। ঐ সময় আমাদের ঐ পরিস্থিতির জন্য বাংলার আলেম সমাজের দায় - অন্যদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

একদিন, রেবের এক অফিসার বলল, তোরা বলিস গণতন্ত্র শিরক কিন্তু কোন আলেম তো বলে না। যদি তুই কোন আলেম, মুফতি, মাওলানার নাম বলতে পারিস যে এই কথা বলে যে - গণতন্ত্র শিরক - তাহলে তোকে আর মারবো না, ছেড়ে দেবো। আহমদুল্লাহ, মিজানুর রাহমান আজহারী, আমীর হামযা, ইত্যাদি 'আলেম সমাজ' আমাদের উপর পুলিশ, ডিবি, রেব, ডিজিএফআই, সিটিটিসির অত্যাচারের জন্য দায়ী। জামাতে ইসলামীও দায়ী। এরা হচ্ছে দাজ্জাল বা দাজ্জালের সহযোগী।

আমাদের উপর সিআইএর আবিস্কার করা 'এনহান্সড ইনটেরিগেশন টেকনিক' প্রয়োগ করা হত। এটা আমি জানতাম না, পরে ইউটিউবে এই ব্যাপারে ভিডিও দেখতে গিয়ে দেখলাম যে, "আরে এই পদ্ধতিতেই তো আমাদের নির্যাতন করত দাজ্জালের বাহিনী (পুলিশ, রেব, ডিবি, ডিজিএফআই, সিটিটিসি)।

এজন্য আমি বইয়ের শুরুতে বলেছিলাম যে, যদি আপনি সিআইএ অফিসার গ্লেন কার্ল, মেরি ম্যাকার্থি, সিআইএ ইন্সপেক্টর জেনারেল জন হেলগারসন, প্রাক্তন সিআইএ কর্মকর্তা জন কিরিয়াকু , ফিলিপ জেলিকোর দেখা পেতেন তাহলে আপনি তাদের হাতে চুমু দিতেন এবং তাদের জন্য আল্লাহ এর কাছে দুয়া করতেন কারণ তারা 'এনহান্সড ইনটেরিগেশন টেকনিকের' বিরোধিতা করতে গিয়ে কেউ চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছেন বা চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন বা কোনঠাসা হয়েছেন। যে কোন ব্যাক্তি তাঁর সততা, মানবিকতার জন্য ধন্যবাদ পাবার অধিকার রাখেন। আল্লাহ উনাদের হিদায়াত করুক, আল্লাহ উনাদের হৃদয়কে ইসলামের জন্য খুলে দেক। আমিন।

এত এত পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাবার পর এখন অনেকে ভাবে, এরা নিশ্চয়ই অনেক বড় কোন পরহেজগার লোক হবে ! না ভাই, সে রকম কিছু না। পার্থক্য হচ্ছে কালিমা। কালিমা গ্রহন করার সাথে সাথে সবকিছু change হয়ে যায়। যে একবার জেনে বুঝে হৃদয় থেকে এই কালিমা গ্রহন করবে - সে কখনো কালিমা ছাড়বে না, ছাড়তে পারে না - এটা অসম্ভব – যেমন অসম্ভব অক্সিজেন ছাড়া বেচে থাকা।

তারেক ভাই বলেছিলেন, জ্ঞানের যে যুদ্ধে আমরা নেমেছি, এই যুদ্ধে আমরাই 'প্রতিরোধের শেষ দেয়াল' - 'লাস্ট লাইন অফ ডিফেন্স'। দাজ্জাল তার মতাদর্শ পৃথিবীর কোনায় কোনায় ছড়িয়ে দিয়েছে, দাজ্জাল যখন যা মন চায় - তখন তা করছে। হামলা করে সবকিছু ধ্বংস করে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, মানব সভ্যতা ধ্বংস না করে - সে থামবে না। এখন আমরাই দাজ্জালের বিরুদ্ধে 'লাস্ট লাইন অফ ডিফেন্স'। আমাদের পরে আর কেউ নেই। সে জন্য আমাদেরকে আমাদের পিছনে আরেকটি দেয়াল তৈরি করে যেতে হবে যাতে আমাদের পরে - তারা দাজ্জালের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায়। তখন তারা হবে 'লাস্ট লাইন অফ ডিফেন্স'। ইসা আঃ আসার আগ পর্যন্ত এটাই চলতে থাকবে।

আমরা যদি এই জ্ঞান বিতরণ না করে যাই তাহলে, এই সভ্যতা ধ্বংস হবার জন্য আমরাই দায়ী থাকব। আপনাকে ধরা পড়লে চলবে না, আপনি এই কথা বলতে পারবেন না যে - আমি ধরা পড়ে, নিহত হলে - শহীদ হয়ে জান্নাতে চলে যাবো কারণ এই মুহূর্তে এই জ্ঞান প্রচার করার আর কেউ নেই। দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে। আমাদের পরের জেনারেশনের জন্য এই মেসেজটা রেখে যান, তাদের মধ্যে একটা মানব দেয়াল রেখে যান - যারা দাজ্জালের বিরুদ্ধে জ্ঞানের লড়াই চালিয়ে যাবে। মুহাম্মাদ সাঃ এর মেসেজকে (কালিমাকে) বাংলা অঞ্চল থেকে হারিয়ে যেতে দিয়েন না আপনারা - এটাই আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ।

কালিমা গ্রহন করেন বা না করেন, ইসলাম গ্রহন করেন বা না করেন – এটা আপনাদের ব্যাক্তিগত ব্যাপার। অনুগ্রহ করে, ইসলাম নিয়ে আর মিথ্যা কথা বলবেন না। আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, ইউরোপও দাজ্জাল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ? হে সৌদি সরকার, হে মুহাম্মাদ বিন সালমান, তোমার কি হল যে, যেখানে ইউরোপ দাজ্জালের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সেখানে তুমি এখনো দাজ্জালের (ইসরায়েল, আমেরিকার) গোলামীতেই লিপ্ত থেকে গেলে?

হে আমার ধর্ষিতা বোন, হে আমার পতিতালয়ে বিক্রি হয়ে যাওয়া বোন, হে আমার নির্যাতিত গৃহকর্মী বোন আমাকে মাপ করো - আমি তোমাদের বাচাতে পারি নাই । হে আমার গুম হয়ে যাওয়া ভাই – বোন আমাকে মাপ করো - আমি তোমাদের মুক্ত করতে পারি নাই। হে আমার অবুঝ শিশু, আমি তোমার মুখে ২ ফোটা দুধ তুলে দিতে পারি নাই – তুমি অনাহারে কাঁতরে মরে গেছো যখন আমি প্রতিদিন পেট ভরে ভালো ভালো খাবার খেয়েছি - আমার এত অন্যায় - দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করে শহীদ হওয়া ছাড়া মাপ হবার নয়।

*** আমি এই বইটির দু'টি ending দিচ্ছি, যার কাছে যেটা ভালো লাগে - সে সেটা গ্রহন করতে পারেন।

সংশপ্তক

তারিখঃ অক্টোবর, ২০২৫

মেসের ঘরগুলো যেন মুখ খোলা মুড়ির টিন। ১০-১২ ফুটের ঘরে ৬ জন থাকো। এতে অবশ্য সিট ভাড়া কম পড়ে। আমার অবস্থা বেগতিক, মাসে ৪ হাজার টাকা দিয়ে চলতে হবে। মেস ভাড়া, খাবার খরচ দিয়ে দিন পার করি। আমি বাহিরে কিছু খাই না, তবে কোন দিন খাবারের টাকা না থাকলে ৫ টা চকলেট কিনে খেয়ে নেই। ওতেই সারা দিন পার। আমি থাকি কেরানীগঞ্জে, এখানে ৩২ টা ঘর আছে যাকে খাটি বাংলায় বলে বস্তি। গতকাল রাতে পিকনিক হল - চাঁদা ১৫০ টাকা। আমি শুনেই মেস থেকে বেরিয়ে গেলাম। ১৫০ টাকা দিয়ে ৩ দিন সুন্দর চলা যাবে। এরা কেন যে এত অপচয় করে।

কিন্তু গেটের কাছে যেতেই বীথি ডাক দিলো - ভাইয়া, আপনার কাছে টাকা হবে - বাবুটা মাংস খায়নি ৬ মাস হয়, পিকনিক হবে শুনে খুব মাংস খেতে চাইছে……..ওর বাবার কথা তো জানেন-ই, কোন কাজে নাই।

- এখন কি চাচ্ছেন, তাই বলেন।

ঐ পিকনিক হচ্ছে তো……ভাবলাম, যদি ২০০ টাকা ধার দেন, পিকনিকও করা হল বাবুর মাংস খাওয়াও হল।

এরা টাকা ফেরত দিতে পারবে না। কিন্তু ৫০ টাকা বেশী নিলো কেন বুঝলাম না... নদীর ধাঁরে হাটতে আমার ভালো লাগে। মাঝে মাঝে বসি, বাদাম খাওয়া যায়। আজকে হবে না, ২০০ টাকা চলে গেছে। সন্ধ্যা নেমেছে। সূর্যের রক্তিম আভা - আকাশের নীলকে আলিঙ্গন করছে।

আরে, রিয়াজ না? কোর্ট – প্যান্ট পড়া এক লোক। চিনতে পারলাম। ভার্সিটির ডালিম। বহু বছর চলে গেছে। চেনা কঠিন। তাছাড়া ওদের সাথে এখন আমার দূরত্ব অনেক। ও নিশ্চয়ই কোন কোম্পানির বড় পদে আছে বা ব্যাংকে।

- ডালিম, দোস্ত, তুই! কেমন আছিস? এত বছর পর!

- হুম, তুই ভালো? সৌজন্যমূলক কথাবার্তার পর ডালিম যা বলল, শুনে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল।

জানিস তো ডলি মেম জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। এখন হাসপাতালে। জাতির ক্রাশ – কি যে হল – উনাকে জ* মামলায় কেন ধরল, বুঝলাম না। জানিস তো উনার বাবা আর্মির কর্নেল ছিলেন। লাভ হয়নি - ডিজিএফআই বলে কথা। সেনাপ্রধান নাকি ওদেরকে 'আব্বা' ডাকে। কর্নেলের মেয়েকে ওরা আর কি দাম দিবে।

- মেমের বাবা যায়নি উনাকে ছাড়াতে?

- সে তো মারা গেছে বহু আগে। মেমের হাসব্যান্ড মেমকে divorce দিসে তাও ১৭-১৮ বছর হয়ে গেছে।

- কেন divorce দিসে, কেন?

ডালিম ওর মাথাটা আমার কাছে এগিয়ে এনে বলল, জ*বাদ। কিছু বুঝলি, আরে ভাই, তবে আর বলছি কি? বিশ্বাস হয়?

- আমার বুকের ভিতরে কেউ হাতুড়ী পিটা শুরু করেছে। উনাকে ধরল কেন? কি করেছিল?

- কিচ্ছু না। হাসিনাকে নিয়ে কিছু লিখেছিল আর কালিমার কি যেন অর্থ লিখে পোস্ট দিত। ভাইরে ভাই, হাসিনা কি জিনিস, আর্মি অফিসার সব কয়টা ভেজা বেড়াল হয়ে গেলো। এত ট্রেনিং, এত কমান্ডো, প্যাঁরাট্রুপার (Paratrooper) – সব কয়টা হাসিনার ভয়ে প্যাঁরা সন্দেশ হয়ে গেলো - বলেই ডালিমের অট্টহাসি। যাই বলিস ভাই, হাসিনা আমাদের জাত চিনিয়ে দিয়ে গেছে - জাতির সূর্য সন্তান – সব ভেজা বেড়াল। ডালিমের আবার হাসি। এখন ১৭ বছরের পলাতক – Mr. তারেক আসছে। এসেই দেশকে ধর্ষণের গণজোয়ারে ভাসিয়ে দিসে। এতদিন ছিল স্বৈরাচারের বাংলাদেশ, এবার হবে ধর্ষণ আর দখলের বাংলাদেশ। কোটার প্রধানমন্ত্রী বলে কথা - এর চেয়ে বেশী আর কি আশা করা যায়? বাংলাদেশ ধন্য – এত বড় পলাতক আসামীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পেয়ে। তাও ৫-৭ বছর না ১৭ বছরের পলাতক আসামী ……… ডালিম হাসতে হাসতে মাটিতে পড়ে গেলো।

- তুই মাথা মোটাই রয়ে গেলি রে!

- সবাইকে বলি নাকি, তোকে বললাম। জোকারের দেশে থেকে না হাসলে হবে!

- আচ্ছা তুই এত খবর পাস কোথায়?

- আমাদের ফেসবুকে গ্রুপ আছে না - ঐখানে সব জানা যায়।

- ম্যাডাম কোন হাসপাতালে আছে?

- কেন, তোর দরকার?

-হুম, দরকার।

- আচ্ছা দেখি। ডালিম কাকে যেন ফোন দিলো।

- সিএমএইচ-এ। তুই যাবি নাকি?

- ম্যাডামের নাম সানজিদা আফরিন না?

- তবে উনাকে গুম ঘরে ডিজিএফআই 'জবা ফুল' নামে ডাকত। পেপারে এসেছে, পড়িস নি?

- মিস করে গেছি হয়তো। আমি মনে মনে ভাবছি, 'জবা ফুল'; জবা ফুল কেন – ও আল্লাহ! আমাকে মাপ করো। আমার হাত-পা কাঁপছে।

- যাই বলিস ভাই, ম্যাডামের সাহস আছে। যখন আর্মির জেনারেলরা ফুল নিয়ে হাসিনার পায়ের কাছে পড়ে থাকত তখন ম্যাডাম একদম ডাইরেকট ফেসবুক অ্যাকশন। হাসিনাকে নিয়ে যেই পোস্ট উনি দিসিল – পড়লে তোর মাথা ঘুরে যাবে, কি সাহস মহিলার – কর্নেলের মেয়ে বলে কথা।

- আমি মনে মনে বললাম, 'না, ঐটা খালিদ বিন ওয়ালিদের রক্ত।

ডালিম চালিয়েই যাচ্ছে। পোলাপান কি এমনি মেমের প্রেমে পড়তো। কি পারসোনালিটি ছিল মেমের। পোলাপান এত জ্বালাতন করত, তবু নিজেকে change করে নাই। ছাত্র – ছাত্রীদের friend (বন্ধু) বলেই ডাকতো। মেমের দিকে তাকালেই তো ১০ বছরের ঘুম শেষ, কথা শুনলে জীবনে আর ভুলতে পারবে না ঐ নারীকে। মেম কিন্তু বুরখা পড়ত না - তারপরও কিভাবে যে উনি জ* হয় - বুঝি না। ঘাপলা আছে।

- আমি যাইরে। শরীরটা ভালো লাগছে না।

- চলে যাবি? আর একটু বস, এত দিন পর দেখা, একটু হাসি।

- আচ্ছা ৫ মিনিট।

- দোস্ত, বুঝলি, সালাহউদ্দিন বেচারার জন্য আমার মায়াই লাগে। সব ডিসিশান নেয় তারেক আর মানুষ গালাগালি করে সালাহউদ্দিনকে। বেচারার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার-ই ধ্বংস করে দিচ্ছে। শেষে সালাহউদ্দিন আর কি করবে - সংসদে ওরা যে শপথ নেবে না - এই বক্তব্যের শেষে এই কথা বলে দিসে যে, "আমি আমার দলীয় সিদ্ধান্ত আপনাদের জানালাম" তবু যদি মানুষের গালাগালি থেকে বাঁচতে পারে। এদিকে তারেক বসে বসে হাসতেসে - 'পাঠাটা বেচে গেলো'। যাই বলিস ভাই, সালাহউদ্দিন লোকটার বুদ্ধি আছে। তারেকের চালাকি ধরে ফেলসে। আর ভীতু বাঙ্গালী তারেককে নিয়ে কিছু বলতে ভয় পায়। এই মন্ত্রী, ঐ মন্ত্রী, ঐ নেতাকে টার্গেট করে। আরে বোকার দল, যাই কিছু ঘটুক না কেন -তোমরা ধরবা তারেককে কারণ ঘুড়ির নাটাই তো ওর কাছেই। যদি তোমার এলাকার ওয়ার্ডের নেতা ধর্ষণ করে - তোমরা বলবা, 'তারেক তার দলের লোককে ধর্ষণের লাইসেন্স দিয়ে রাখসে তাই দেশে ধর্ষণ বেড়ে গেছে বা তারেক ধর্ষণ কন্ট্রোল করতে পারতেসে না - ওকে বাদ দাও। তোমার সব কথা, অভিযোগের লক্ষ্যবস্তু হবে তারেক। ভয় পাও? ভয় পেয়ো না। তুমি যদি প্রতিপক্ষ হিসেবে একটা ছাগলকে গ্রহন করো তাহলে তুমি ছাগল হয়ে যাবা আর তুমি যদি বাঘকে প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রহন করো তাহলে আল্লাহ তোমাকে বাঘ বানিয়ে দিবেন অথচ তুমি কখনোই বাঘ ছিলে না। তবে শর্ত হচ্ছে তোমাকে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে থাকতে হবে। তোমাকে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। কথা বলা শিখতে হবে। বক্তব্য দেয়া শিখতে হবে।

- আমি যাইরে।

সিএমএইচে ঢুকেই বিপদে পড়লাম। ম্যামের নাম বলতেই – দুনিয়ার প্রশ্ন। আপনি কে হন? ছাত্র? উনি আপনাকে চিনে? কেমন ছাত্র? উনাকে তো অন্য কেউ দেখতে আসেনি? এদিকে গতকাল রাত থেকে আমি শুধু কেদেই যাচ্ছি। ২৫ বছর চলে গেছে - মেমের রুমে ঢোকার আগেই আমার কান্না চলে আসছিল।

মেমের রুমে ঢুকতেই আমি যাকে দেখলাম, তাকে আমি চিনি না। এত রুগ্ন মেম কিভাবে হলেন – সেটাই তো আশ্চর্য। আমার আর বুঝতে বাকি থাকল না যে - কেনো উনার কোড নেইম "জবা ফুল" রেখেছিল

ডিজিএফআই, রেব। মেম গুম ছিলেন ১ বছর ৯ মাস, তারপর জেলে, জামিন নাই। শেষে এক কর্নেলের মরণ পণ চেষ্টায় সেনাবাহিনীর ঘুম ভেঙ্গেছে।

মেম, আমি রিয়াজ।

- কে?

- আমি, আমি রিয়াজ, আপনার ছাত্র।

মেম স্তম্ভিত। আশ্চর্য – এটা কি স্বপ্ন? বললেন, কেমন আছো? এত দিন পরে?

আপনি ভালো আছেন? বলতেই আমার চোখ থেকে পানি পড়তে লাগল।

- ভালো, বসো। মেম নার্সের দিকে তাকালেন – আমরা কি একটু কথা বলতে পারি?

নার্স চলে গেলে মেম বললেন, "তুমি এসেছো, খুশী হয়েছি। আমার হাতে বেশী সময় হয়তো নেই। তোমাকে কিছু কথা বলে যাই –

মেম বললেন, "ছোট বেলায় স্পাইডার ম্যান, সুপার ম্যান দেখেছো না? এগুলো ওরা দেখায় আর ছোট বাবুরা এগুলো খুব ভালোবাসে, কেনো জানো ? প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ এমন যোগ্যতা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান যেন সে আল্লাহ এর প্রতিনিধি হয়ে পৃথিবীতে আল্লাহ এর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। ছোট শিশুরা এমন কিছু খুঁজে যাকে আঁকড়ে ধরে তার সেই যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ করতে পারে। স্পাইডার ম্যান, সুপার ম্যান দেখে সে মনে করে স্পাইডার ম্যান, সুপার ম্যান হচ্ছে তার সেই উপায় যার মাধ্যমে সে পৃথিবী বিজয় করতে পারবে। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো - কোন জিনিসকে শিশুরা আসলে খুঁজে? তাকে পৃথিবীতে পাঠানোর আগেই জানানো হয়েছিল যে, "তোমাদের জন্য আমার (আল্লাহর) পক্ষ থেকে পথ নির্দেশ আসবে"। ছোট বাবুরা সেই পথ নির্দেশটাই খোঁজে। কিন্তু তোমরা তার হাতে তুলে দাও স্পাইডার ম্যান আর সুপারম্যান। ধীরে ধীরে সে যেই জিনিসটা খুজেছিল - পৃথিবী বিজয় করার জন্য সেটাই সে ভুলে যায়। সে পথ নির্দেশ নেয় পরিবার, সমাজ, ভণ্ড আলেম,ওলামাদের থেকে - যারা তাকে ভুল পথে ধাবিত করে। পরিবার, সমাজ তাকে মৃত্যুকে ভয় পাওয়া শিখায়, স্বার্থপরতা শিখায়, মিথ্যা বলা শিখায় – একই সাথে সে লেখাপড়া শিখে সমাজের উপরের স্তরে চলে যায় – তারপর সে ঘুষ খায়, চুরি করে, দখল করে, ধর্ষণ করে, গুম করে, টাকা পাচার করে, নিজের বাহিনীর অফিসারদের নিজেই হত্যা করে বা আর্মির লোক হয়ে আর্মির লোককেই গুম করে।

মেম একটু থামলেন। কিছুক্ষন পর আবার বলা শুরু করলেন।

- যদি কোন দিন তাকে কোরআন বুঝে বুঝে পড়ার কথা বলা হয় – তাহলে সে পড়তে বসলেও কোরআন পড়ে কোন মজা পায় না - কারণ তার চিন্তাশক্তিকে তত দিনে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তাকে বলা হয়েছে, কোরআন থেকে তোমার খুঁজে বের করার আর কিছু নেই। সব আগেই আলেমরা বের করে ফেলেছেন। যেখানে তাকে চিন্তা করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে না - সেখানে সে মজা পাবে কিভাবে? ছোট বাবুরা বিশ্ব বিজয় করার জন্য যে উপায় খুঁজেছিল তা হচ্ছে কোরআন। ছোট বাবুরা যে পথ নির্দেশ খুঁজেছিল তা হচ্ছে কোরআন কিন্তু এখন সে কোরআন পড়ে আর কোন মজা পায় না।

তারপর আল্লাহ এদের মধ্যে থেকে কিছু কিশোর-যুবককে বাছাই করে নিলেন -যাদেরকে তিনি নিজে জ্ঞান দিলেন। তারা কোরআন পড়ে দেখলো - কোরআনেই বলা আছে কিভাবে তুমি নিজেকে বিজয় করবে, সমাজকে বিজয় করবে, পৃথিবী বিজয় করবে। যত দিন পৃথিবীর কোথাও কোন অন্যায় থাকবে, কোন শিশু অনাহারে থাকবে ততদিন তোমাদের চেষ্টা যেন না থামে। তোমরা যেন নির্যাতন, অত্যাচার , মৃত্যু ভয়ে পিছপা না হও। তোমরা এমন কিছু অর্জন করো না - যার মায়ায় তোমরা এই পথ থেকে সরে যাও। মনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের এমন জ্ঞান দান করেছেন যা তিনি অন্যদের দেন নি।

মেমের শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। উনি হেঁচকি দিতে থাকলেন। আমি নার্সকে ডাকতে যাবো। মেম আমার হাত ধরে আটকে দিলেন। কিছুক্ষন চুপ থাকার পর তিনি বললেন।

- রিয়াজ আমার সময় প্রায় শেষ, আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনো।

চোখের পানি তুমি থেমে যাও, আমাকে মেমের কথা শুনতে দাও; আমি মনে মনে বললাম, হে রিয়াজ, চোখের পানি ছাড়া আর কিছুই কি করার নেই তোমার?

মেম বলে চললেন, তোমাদের আল্লাহ এমন কিছু জানিয়েছেন যা অন্যদের জানান নি। তাই ওরা ভয় পায় – তোমরা ভয় পাও না। আল্লাহ তোমাদের হৃদয় থেকে মৃত্যুর চিন্তা, জান্নাতের চিন্তা, জাহান্নামের চিন্তা সরিয়ে দিয়েছেন, তোমরা জানো না - অন্ধকারে তোমাদের দিকে কি ছুটে আসছে - তবু তোমরা ছুটতে থাকো। তোমাদের আল্লাহ যে জ্ঞান দিয়েছেন তা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দাও। তোমাদের যদি বলা হয়, তোমাকে রেব, ডিজিএফআই খুঁজছে, তোমরা বলঃ ডিজিএফআই, রেব ঐটা আবার কি জিনিস – আমরা তো তাদেরকে মানুষ ছাড়া অন্য কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তোমরা হচ্ছ, সূরা আদিয়াতের ঘোড়া যাদের দিকে দুনিয়ার সকল অস্ত্র 'তাক' করে রাখলেও সে বুঝে না - তার দিকে কি 'তাক' করা হয়েছে কারণ এই বিষয়ে তাকে কোন জ্ঞানই দেয়া হয়নি - সে সবুজ ঘাসের মাঠে ঘুরে বেড়ায়, সে নির্লিপ্ত। যখন তাকে যুদ্ধের মাঠে ছেড়ে দেয়া হয় তখন সে সামনের দিকে ছুটতে থাকে। তোমরা কিভাবে এমন হলে তা এই ঘুমিয়ে পড়া জাতিকে জানাও। কোন অবস্থায়ই সত্য প্রচার বন্ধ করো না। সত্য প্রচার করো, সত্য প্রচার করো, সত্য প্রচার করো ।

মেম আবার কাশতে শুরু করলেন, এবার কাশীর সাথে রক্ত আসল।

আমি নার্সকে ডাকতে যেতে পারছি না। মেম আমার হাত ধরে আছেন। আমি উনার হাতের কাপুনি অনুভব করতে পারছি। উনি উনার শেষ শক্তিটুকু দিয়ে আমাকে কথাগুলো বলছেন।

আমি যেমনিভাবে আমার জীবন বাঁচানোর জন্য নার্সকে ডাকতে যাওয়ার চেয়ে এই কথাগুলো বলাকে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি তেমনিভাবে নিজের জীবন বাঁচানোর চেয়ে কালিমার কথা প্রচার করাকে বেশী গুরুত্ব দিও, ইসলাম অর্থাৎ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকে বেশী গুরুত্ব দিও। খালি হাতে গুলির জন্য বুক খুলে দেয়ার দিন শেষ। তোমাকে ওরা মেরে ফেলল, তারপর…কোন কিছু পরিবর্তন হল না। এভাবে পরিবর্তন হয় না……………..।

মেম হাফাচ্ছেন।

মেমের শেষ কথা ছিল,"এক স্বৈরাচার যাবে আরেক মুনাফিক আসবে - যে তোমাদের রক্তকে অস্বীকার করবে। মুহাম্মাদ সাঃ এর দেখানো পথ ছাড়া মুসলিম সমাজে পরিবর্তনের অন্য কোন উপায় নেই। আর পথটি খুব সোজা। তুমি সমাজের সকলকে নিয়ে এগিয়ে যাবে। তোমার দলে বুরখা পড়া নারী থাকবে আবার জিন্সের প্যান্ট, গেঞ্জি পড়া নারীও থাকবে, টুপী - দাড়িওয়ালা লোক থাকবে আবার থ্রি কোয়াটার প্যান্ট পড়া, কানে দুল দেয়া ছেলেও থাকবে। (*)

মেম, আমি এই ব্যাপারগুলো জানি, আমি অন্যদের এই ব্যাপারে বুঝিয়ে বলব। এখন আমি নার্সকে ডাকতে যাই।

রিয়াজ, তুমি কি আমার কথাগুলো ভালোভাবে শুনেছো ?

- জি।

- তুমি আমার কাছে আর এসো না। বাহিরে লোক দাঁড়ানো আছে, ওরা তোমাকে ফলো করবে। আমি যদি মারা যাই – আমাকে যেন জানাজা ছাড়াই দাফন করা হয়।

- কেন?

- যারা ঘুষ খায়, যাদের জন্য আমার গরীব বাচ্চারা খেতে পায় না- তারা আমার জানাজা দিক – সেটা আমি চাই না। তোমরা আমার জানাজা দিতে পারো কিন্তু তোমাদের খবর দিবে কিভাবে?

- মেম, মসজিদের আলেম, ইমামরা আপনার জানাজা দিবে?

- ছি ছি, ওরা সত্য গোপনকারী, ধর্ম ব্যবসায়ী। ওদের জন্য এই জাতি ঘুমিয়ে আছে। ওরা যেন আমার লাশের কাছে না আসে। যাদের সাথে পৃথিবীতে থাকতেই কোন সম্পর্ক ছিল না - মৃত্যুর পর তাদের সাথে কিসের সম্পর্ক।

- তাহলে, আপনি লিখে দিন, আপনাকে যেন জানাজা ছাড়াই দাফন করা হয়। আমি মুখে বললে বা আপনি মুখে বললে তো কর্তৃপক্ষ মানবে না।

- এজন্যই তোমাকে বললাম, তুমি একটা কাগজে লিখে দাও। " আমাকে যেন জানাজা ছাড়াই দাফন করা হয়"। আমি স্বাক্ষর করে দিচ্ছি। দুই জন সাক্ষীও ডেকে আনো।

আমার হাত কাঁপছে আর আমি লিখছি, “আমাকে যেন জানাযা ছাড়াই দাফন করা হয়"।

কাগজে এই কথা লিখতে লিখতে আমার মনে হল – আরে! মেম কি শহীদের মর্যাদা পাবেন নাকি? উনার জানাজা দেয়ার জন্য উপযুক্ত একজন লোকও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আল্লাহ এর রসূল সাঃ তো একমাত্র হামজা রাঃ ছাড়া অন্য কোন শহীদের জানাজা দেন নি।

আমার লেখা শেষ হলে , নার্সকে ডেকে আনলাম। মেম যা বলার বললেন। আরও লোকেরা আসল। সবাই বিস্মিত। এটা কিভাবে সম্ভব?

আমি বাহিরে বের হয়ে গেছি। এই পথে কত বিস্ময়কর ঘটনা দেখেছি। ফেরায়ুনকে আল্লাহ জীবিত থাকতেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, তার ঈমান আনা আল্লাহ গ্রহন করবেন না। কিছু সাহাবীকে জীবিত থাকতেই জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। আজকে কি আমি এমন কাউকে দেখলাম – যার ব্যাপারে জীবিত থাকতেই এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে - সে একজন শহীদ।

....

(*) মূর্খ আলেমরা খালেদা জিয়ার জানাজার পর খালেদা জিয়ার জানাজা ঠিক মত দেয়া হয়েছে কি না - এটা নিয়ে বিতর্ক জুড়ে দিলো। আহলে হাদিস আলেম মুজাফফর বিন মহসিন ফতোয়া দিলেন খালেদা জিয়ার জানাজা দেয়া হয় নাই কারণ জানাজায় সূরা ফাতিহা পড়া হয় নাই। অন্য দিকে কিছু আলেম বললেন, "জানাজা দেয়া ঠিক হয়েছে। জানাজায় কোন ভুল হয় নাই" কি আর বলব – মূর্খগুলো বুঝে না যে - তাদের এই সকল বিতর্ক-আলোচনায় মৃত ব্যাক্তির সন্তান (তারেক জিয়া), আত্মীয়-স্বজনরা কষ্ট পায়।

জানাজা দেয়া হয়ে গেছে, দাফন করা হয়ে গেছে - তারপর এই সব আলোচনা কেন? ওরা যে গাধা সেটা আপনারাও জানেন - তারপরও আপনারা তাদেরকে আলেম বলেন। আপনি মরে যাবেন কিন্তু আপনার মৃত্যুকে ঘিরে এই আলেমরা আপনার পরিবারকে শান্তিতে থাকতে দিবে না। আপনারা যদি এই সব আলেম বাদ দিয়ে নিজেরা কোরআন বুঝে বুঝে পড়তেন এবং নবীর জীবনী গ্রন্থ "আর রাহিকুল মাখতুম" পড়তেন তাহলে অনেক বেশী উপকৃত হতেন। এই সকল আলেমরা আপনাদের ব্যর্থ করে দিবে - এটা আপনারা নিজেরাও বুঝেন।

2nd ending Or Alternative ending

আমার হাতে খুবই অল্প টাকা থাকে। কেরানীগঞ্জ থেকে সিএমএইচ অনেক দূর। নদী পার হয়ে হাঁটা শুরু করবো। তারপর বাসে।

আপনাদের যারা মেমের এই অবস্থার জন্য আমাকে দোষারোপ করছেন – তাদের জন্য – আমার কাজ হচ্ছে মেসেজ পৌঁছে দেয়া। তারপর এটা আপনার personal choice. আল্লাহ এর রসূলের (সাঃ) জীবনে যা ঘটেছিল, সাহাবীদের জীবনে যা ঘটেছিল তার কিছুই আপনার জীবনে ঘটবে না - আর আপনি জান্নাতে চলে যাবেন – এটা কিভাবে সম্ভব? আল্লাহ তো ন্যায় বিচারক। কিছু লোককে অত কষ্ট করে জান্নাতে যেতে হবে আর আমি বসে আছি ফ্রিতে জান্নাত পাবার আশায়? সাহাবীদের জীবনে যা এসেছিল তার কিছুতো আপনার জীবনেও আসবে। সূরা ফাতিহা পড়ে প্রতিদিন আপনিই তো আল্লাহ এর কাছে এই রাস্তা চান – তাহলে এখন এত অভিযোগ কেনো? আমেরিকা আফগানিস্থানে যুদ্ধে করেছে - তাদের কত সৈন্য মারা গেছে, কত আহত

হয়েছে, তারা অপরিচিত পরিবেশে কত পরিস্রম করেছে, রাশিয়া যুদ্ধ করছে, তাদের সৈন্য মরছে, ইউক্রেনের সৈন্যরা মরছে - তাদের কোন অভিযোগ নেই, যত অভিযোগ আমাদের মধ্যে।

সিএমএইচ-এ কোন সমস্যা হয়নি। তারা বেশ helpful.

মেমের রুমে ঢুকে সালাম দিতেই মেম চোখ কুঁচকে তাকালেন। রিয়াজ না - বেশ চওড়া হাসি দিয়ে বললেন – বসো বসো।

এই পারসোনালিটি-টাই আমাদের মুগ্ধ করে দিত। উনার সাথে দেখা হয়েছে ২৫ বছর পরে অথচ এমন ভাবে কথা বললেন যেন – উনার সাথে আমার ১ সপ্তাহ আগেই দেখা হয়েছিল। কত যেন পরিচিত।

- আমি হাসি দিয়ে বললাম, কেমন আছেন?

- ভালো কিন্তু তোমার ব্যাপারে অভিযোগ আছে যে -

- আমি স্মিত হাসছি। মনে মনে ভাবলাম, অভিযোগ আসবে কোথা থেকে?

- আমি এত কষ্ট করে জেল খেটে নেকি উপার্জন করলাম আর তুমি এমনি এমনি আমার সমান নেকি নিয়ে নিলে।

- আমি ব্যাপারটা বুঝেও বললাম। কিভাবে?

- তুমিই প্রথম আমাকে কালিমা নিয়ে আর্টিকেল দিয়েছিলে, ভুলে গেছো?

- একজনে কাছেই তো আপনি ইসলাম শিখেন নি। আমার পরে আরও অনেকের সাথে হয়তো আপনার পরিচয় হয়েছে। তাছাড়া আপনি ও নিশ্চয়ই অনেককে কালিমা সম্পর্কে বলেছেন যারা ইসলাম গ্রহন করে জেল খেটেছে।

- আমি কিন্তু কোন দলে যোগ দেইনি। Have you?

- আমিও না।

- তুমি যে আমার সাথে আর দেখা করতে আসলে না?

- আপনার সাথে আর দেখা করার প্রয়োজন ছিল না। আপনি অস্থিরতা অনুভর করছিলেন। মানে decision নিতে পারছিলেন না - It shows your heart understood the message but it felt fear of society and other things. আপনি ভাবছিলেন ইসলাম গ্রহন করলাম, গনতন্ত্র শিরক সেটাও মেনে নিলাম। তারপর -?

- exactly. I know, I know. এই জায়গাতে একটা গর্ত আছে - যেটা দিয়ে শয়তান আমাদের ধরে ফেলে। আল্লাহ বলেছেন, "কেউ জানে না - আগামীকাল সে কি অর্জন করবে?" আমরা ধরে নিয়েছি, আল্লাহ এখানে টাকা-পয়শা উপার্জনের কথা বলেছেন – মেম হাসতে লাগলেন। কত বোকা আমরা। আল্লাহ বলেছেন, তুমি আগামীকাল কত নেকি অর্জন করবে বা আল্লাহ তোমাকে দিয়ে ইসলামের কত বড় কাজ আদায় করে নিবেন তা তুমি জানো না। সুতরাং, মন খারাপ করো না, টেনশন করো না, আগামীকাল কি করবে -সেটা আল্লাহই তোমার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। আল্লাহ কি বলেন নি যে - আল্লাহ is the best of Planners.

সুতরাং কালিমা গ্রহন করলাম, গনতন্ত্র শিরক মেনে নিলাম – তারপর? এই চিন্তা আপনাকে করতে হবে না। আল্লাহ ঠিক করবেন - আপনাকে আগামীকাল আল্লাহ ইসলামের কি কাজ করতে দিবেন – কত নেকি উপার্জনের সুযোগ দিবেন। আজকে কালিমা গ্রহন করুন, কালকের কাজ কালকে দেখা যাবে। এখন কি করবো? কোন রাস্তাই তো পাই না - এটা হচ্ছে শয়তানের একটা ফাঁদ – সে আপনাকে হতাশ করতে চায়।

আল্লাহ যদি হেরা গুহায় কোরআনের প্রথম ৫ আয়াত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর নাযিল করেই বলতেন আগামীকাল আপনাকে মক্কা -মদিনা বিজয় করতে হবে - তাহলে ? আল্লাহ জানেন আপনি মাত্র ইসলামে ঢুকছেন - তাই তিনি আপনার অন্তরে অত বেশী কাজের চিন্তা এখন-ই দিবেন না। এখন আপনি ইসলামের কাজ করার কোন রাস্তা পাবেন না - এটা আপনার প্রতি আল্লাহ এর রহমত। আল্লাহ আপনাকে ভেঙ্গে ফেলতে চান না। কচি চারায় বেশী ভার দিলে কি হবে - গাছ ভেঙ্গে যাবে।

আমি বুরখা পড়তে চাইতাম না। আমার ভালো লাগত না। আল্লাহ আমাকে শিখিয়ে দিলেন, আমি এমন ভাবে সালোয়ার কামিজ উরনা পড়ি যে আমার পুরা পর্দা হয়ে যায়। অবশ্য বাংলাদেশের আলেমদের কাছে হবে না। এই যে তুমি আমি গল্প করছি। এটা শুনলে তো - ওদের মাথা খারাপ হয়ে যাবে - ওরা স্ট্রোক করবে, কারো কারো হার্ট অ্যাটাক। ওরা এমন ভাবে কথা বলবে যে, তোমার মনে হবে, একটা ছেলে - একটা মেয়ে এক রুমে কথা বলল - এজন্য আল্লাহ পুরো দুনিয়া ধ্বংস করে দিবেন। অথচ এটা কোন গুনাহ-ই নয় এবং এটা হারাম কিছুও নয়। আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে, যদি কোন নারী - পুরুষ একা একা থাকে তাহলে তারা যেন সতর্ক থাকে। ব্যাস এটুকুই।

মুহাম্মাদ সাঃ বলেছেন, " ………..একজন পুরুষ একজন মহিলার সাথে একা থাকে না, তবে তাদের সাথে তৃতীয় একজন থাকে - শয়তান……….।" (জামে আত-তিরমিযী ২১৬৫) (Behold! A man is not alone with a woman but the third of them is Ash-Shaitan. (Jami` at-Tirmidhi 2165)

- মেম, এই বিষয়গুলো আমি জানি। আপনি অন্য কাউকে এগুলো বলতে যাবেন না - বাংলার আলেম সমাজ জানতে পারলে আপনাকে কাফির, মুরতাদ ফতোয়া দিয়ে দিবে। তৌহীদি জনতা জানতে পারলে এজন্য আপনাকে হত্যাও করে ফেলতে পারে।

- মেম বললেন, হুম, ঠিক বলেছো। আমাদের চারিদিকে শত্রু।

- আপনার মেয়ে কোথায়? যোগাযোগ আছে?

- নরওয়ে। হুম, এখন কথা হয়।

- আচ্ছা, আজকে তাহলে যাই।

- মাঝে মাঝে এসো। অনেকদিন পর মন খুলে কথা বলতে পারলাম।

- আপনাকে ওরা হাসপাতাল থেকে রিলিজ দিবে কবে?

- ১৫-২০ দিন পর হয়তো।

*** আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার জন্য জিনদের (শয়তানদের) মধ্য থেকে একজন সঙ্গী নিযুক্ত করা হয়নি।"
অন্য একটি রিপোর্ট অনুসারে, "...তার জন্য জিনদের মধ্য থেকে একজন সঙ্গী এবং ফেরেশতাদের মধ্য থেকে একজন সঙ্গী নিযুক্ত করা হয়েছে।" (মুসলিম দ্বারা বর্ণিত, ২৮১৪)

আমাদের প্রত্যেকের সাথেই একজন করে শয়তান আছে, এখন কি আমাদেরকে হারাম বলে ঘোষণা করবেন আলেম নামে মূর্খরা?

মুহাম্মাদ সাঃ বলেছেন, " ………..একজন পুরুষ একজন মহিলার সাথে একা থাকে না, তবে তাদের সাথে তৃতীয় একজন থাকে - শয়তান………।" (জামে আত-তিরমিযী ২১৬৫) (Behold! A man is not alone with a woman but the third of them is Ash-Shaitan. (Jami` at-Tirmidhi 2165)

সারা পৃথিবীর আলেম সমাজ ইনিয়ে বিনিয়ে এই ফতোয়া দিয়েছে - কোন ছেলে কোন মেয়ের সাথে এক রুমে একা একা থাকতে পারবে না কারণ এটা তাদেরকে খারাপ কিছুতে নিয়ে যাবে। তাদের অন্তরে খারাপ চিন্তা আসবে। I ask them, আর কিছু? যদি একটি ছেলে একটি মেয়ে একা এক রুমে থাকা অর্থাৎ গল্প করা বা study করা হারাম হত তাহলে, আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) সেটা অবশ্যই বলতেন। তিনি তা বলেন নি। তিনি কেবল সতর্ক করেছেন যে, সেখানে তৃতীয় ব্যাক্তি থাকে শয়তান। 'Alone' বা 'একা থাকা' বলতে আমি বুঝি - ঘরের দরজা আটকে যদি ছেলে-মেয়ে থাকে তাহলে সেটা একা থাকা বলে ধরা হবে। যদি ফ্ল্যাটে আরও লোক থাকে এবং দরজা খোলা থাকে তাহলে সেটা একা থাকা 'alone' হিসেবে পরগনিত হবে না। যেমনঃ আমি আর মেম হাসপাতালের রুমে গল্প করছিলাম – সেটা একা থাকা নয় কারণ রুমের দরজা খোলা ছিল।
এখন একটি ছেলের বাসায় তার কলেজের মেয়ে তার সাথে গল্প করতে এসেছে। ফ্ল্যাটে কেউ নেই। শুধু ছেলে-মেয়ে একা, আর কেউ নেই। এখন যদি ফ্লাটের দরজা আটকে তারা গল্প করে তাতে তাদের কোন গুনাহ হবে না। আল্লাহ এর রসূল সাঃ এই ক্ষেত্রে শুধু সতর্ক করেছেন যে - তোমাদের মাঝে তৃতীয় ব্যাক্তি শয়তান আছে। সুতরাং, সাবধান, তোমরা সতর্ক থেকো - ব্যাপারটা এই পর্যন্তই। হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ এর রসূল সাঃ এই ক্ষেত্রে ঐ ছেলে-মেয়ের মধ্যে বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক যেন না হয় – এই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলেছেন। এখন সারা দুনিয়ার আলেমরা এই হাদিসকে পুঁজি করে যে সকল ফতোয়া দিয়েছেন – শুনলে মাথা ঘুরে যাবে। আপনি বলবেন, "এগুলি কোথা থেকে আসল? ইসলাম এত কঠিন। না, আমার পক্ষে ইসলাম গ্রহন করা সম্ভব নয়"। এভাবে হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা করে কত মানুষকে যে তারা ইসলাম থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে - আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

আমার দেশের অনেক আধুনিক মানুসিকতার বাবা-মা ও এটা মানতে পারবেন না। কিন্তু ইসলাম এটা allow করেছে। একটি ছেলে, একটি মেয়ে একা একা যে কোন ঘরে বসে দরজা আটকে গল্প করতে পারবে, পড়তে

পারবে। কোন অসুবিধা নাই। এতে কোন গুনাহ হবে না। আর আলেমরা যে সকল ফতোয়া দিয়েছে - 'না, না, এটা হারাম হবে; তাদের মনে যদি কোন চিন্তা আসে, blah, blah blah' - সর্বনাশ! দুনিয়া উল্টে গেছে, তারা এই কাজ করে দুনিয়া ধ্বংস করে ফেলছে।

যেখানে কোন মেয়ে বা নারীকে তার সম্মতিক্রমে চুমু দিলেও কিছু হয় না (***) - সেখানে এক রুমে বসে কথা বললে আলেমদের কাছে দুনিয়া উল্টে যায়। **এই গুলি আর কিছু না - এই গুলি হচ্ছে আলেম নামের মূর্খদের নারী বিদ্বেষ। তারা মেয়েদের চাকরি করতে দিবে না, ব্যবসা করতে দিবে না। তাই, এই সকল ফতোয়া। এরাই বলে, মেয়েরা চাকরি করবে কিভাবে? অফিসে বিভিন্ন কাজে বসের রুমে মেয়েদের একা একা যেতে হয়। তাই, মেয়েরা চাকরি করতে পারবে না।**

*** যারা এই বিষয়ে আরও জানতে চান তারা আমার বই "অবিশ্বাসী ও দুনিয়াদার সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার রূপরেখা ও গাজওয়াতুল হিন্দ" বইটি পড়ে নিতে পারেন। যদি কোন মুসলিম পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিকমত পড়ে তাহলে তার এই চুমু দেয়ার গুনাহ আল্লাহ এমনি এমনি মাপ করে দেন। এজন্য তাকে আল্লাহ এর কাছে আলাদা করে মাপ চাইবার দরকার নাই। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া তো এমনিতেই ফরয, তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোন নারীকে তার অনুমতিক্রমে চুমু দিলে কিছুই হয় না। তথ্য সুত্রঃ হাদিসঃ সাহিহ বুখারি ৫২৬

আহলে হাদিস গ্রুপের এক আলেম বলে, "পুরুষত্বহীন লোকেরা মা, বোনদের চাকরি করতে দেয়, স্ত্রীকে চাকরি করতে দেয়"। What NONSENSE? এই সব আলেম নামের মূর্খদের মাথায় ঘোল ঢেলে জুতার মালা পড়িয়ে সারা বাংলাদেশ ঘুরানো দরকার যাতে মানুষ এদের কথা আর কখনো না শুনে।

বাংলাদেশে আহলে হাদিস গ্রুপের আলেমদের টাকা দেয় সৌদি আরব সরকার। এরা হচ্ছে মুহাম্মাদ বিন সালমানের পোষা কুকুর। ভণ্ড আলেম আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাজ্জাক বলে, সৌদি বাদশাহ মুহাম্মাদ বিন সালমানের স্ত্রীর ছবি কোথাও নেই – কত বড় গুণ! মুসলিম শাসকের গুণ হচ্ছে তার বৌয়ের ছবি কোথাও দেখা যায় না। এত বড় গাধা থাকতে আমরা দেশে গাধা খুঁজে পাই না। জামাল খাসোগী হত্যা নিয়ে আহলে হাদিস আলেমদের কোনো কথা নেই। খাসোগী হত্যা নিয়ে জিজ্ঞেস করলে - ওরা বলবে, খাসোগীর ঈমান-আকিদা ঠিক ছিল না!!!

জামাত ইসলামীর আমীর উনার অনেকগুলো নির্বাচনী বক্তব্যে বলেছেন, "কোন মডেল বলেছে জামাতের জন্য সে বুরখা/হিজাব পড়তেও রাজি"। জামাতের আমীর এই কথা ফলাও করে প্রচার করেন কেন – আপনার জামাতের জন্য যেন দেশের মেয়েরা হিজাব/ বুরখা পড়তে বসে আছে? নাকি এখন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছেন পরে আপনি তাদের জোর করে হিজাব করাবেন? যদি আল্লাহ এর রসুলের সাঃ ইসলাম প্রচার করা হত- তাহলে মানুষ (আধুনিক ছেলে মেয়েরা) ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দিত। কিন্তু জামাত প্রচার করে

দাজ্জালের ইসলাম – তাই, তাদের ডাকে কেউ সাড়া দিবে না। এই সকল বুড়া দাদু দিয়ে কিছু হবে না - বর্তমানে মুসলিমদের লিডারের বয়স হতে হবে ৬৫ এর ভিতরে - এটা আমার মতামত। সে দাদুদের থেকে পরামর্শ নিবে। দাদুরা বর্তমান সমাজকে, জেনারেশনকে বুঝে না - তাই তাদের দিয়ে হবে না। যে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ করতে পারবে না - সে মুসলিমদের লিডার হবার যোগ্যতা রাখে না কারণ মুসলিমরা হচ্ছে যোদ্ধা জাতি। যুদ্ধ এদের রক্তে মিশে আছে। আমি গবেষণা করে পেয়েছিলাম যে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লোকদের শরীরে 'মুসলিম মামলুক যোদ্ধা' এবং সাহাবী খালিদ বিন ওয়ালিদের রক্তের সংমিশ্রণ আছে। তাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। মারামারি করা, যুদ্ধ করা যেন এদের রক্তে মিশে আছে। তারা ছোট- খাট বিষয় নিয়ে ২ গ্রামের মানুষ লড়াইয়ে নেমে পড়ে। ২-৪ জন মরে যায়, আহত ৩০-৪০ জন। তাদেরকে যদি কেবল সেনাবাহিনীতে এনে শৃঙ্খলা শিক্ষা দেয়া হয় তাহলে তারা এই দেশের জন্য সম্পদ হত। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল এবং নাসিরনগরের লোকেরা সবচেয়ে বেশী সাহসী। ইসা খা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলেই প্রথম এসে ঘাটি গেড়েছিলেন। উনার আত্মীয়দের কবর এখনো সরাইলে আছে।

যারা বক্তব্য দেয়া শিখতে চান তারা ইমরান খানের বক্তব্য থেকে শিখতে পারেন। ইউটিউবে দেয়া আছে, দেখে নিয়েন। যে নেতা বক্তব্য দিতে জানেন না - সে তার জাতিকে পরিবর্তন করতে পারবেন না। আরেক জনের থেকেও বক্তব্য শিখতে পারেন – বারাক ওবামা। আমেরিকানরা সব সময় তাদের নেতা হিসেবে নির্বাচিত করে তুখোড় বক্তাকে। আমেরিকার প্রেসিডেনট দিনে ২০ ঘণ্টা কাজ করেন,৪ ঘণ্টা ঘুমান আর আমাদের তারেক দিনে ১৬ ঘণ্টা ঘুমায় ৮ ঘণ্টা কাজ করে। এপিজে আবুল কালাম ২০ বছরের চাকরি জীবনে প্রতিদিন ২০ ঘণ্টা কাজ করেছেন। আবিষ্কার উনারা করবেন না-তো কি আমরা করবো? আমার দেশের আর্মির মেজর ৫০ টা বিশ্ব সুন্দরী পাত্রির ছবি নিয়ে - কোন মেয়ের নাকের মাপ ৯০ ডিগ্রি - এই মাপতে মাপতে প্রমোশন পেয়ে কর্নেল – তারপর সরকারী বাড়িটা কোন জায়গায় দিচ্ছে - এই নিয়ে টেনশন। ওরা করবে অস্ত্র আবিষ্কার! আপনার অফিসের Executive বা Senior executive কে জিজ্ঞেস করুন – তুমি ছুটির দিনে কি করো? সে বলবে, "আমি ঘুমাই"। ঘুমাও, তোমরা আরও ঘুমাও। আর আমরা যারা এই জাতিকে ঘুম থেকে জাগাতে চাই, তাদেরকে জেলে ভরে রাখো। এখন আপনারা বলবেন, 'আরে ভাই, তোমরা যে গণতন্ত্র মানো না - এটাই তো সমস্যা'। যেই কালিমা আমাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছে - সেই কালিমা যদি ছেড়ে দেই তাহলে আমরাও আপনাদের মত ঘুমিয়ে পড়বো আর সেই সুযোগে ধর্ষকগুলো আমার মা- বোনকে আরও বেশী করে ধর্ষণ করবে। দেশের টাকা পাচার করবে। বিচারকগুলো ঘুষ খেয়ে পেট মোটা হবে।

আমার পাশের বাড়ির ছেলে যাকে তার বাবা গত ৬ মাসে এক টুকরা মাংসও খেতে দিতে পারে নাই - আমি না হয় - তাকে মাংস কিনে খেতে দিলাম কিন্তু তার মত আরও যে লাখ লাখ শিশু আছে তাদের কি হবে? আমি না হয় একজন ধর্ষিতাকে বিয়ে করে তার সমস্যা সমাধান করলাম কিন্তু আরও লাখ লাখ ধর্ষিতা আছে তাদের কি হবে? যখন ভারত বাংলাদেশকে দখল করে নিবে বা আয়ামি লীগ আবার ফিরে আসবে তখন এই

দেশের আর্মি অফিসারদের স্ত্রী - কন্যাদের সাথে তারা কি করবে - চিন্তা করে আমি আতংকিত। তারা আসবে না? তারা আসবে ১০-২০-৩০ বছর পর হলেও তারা আসবে। তখনকার আর্মি অফিসারদের স্ত্রী- কন্যাদের নিরাপত্তার জন্য কিছু অন্তত করে যান। গত ৫৫ বছর ধরে আমাদের পূর্ব-পুরুষরা ঘুমিয়ে ছিল তাই আমরা আজকে এই বিপদে পড়েছি। আমরাও যদি ঘুমিয়ে থাকি তাহলে আমার সন্তানরা আমাদের মত বিপদে পড়বে। মেরুদণ্ডহীন রাজনীতিবিদ, বিচারক, আর আর্মির জেনারেলগুলো বলবে, "সেই চিন্তা করেই তো আমরা আমাদের সন্তানদের বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছি"। কিন্তু অন্যদের কি হবে?

ওরা এসেছিল – রাতের আধারে তোমাদের স্ত্রীদের ধর্ষণ করে চলে গেছে। BDR বিদ্রোহে কি হয়েছে - আমরা জানি না? আমার ২ জন আত্মীয় আর্মি অফিসার - সেই ঘটনায় নিহত হয়েছেন। তাদের স্ত্রীদের সাথে কি হয়েছিল? - কি হয়েছিল ? You nonsense, don't you know? ভারত যে তোমাদের স্ত্রীদের ধর্ষণ করিয়ে কেটে পড়ল – তোমরা কি করতে পেরেছো - দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঙ্গুল চুষা ছাড়া? আমার কথা কলিজার ভিতরে লাগছে? তোমাদের স্ত্রী আর তোমাদের কন্যারা আমাকে ধন্যবাদ দিবে কারণ তাদের স্বামী বা বাবার - তাদের নিরাপত্তা নিয়ে কোন চিন্তা নাই – তারা ঘুমিয়ে আছে।

আব্বাসীয় খেলাফত - আজকে যেমন আমাদের রাজনীতিবিদ, আর্মি অফিসাররা বিলাসীতায় ব্যস্ত তেমনি বিলাসীতায় ব্যস্ত ছিল। যখন আব্বাসীয় খেলাফতের পতন হয় তখন খলিফার মেয়েকে তার সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে গণ-ধর্ষণ করে হত্যা করেছিল মঙ্গোল জেনারেলরা। বাংলাদেশের যখন পতন হবে তখন ভারতের আর্মি অফিসাররা .... আর বললাম না।

মঙ্গোলদের পরাজিত করেছিল 'মুসলিম মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যোদ্ধারা' (মামলুক যোদ্ধারা)। আমরা হচ্ছি সেই 'মুসলিম মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যোদ্ধা'। আমরা তোমাদের ক্রীতদাস ছিলাম কিন্তু কালিমা আমাদের মুক্ত করেছে।

তোমরা বল, বিডিআর বিদ্রোহ নিয়ে কথা বল না। সবাই ঘুমাচ্ছে, ওদেরকে ঘুমাতে দাও। আমরা বলি, প্রত্যেক ধর্ষিতা আর্মি অফিসারের স্ত্রীকে সেই রাতে তাকে কিভাবে ধর্ষণ করা হয়েছিল তা In Details - এ বর্ণনা করে ইউটিউবে দিতে বলো - যাতে লজ্জায় -অপমানে আর কোন আর্মি অফিসার কোন দিন - এমন কি কোন রাতেও ঘুমাতে না পারে; তারা যেন আর কোন দুর্নীতিবাজ সরকারের পা না চাটে। **তারা যেন দেশের টাকা আর পাচার হতে না দেয়।** তারা যেন বিলাসীতা- আরাম ছেড়ে অস্ত্র আবিস্কারে এবং উৎপাদনে মনোযোগী হয়। আমি জানি, একজন ধর্ষিতার পক্ষে তার ধর্ষণের ঘটনা বর্ণনা করা কঠিন কিন্তু ঘুমিয়ে পড়া আর্মি অফিসারদের জাগাতে আর কোন রাস্তাও তো পাচ্ছি না আমি। তারা এখনো গুমের অভিযোগে অভিযুক্ত অফিসারদের AC বাসে করে আদালতে আনা-নেয়া করায়। বিচার কি হবে এখান থেকেই বুঝা যায়। Shit going on - in this land, lots of shit.

ইমরান খানের বাম পায়ের সমান কোন নেতা গত ৪০ বছরে উপমহাদেশে আসেনি। তিনি গণতান্ত্রিক উপায়ে চেষ্টা করে পারেন নি। তোমরাও পারবে না। একমাত্র ইসলামেই রয়েছে বিজয় অথবা সম্মানজনক মৃত্যু। আমি জানি, তোমরা শত্রু বন্ধু চিনো না - তাই তোমরা আমাকে হত্যার জন্য খুঁজছো। তোমাদের সাথে তোমাদের বন্ধু ভারতের 'র' এবং ইসারায়েলের 'মোসাদ' ও রয়েছে।

আমি হচ্ছি, জাফর ইবনে আবু তালিব (রাঃ) যাকে আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন-ই নির্মমভাবে নিহত হতে - শহীদ হতে। যদি আগামীকাল সূর্য পশ্চিম দিক দিয়ে উঠে - তার আগে আল্লাহ আমাকে শহীদ হিসেবে কবুল করে তারপর সূর্যকে পশ্চিম দিক দিয়ে উঠাবেন। কিন্তু তোমাদের কি হবে - সেই চিন্তা করেছো কি তোমরা?

....

মেসের খাবারে আলু কমন থাকবেই। সকালে আলু ভর্তা বা ভাজি। দুপুরে আলু দিয়ে মাছ। রাতে আলু দিয়ে আবার মাছ। সপ্তাহে একদিন ফার্মের মুরগি। মুরগীটা বাদ দিলে পারে ওরা, পুষ্টি নাই – টাকাও বাঁচে। সকালে বুয়া এসে বলে গেছে, 'মেস বিল ৫০০ টাকা বাড়িয়ে দিতে হবে'। বিএনপি সরকার এসেছে - ওদের চাঁদার পরিমাণ নাকি আয়ামিলীগের চেয়েও বেশী।

১০-১২ দিন হয়ে গেছে। মেমের সাথে একবার দেখা করতে যেতে হবে। এত করে বলেছেন।

রিয়াজ, তুমি ডিফেন্স মেকানিসম হিসেবে কি ব্যাবহার করো ? এই ধরো, আমাদের যখন রেব, ডিজিএফআই গ্রেফতার করে তখন আমাদের তারা মারে কিন্তু ৫-১০ টা বাড়ি খাওয়ার পর আমাদের শরীরের স্নায়ু নিস্তেজ হয়ে যায়। তারপর মারলেও আমরা আর ব্যথা অনুভব করতে পারি না। এটা হচ্ছে ব্যথার বিরুদ্ধে আমাদের শরীরের একটা ডিফেন্স মেকানিসম। এখন অবশ্য ওরা সিআইএ এর আবিস্কার করা 'এনহান্সড ইনটেরিগেশন টেকনিক' ব্যাবহার করে। চিন্তা করে দেখো, আমরা আমেরিকার তুলনায় কিছু না, বাংলাদেশ সরকারের তুলনায়ও কিছু না - একটা পিঁপড়াও না - কিন্তু আমাদের ধরার জন্য – নির্যাতন করার জন্য ওরা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে। এটাই বা কম কি? তুমি তোমার প্রতিপক্ষের সমান। আল্লাহ আমাদেরকে আমেরিকার সমান করে দিয়েছেন অথচ আমরা তাদের তুলনায় কিছুই ছিলাম না - একটা পিপড়াও না। আমরা আমেরিকার সমান এই কারণে হয়েছি যে, আমেরিকা আমাদেরকে তার প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রহন করেছে। আমেরিকা যদি আমাদেরকে তার প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রহন না করত তাহলে আমরা পিঁপড়া-ই থেকে যেতাম।

- মেম. You have more knowledge than me.

- After all, I was your teacher.

- I am your teacher too as I taught you ইসলাম।

মেম হেসে বললেন, I can't deny that. যেটা জানতে চাচ্ছিলাম – তুমি ডিফেন্স মেকানিসম হিসেবে কি ব্যাবহার করো - 'এয ইউ আর ফাইটিং এ ফাইট অফ নলেজ এগেইসট দাজ্জাল?'

- 'আমি হচ্ছি জাফর ইবনে আবু তালিব। আমি পৃথিবীতে এসেছিই নির্মমভাবে নিহত হতে - শহীদ হতে। If Allah wills, সূর্য পশ্চিম দিকে উঠা পর্যন্ত এই কথার ব্যাতিক্রম কিছুই ঘটবে না'।

- ডেটস আ গুড চয়েস।

*** যারা আমাদের কথা বুঝতে পারছেন না বা ভাবছেন যে, নিজেকে জাফর রাঃ ভাবলে আর উনার মত শাহাদত চাইলেই আল্লাহ উনার মত শাহাদাতের নেকি আপনাকে দিবেন – এমন কথা হাদিসে নেই, কোন তাফসিরের গ্রন্থে নেই, কোন মুহাদ্দিস কোন দিন এই রকম কথা বলেন নি। তাহলে এই কথা আপনি পেলেন কোথায়? এটা হচ্ছে দাজ্জালের বিরুদ্ধে আমার হৃদয়কে স্থির রাখার একটা ডিফেন্স মেকানিসম। এই ডিফেন্স মেকানিসম আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন। ওরা যদি বলে - তোমাকে হত্যা করব, তুমি বলে দাও – আমি তো শাহাদাতের জন্য দুয়া করি। ওরা যদি বলে - তোমাকে নির্যাতন করে নির্মমভাবে হত্যা করব, তুমি বলে দাও – তাহলে তো আমি জাফর ইবনে আবু তালিব হয়ে যাবো। যখন গুম ছিলাম, একদিন সারারাত মাইক্রোবাসে ঘুরিয়ে শেষ রাতে কোথায় যেন ফোন দিল রেবের অফিসার।

- স্যার, একে কি করবো?

- ……………...। (ঐ পাশের কথা আমি শুনতে পাইনি)

ঐ সময়ে আমার হৃদয়কে স্থির রেখেছিল এই চিন্তা যে, আমি হচ্ছি জাফর ইবনে আবু তালিব।

মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখে এসেছি আমরা, এখন আমরা Protected from Death (মৃত্যু থেকে সুরক্ষিত).

"আর আল্লাহর পথে নিহতদেরকে মৃত বলো না, বাস্তবতা হচ্ছে - তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা বুঝো না"। সূরা বাকারাঃ ১৫৪

আল্লাহ আমাদেরকে তার জ্ঞান দিয়ে ঘিরে রেখেছেন যাতে কেউ আমাদের ক্ষতি করতে না পারে, কিন্তু দাজ্জাল তা দেখতে পায় না।

দাজ্জাল এবং গাযওয়াতুল হিন্দ

দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই হচ্ছে মানব ইতিহাসের শেষ লড়াই – এরপর আর কোন লড়াই মুসলিমরা করবে না। দাজ্জালের বিরুদ্ধে যে লড়াই শুরু হয়েছে তা ইসা আঃ এসে শেষ করবেন। দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে - এখন আপনি এই লড়াইয়ে যোগ দিবেন কি না - সেই সিদ্ধান্ত আপনার। আপনি যদি এই লড়াইয়ে যোগ দেন তাহলে আপনি ইসা আঃ এর দলেই যোগ দিলেন - কারণ আমরা এই লড়াই শুরু করেছি - ইসা আঃ এসে এই লড়াই শেষ করবেন। বাংলাদেশের বিখ্যাত আলোকচিত্র শিল্পী শহীদুল আলম দাজ্জালের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে যোগ দিয়েছেন তার গাজা অবরোধ ভেঙ্গে জাহাজ নিয়ে গাজায় যাবার চেষ্টা করার

মাধ্যমে। উনি বিশ্বাসী কি না, জানি না। শহীদুল আলম দাজ্জাল হাসিনার বিরুদ্ধেও লড়াই করেছেন। আরে ভাই, উনি তো সেকুলার? আমি বইয়ের শুরুতে একটা হাদিস লিখেছিলাম। মনে আছে? এক ব্যক্তিকে লোকেরা এমন কাজ করতে দেখবে যাকে তারা জান্নাতী মনে করবে কিন্তু আসলে সে জাহান্নামী আবার এক ব্যাক্তিকে লোকেরা এমন কাজ করতে দেখবে যে - তাকে তারা জাহান্নামী মনে করবে কিন্তু আসলে সে জান্নাতী। এমন লোক এই সমাজে প্রচুর আছে।

আমি আশা করি, প্রফেসর ইউনুস এবং শহিদুল আলমকে আপনারা সেকুলার , সুদখোর মনে করলেও কিয়ামতের দিন তাদেরকে আপনারা জান্নাতী হিসেবে দেখতে পাবেন। আর আপনাদের প্রচুর মুফতি, মুহাদ্দিস, মাওলানা যাদেরকে আপনারা জান্নাতী মনে করতেন, তাদেরকে জাহান্নামীদের মধ্যে দেখতে পাবেন।
যাদের হৃদয়ে আপনি সততা, মানবিকতা, সত্যবাদীতা দেখতে পাবেন বুঝে নিবেন তার জান্নাতে যাবার সম্ভাবনা আছে যদিও এখনো সে ইসলাম থেকে দূরে আছে। আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রাহমান ও New Age সম্পাদক নুরুল কবীর - জান্নাতে যাবেন এই ব্যাপারে আমি আশাবাদী যদিও তারা এখনো প্রকৃত ইসলাম থেকে দূরে অবস্থান করছেন।

তাহলে গাজওয়াতুল হিন্দ কোথায়? গাজয়াতুল হিন্দ তো শুরু হয়ে শেষ হয়ে গেছে। যারা এখানে ভারত বিজয়ে এসেছিল তাদের ভারত ছেড়ে চলে যাওয়া আরও ৪-৫ বছর আগেই শুরু হয়ে গেছে। আমি জানি, তারা কারা। কিন্তু আমি যদি আমার ঐ সকল ভাইদের পরিচয় প্রকাশ করি তাহলে তারা বিপদে পড়ে যেতে পারে আর দাজ্জাল জেনে যাবে - কারা ইসার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। আর আপনারা বলবেন, আমি অমুক দলের সদস্য।

"সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিও না অথবা জেনে বুঝে সত্য গোপন করো না।" (সূরা বাকারাঃ ৪২)

এখন আমি কি করবো? জেনে বুঝে আমি কিভাবে সত্যকে গোপন করি? এখন তো আমার বিশ্বাস-ই পরীক্ষার মধ্যে পড়ে গেছে। আল্লাহ এর উপর ভরসা করে আমাকে এখন সত্য প্রকাশ করতেই হবে।

'মুক্তিপ্রাপ্ত ইয়াজুজ- মাজুজ এবং আবির্ভূত দাজ্জাল' বইটি লেখার সময় আমি এই সকল বিষয় জানতে পেরেছিলাম কিন্তু তখন প্রকাশ করার মত সাহস আমার ছিল না।

বুখারী ও মুসলিমের একটি বর্ণনায় আছে - মুহাম্মাদ সাঃ বলেন, "যখন মরিয়মের পুত্র (ইসা) অবতরণ করবেন এবং তোমাদের ইমাম তোমাদেরই একজন হবেন, তখন তোমাদের কী হবে?" জাবির বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহর রাসূল বলেছেন, "আমার উম্মতের একটি অংশ সত্যের জন্য লড়াই করা এবং

কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী হওয়া বন্ধ করবে না।" তিনি বলেন যে, মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ) তখন অবতরণ করবেন এবং তাদের সেনাপতি তাকে তাদের নামাজে ইমামতি করার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন, কিন্তু **তিনি বলবেন, "না, আল্লাহ তোমাদের কিছু লোককে অন্য কিছু লোকের উপর স্থাপন করে এই জাতিকে সম্মানিত করেছেন।**" (মিশকাত আল-মাসাবিহ ৫৫০৭)

খেয়াল করে দেখুন, ইসা আঃ অবতরণ করবেন একটি যুদ্ধক্ষেত্রে। এর অর্থ কি? ইসা আঃ আসার আগেই মুসলিমরা দাজ্জালকে চিনতে পারবে এবং দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে। উক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাপতি ইসাকে নামাজের ইমামতি করতে বললে, হাদিসে ইসা কি উত্তর দিয়েছেন সেদিকে খেয়াল করুন। ইসা শুধু যে নামাযে ইমামতি করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন তাই নয় - তিনি এই দলের নেতৃত্ব দিতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। হাদিসে ইসা আঃ একটি generalized উত্তর দিয়েছেন, যার অর্থ হচ্ছে - তিনি যে শুধু নামাযের ইমাম হবেন না - তাই নয় - তিনি এই দলের নেতৃত্ব-ও নিবেন না। তিনি মাহদির নেতৃত্বেই দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। তাহলে, ইসা আঃ যেখানে অবতরণ করবেন সেখানে এই দলের নেতা নেই, আছেন শুধু সেনাপতি। যদি এই দলের নেতা সেখানে থাকতেন তাহলে ইসার সাথে তিনিই কথা বলতেন। কিন্তু ইসার আঃ সাথে কথা বলেছেন এই দলের সেনাপতি। ইসা আঃ এই দলের সেনাপতিও হবেন না। তিনি একজন সাধারণ যোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধ করবেন। তাহলে, এই দলের নেতা (মাহদি) কোথায় আছেন? এই দলের নেতা আছেন খোরাসনে (আফগানিস্থানে) (তথ্য সুত্রঃ মিশকাত আল-মাসাবিহ ৫৪৬১ হাদিস দেখুন)। অবশ্য যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে ইসা ইবনে মরিয়ম যুদ্ধের নেতৃত্ব নিয়ে নিবেন বলেই প্রতীয়মান হয় যা অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে।

আমি আমার বই "অবিশ্বাসী ও দুনিয়াদার সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা এবং গাযওয়াতুল হিন্দ'" এ প্রমাণসহ লিখেছিলাম যে, গজনীর সুলতান মাহমুদ যে ১০০১ সালে পাকিস্থানের পেশোয়ারে হিন্দু রাজা জয়পালাকে পরাজিত করে প্রথম ভারতেবর্ষের পেশোয়ার (বর্তমানে, পেশোয়ার, পাকিস্থান) বিজয় করেছিলেন সেটাই ছিল মুসলিমদের প্রথম ভারত অভিযান যার কথা মুহাম্মাদ সাঃ আবু হুরাইরাকে বলে গেছেন। কারণ গজনীর সুলতান মাহমুদ হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি হিন্দু রাজা জয়পালাকে (শিকল দিয়ে?) বেধে এনেছিলেন। (মুহাম্মাদ বিন কাশিম, মুহাম্মাদ সাঃ এর হাদিসে উল্লেখিত সেই দল নয় কারণ 'অবিশ্বাসী ও দুনিয়াদার সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা এবং গাযওয়াতুল হিন্দ' বইয়ে দেয়া আছে; মুহাম্মাদ বিন কাশিমের সাথে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের গভীর সুসম্পর্ক থাকার কারণে এবং হিন্দু রাজাদের হত্যা করার কারণে মুহাম্মাদ বিন কাশিম আল্লাহ এর রসুলের সাঃ উল্লেখিত দলের অন্তর্ভুক্ত হবেন না)

১৯৮৮ সালে পাকিস্থানের ঠিক সেই শহর যেখানে 'গজনীর সুলতান মাহমুদ প্রথম বিজয়ী হয়েছিলেন' সেই পেশোয়ার থেকে একটি দলের উদ্ভব হয় যার নাম 'XYZ' .এই দলের নাম উচ্চারণ করলেও বিপদ, তাই এদের নাম আমি দিলাম 'ZYZ'. এই দলের নেতা অঙ্গীকার করে যে - যতদিন তারা থাকবে ততদিন তারা

তালিবানদের প্রধানকে তাদের নেতা হিসেবে বায়াত দিবে (*)। এভাবে তারা দুটি আলাদা দল হলেও মুলত তারা একটি দল কারণ তাদের নেতা একজনই আর তিনি হচ্ছেন তালিবান প্রধান। এখন আপনাদের সিরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল শারার জীবনী পড়তে হবে। তিনি ২০০৩ সালে 'XYZ' দলের সদস্য ছিলেন। তিনি ২০০৬-২০১১ সাল পর্যন্ত জেলে ছিলেন। মুক্তির পর তিনি XYZ' দলের সিরিয়া শাখার প্রধান হন। সংক্ষেপে বলছি, ঐ সময় সিরিয়া -ইরাকে আরেকটি দলের উদ্ভব হয় যারা মুলত 'XYZ' দলের বিদ্রোহী সদস্য। এই নতুন উদ্ভব হওয়া দলের নাম আমি দিলাম 'খবিসের দল' কারণ তারা ইসলামের শত্রু এবং মুসলিমদের শত্রু। এই দলের প্রধান ছিল 'বাগদাদী' নামের একজন শয়তান। আহমেদ আল শারা তখন তার দল নিয়ে এই শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। আমেরিকা, ন্যাটো ও এই বাগদাদির বিরুদ্ধে লড়াই করে। শেষ পর্যন্ত 'আহমেদ আল শারা' 'XYZ' দলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং অন্য আরও অনেক দলের সাথে কোয়ালিশন করে বাশারকে পরাজিত করে বর্তমানে প্রেসিডেন্ট হিসেবে আছেন। কিন্তু আমেরিকার মিডিয়া এটা মেনে নিতে পারেনি কারণ আহমেদ আল শারার দলের বেশিরভাগ সদস্যই 'XYZ' দলের প্রাক্তন সদস্য। আমেরিকার একজন নিরাপত্তা 'উপদেষ্টা' বলেন যে, " আমরা ব্যাপারগুলো জানি কিন্তু কিছু করার নেই কারণ সিরিয়ার পরিস্থিতি এখন অনেক জটিল। 'বাগদাদীর দল' আরও চরমপন্থি তাই আমরা আহমেদ আল শারাকে মেনে নিয়েছি"। আহমেদ আল শারার দলকে (হায়াত তাহরির আল শাম) এখনো জাতিসংঘ - "জ* দল" হিসেবে চিহ্নিত করে রেখেছে।

আহমেদ আল শারাকে পশ্চিমা সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, ' সিরিয়া কি গনতন্ত্রের দিকে আগাচ্ছে? তিনি বলেন, 'জনগণ নেতা নির্বাচন করবে - এটাকে যদি আপনারা গণতন্ত্র বলেন তাহলে সিরিয়া গণতন্ত্রের দিকে আগাচ্ছে'। কিন্তু ক্রিটিকরা বলেন যে, "সিরিয়া গণতন্ত্রের দিকে আগাচ্ছে না। সিরিয়া কিসের দিকে আগাচ্ছে, আমরা কেউ জানি না"। জামাতের বেকুবরা এখন খুশী হইয়েন না কারণ আহমেদ আল শারা যুদ্ধ করে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন এবং সিরিয়ার পূর্বের সংবিধান বাতিল করে তিনি নতুন অন্তর্বর্তী সংবিধান দিয়েছেন যাতে (সংবিধানে) বলা আছে, " সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ" এবং " ইসলামী শরিয়া আইন হচ্ছে সিরিয়ার সর্বোচ্চ আইন"। অন্যদিকে জামাত এমন একটি সংবিধানের অধীনে নির্বাচন করছে যাতে বলা আছে, " সার্বভৌমত্বের মালিক জনগণ" (শিরক) " সংসদ সদস্যরা আইন দেবে" (শিরক) – এই সংবিধান মানলেই ঈমান নষ্ট হয়ে কাফির হয়ে যাবেন, এই সংবিধানের অধীনে আবার নির্বাচন কিসের? এই সংবিধান না মানলে এই সংবিধানের অধীনে নির্বাচন করেন কিভাবে আপনারা? মিথ্যাবাদী, সত্য গোপনকারী, সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণকারী দল হচ্ছে জামাতে ইসলামী।

*** উপরে বর্ণিত সকল তথ্য ইন্টারনেট থেকে যাচাই করে নিতে পারবেন।

সিরিয়াতে এখন অন্য নামে 'XYZ' দলের শাখা আছে কিন্তু তারা সক্রিয় নয়। আহমেদ আল শারার প্রকৃত নাম হচ্ছে আবু মুহাম্মাদ আল জুলানী। উনার দাদার বাড়ি ছিল গোলান মালভূমিতে, ইসরায়েল গোলান

মালভূমি দখল করে নিলে আহমেদ আল শারার বাবা সেখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হন এজন্য উনার নামের শেষে 'আল জুলানী' শব্দটি যুক্ত করা আছে। আহমেদ আল শারা বলেছেন তিনি ইসরায়েল বিজয় করবেন। এখন তিনি সিরিয়া পুনঃ গঠনে ব্যস্ত। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে এখন সিরিয়ায় যত দল আছে তাদের বেশিরভাগ গণতন্ত্র মানে না আর তাদের প্রায় সবাই XYZ দলের প্রাক্তন সদস্য কারণ আমেরিকা ইরাকে হামলা করলে ২০০৩ সালে ঐ অঞ্চলে 'XYZ' দলটি খুবই সক্রিয় ছিল যে কারণে তখন আহমেদ আল শারা ঐ দলে যোগ দিয়েছিলেন। হাদিসে এই কথাগুলো কোথায়?

"খুরাসান থেকে কালো পতাকা বের হবে যেগুলো এলিয়াতে (জেরুজালেমে) স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত (কোন) কিছুই (তাদেরকে) প্রতিহত করতে পারবে না।" (আল-ফিতানে (১/২১৩); আল-মুসনাদে আহমদ (১৪/৩৮৩); সুনানে আত-তিরমিযী (২২৬৯); আল-মুজাম আল-আওসাতে আত-তাবারানী (৪/৩১); আল-বায়হাকী দালায়েল আন-নুবুওয়াহ (৬/৫১৬); এবং ইবনে আসাকির তারেখ দিমাশক (৩২/২৮১))

বর্তমান বিশ্বের সকল আলেম একমত যে, নবীর সময়ে আফগানিস্থান, পাকিস্থানের আফগানিস্থানের সাথের বর্ডার এলাকা, আফগানিস্থানের সাথের ইরানের বর্ডার এলাকাকে খুরাসান বলা হত। সম্পূর্ণ আফগানিস্থান খুরাসানের ভিতরে পড়েছে।
খুরাসান থেকে কালো পতাকা বের হয়ে গেছে - এরা হচ্ছে তালিবান। এখন তালিবানরা কি জেরুজালেম যাবে জেরুজালেমে কালো পতাকা উত্তোলন করতে ? না, ব্যাপারটা এমন নয়। তালিবানদের নেতাকে - নেতা মেনে যারা বায়াত দিয়েছে তারা জেরুজালেমে কালো পতাকা উত্তোলন করবে। XYZ দলের কথা মনে আছে? তারা কি ওয়াদা করেছিল? তারা ওয়াদা করেছিল যে, যতদিন তালিবান থাকবে ততদিন তারা তালিবান নেতাকে - নেতা হিসেবে বায়াত দিবে - (ইন্টারনেট থেকে এই কথাটা যাচাই করে নিতে পারেন)। সেই হিসেবে আহমেদ আল শারাও এক সময় তালিবান নেতাকে - নেতা হিসেবে বায়াত দিয়েছিলেন যখন তিনি সেই XYZ দলের সদস্য ছিলেন। যেহেতু XYZ এবং তালিবান - দল দুটির নাম আলাদা হলেও নেতা একজনই (তালিবান প্রধান) তাই তারা আসলে আলাদা কোন দল নয় – এরা আসলে একটি দল। তাহলে XYZ দলের (প্রাক্তন ও বর্তমান) সদস্যরা যখন জেরুজালেম বিজয় করবে তখন আসলে খোরাসান থেকে যারা কালো পতাকা নিয়ে বের হয়েছিল তাদের-ই জেরুজালেম বিজয় করা হবে।

সাহাবী সাওবান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন: “তিনজন তোমাদের সম্পদের জন্য একে অপরের সাথে লড়াই করবে, তাদের প্রত্যেকেই খলিফার/রাজার পুত্র, কিন্তু তাদের কেউই তা পাবে না। তারপর পূর্ব দিক থেকে কালো পতাকা আসবে এবং তারা তোমাদেরকে অভূতপূর্বভাবে হত্যা করবে।” তারপর তিনি এমন কিছু উল্লেখ করলেন যা আমার মনে নেই, তারপর তিনি বললেন: “যখন তুমি তাদেরকে দেখবে, তখন তাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে, এমনকি যদি তোমাকে তুষারপাতের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে হয়, কারণ তাদের মধ্যে আছেন আল্লাহর খলিফা, মাহদী।” (ইবনে মাজাহ আস-সুনানে

৪০৮৪); আল-বাজ্জার আল-মুসনাদ (২/১২০); আর-রুয়ানি (নং ৬১৯); আল-হাকিম আল-মুসতাদরাক (৪/৫১০) - এবং আল-বায়হাকী দালাইল আন-নুবুওয়াহ (৬/৫১৫) -এ তাঁর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।)

সাওবান বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাঃ বলেছেন, "যখন তুমি দেখবে যে কালো পতাকাগুলো খুরাসানের দিক থেকে এসেছে, তখন তাদের কাছে যাও, কারণ আল্লাহর খলিফা মাহদী তাদের মধ্যে থাকবেন।" (মিশকাত আল-মাসাবিহ ৫৪৬১)

"তিনজন তোমার সম্পদের জন্য একে অপরের সাথে লড়াই করবে, তাদের প্রত্যেকেই খলিফার পুত্র," --- এই তিনজন কারা তা আমার 'মুক্তিপ্রাপ্ত ইয়াজুজ মাজুজ এবং আবির্ভূত দাজ্জাল' বইয়ে বর্ণনা করেছি। পূর্ব দিক থেকে কালো পতাকাধারীরা বের হয়ে গেছে (তালিবান) এবং তারা বর্তমান আরব শাসকদের বিরোধিতা করেই চলেছে; তেমনিভাবে XYZ দলের সদস্যরাও বর্তমান আরব শাসকদের বিরোধিতা করেছে এবং করছে। তাদের (তালিবানদের) মধ্যে রয়েছে মাহদি। আর এই মাহদির হাতে বায়াত দিয়েছে XYZ. (সকল হাদিস পর্যালোচনা করে আমার মনে হচ্ছে, যখন ইসা আঃ আসবেন তখন তালিবানদের প্রধান-ই মাহদি হিসেবে থাকবেন) । বুঝা যাচ্ছে, ঐ সময়ে আল্লাহ এর রসুলের (সাঃ) এমন অনেক অনুসারী থাকবেন – এমন এলাকায় যেখানে তুষার পড়ে। আপনারা জানেন বিগত ৩০ বছরে ইউরোপে এবং আমেরিকায় এবং রাশিয়ায় প্রচুর লোক ইসলাম গ্রহন করেছেন। তাদের জন্য আল্লাহ এর রসুলের সাঃ নির্দেশ - "যখন তুমি তাদেরকে দেখবে, তখন তাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে, এমনকি যদি তোমাকে তুষারপাতের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে হয়, কারণ তাদের মধ্যে আছেন আল্লাহর খলিফা, মাহদী।"

আল্লাহ এর রসূল সাঃ উনার প্রত্যেক অনুসারীকে পথ নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাহলে, তাদেরকেও তো পথ নির্দেশ দিবেন যারা ইউরোপে, আমেরিকায় বা রাশিয়ায় থাকেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন - এবং তিনি ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করেন - তারপর বলেন: "তোমাদের একটি সেনাবাহিনী ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে এবং আল্লাহ তাদের বিজয় দান করবেন, যতক্ষণ না তারা তাদের রাজাদের শৃঙ্খলিত করে আনবে, এবং আল্লাহ তাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তারপর তারা ফিরে আসবে **এবং যখন তারা ফিরে আসবে, তখন তারা আশ-শামে (সিরিয়াতে) মরিয়মের পুত্রকে পাবে।**" আবু হুরায়রা বলেন: যদি আমি সেই অভিযান দেখতে বেঁচে থাকি, তাহলে আমি আমার যা কিছু আছে তা বিক্রি করে অভিযানে যোগ দেব। তারপর যদি আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করেন এবং আমরা ফিরে আসি, তাহলে আমি আবু হুরায়রা হব (জাহান্নাম থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত)। এবং যখন আমরা সিরিয়ায় ফিরে যাব, তখন আমরা সেখানে ঈসা ইবনে মরিয়মকে পাব। তারপর আমি নিশ্চিত করব যে আমি তার কাছে যাব এবং তাকে বলব যে আমি আপনার সাথে ছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) হেসে বললেন: "অসম্ভব, অসম্ভব।" [খুব কঠিন] (আল-ফিতানে নাঈম ইবনে হাম্মাদ থেকে বর্ণিত (পৃ. ৪০৯))

২০২১ সালে আমেরিকার সাথে তালিবানদের চুক্তি হয় যে, তালিবান যেন XYZ দলের সাথে কোন সম্পর্ক না রাখে। তালিবান তা মেনে নিয়েছে। এখন XYZ দলের কোন সদস্যকে আপনি আফগানিস্থানে বা ভারতবর্ষে পাবেন না। তারা ফিরে গেছে। আর সম্পর্ক না রাখার বিষয়টি আমেরিকার মিডিয়া এবং বহু পলিটিশিয়ান বিশ্বাস করেন না। তারা বলেন যে, গোপনে এই দুই দলের মধ্যে সম্পর্ক আছে। আমিও তাই মনে করি, কারণ এমন অনেক লোক ছিল যারা একই সাথে দুই দলের-ই সদস্য ছিল।
জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দুটি দল: রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুক্ত দাস সাওবান (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "আমার উম্মতের দুটি দলকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন: একটি দল যারা ভারত আক্রমণ করবে (গাজওয়া-ই-হিন্দ), এবং একটি দল যারা ঈসা ইবনে মারিয়াম (ঈসা আঃ)-এর সাথে থাকবে।" (সুনান আন-নাসাঈ ৩১৭৫)।

তাহলে, 'গাযওয়াতুল হিন্দ' তো শেষ। এখন আপনি কি করবেন? এখন ইসা আঃ আসার ঠিক পূর্ব সময়ে আমরা আছি। অবস্থা এমন যে, যে কোন দিন ইসা আঃ চলে আসতে পারেন। ইসা আঃ আসার আগেই ইসা আঃ এর দলে যোগদান করে ফেলুন। ইসা আঃ দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। দাজ্জাল তো আবির্ভূত হয়ে গেছে। তাহলে যারা এখন দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করবে তারাই ইসা আঃ এর দলে যোগ দিয়েছে। এই লড়াই জ্ঞানের লড়াই হতে পারে আবার যুদ্ধ ক্ষেত্রে হতে পারে। আমি দাজ্জালের বিরুদ্ধে জ্ঞানের লড়াই করছি। **দাজ্জালের বিরুদ্ধে যে লড়াই আমরা শুরু করেছি - সেই লড়াই-ই ইসা আঃ এসে শেষ করবেন।** যারা দাজ্জালের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে যোগদান করবেন না - তারা কিভাবে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে? অন্য কোন উপায় নাই? আছে, যদি আপনি সমাজ ছেড়ে পাহাড়ে বা বনে বা অন্য কোন নিভৃত জায়গায় চলে যান। সেখানে মৃত্যু না আসা পর্যন্ত একা একা বসবাস করবেন। সমাজে থাকলে আপনাকে অবশ্যই দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিতেই হবে তা না হলে আপনি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবেন না।

আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন দুটি দলকে আল্লাহ মুক্তি দিবেন – যারা ভারতবর্ষ বিজয়ে যুদ্ধ করবে আর যারা ইসা আঃ এর দলে থাকবে। হাদিস থেকে বুঝা যায়, ইসা আঃ নতুন করে দল তৈরি করবেন না। তিনি পূর্ব থেকেই প্রস্তত থাকা এবং যুদ্ধে লিপ্ত থাকা একটি দলকে নেতৃত্ব দিবেন কারণ তিনি নেমেই আসবেন এমন এক দল মুসলিমের কাছে যারা উনাকে চিনতে পারবে এবং যুদ্ধে লিপ্তে থাকবে।
এখন কেউ কেউ বলবেন, ভারত বিজয়ে আরও দল আসবে। না, ভাই। ভারত বিজয়ে আরব থেকে আর কোন লোক আসবে না। সর্বশেষ, আরব অঞ্চল থেকে XYZ দলের লোকেরা ভারতবর্ষে (পেশোয়ার, পাকিস্থান) এসেছিল এবং তারা ফিরে চলে গেছে। XYZ দলের লোকেরা কি ভারত বিজয় করতে এসেছিল? তারা এসেছিলো আফগানিস্থানে মাহদিকে (মোল্লা ওমরকে) ইসলাম প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করতে।

ইসা আঃ কোথায় অবতরণ করবেন?

আল-নওয়াস খ. সিমান আল-কিলাবি বলেছেন:

রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাজ্জাল এর কথা উল্লেখ করেছেনঃ আমি তোমাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় যদি সে বের হয় তবে আমিই তোমাদের পক্ষ থেকে তার সাথে বিতর্ক করব, কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে না থাকা অবস্থায় যদি সে বের হয়, তবে একজন ব্যক্তি অবশ্যই তার নিজের পক্ষ থেকে বিতর্ক করবে এবং আমার অবর্তমানে আল্লাহ প্রত্যেক মুমিনের দায়িত্ব নিবেন। তোমাদের মধ্যে যারা তার সময় অনুযায়ী বেঁচে থাকে তাদের উচিত তার উপর সূরা আল-কাহফের প্রথম আয়াতগুলো পাঠ করা, কেননা তারা তার পরীক্ষা থেকে রক্ষা করে। আমরা জিজ্ঞেস করলামঃ সে পৃথিবীতে কতদিন থাকবে? উত্তরে তিনি বললেনঃ চল্লিশ দিন, এক দিন এক বছরের মত, এক দিন এক মাসের মত,এক দিন এক সপ্তাহের মত এবং বাকি দিনগুলো তোমাদের (দিনের) মত। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর রাসূল, এক বছরের মতো এই দিনে একদিনের সালাত কি আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি উত্তর দিলেনঃ না, এর পরিধি সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই অনুমান করতে হবে। **তারপর দামেস্কের পূর্ব দিকে সাদা মিনারে (Manarat/Manarah) অবতীর্ণ হবেন ইসা ইবনে মরিয়ম।** এরপর লুদের দরজায় তাকে (দাজ্জালকে) ধরে হত্যা করবেন। (সুনান আবু দাউদ ৪৩২১)

আমি মুক্তিপ্রাপ্ত ইয়াজুজ-মাজুজ এবং আবির্ভূত দাজ্জাল বইয়ে হিসাব করে পেয়েছিলাম যে, এই সর্বশেষ দাজ্জালটি ৪৩-৪৪ বছর পৃথিবীতে থাকবে আর এটাই হচ্ছে সর্বশেষ দাজ্জাল যাকে ইসা আঃ হত্যা করবেন।

সুন্নি আলেমদের মতামত হচ্ছে, ইসা দামেস্কের উমাইয়াদের খলিফা আল-ওয়ালিদ ইবনে আবদ- আল মালিক ইবনে মারওয়ান ইবনে হাকাম নির্মিত মসজিদের মিনারে নেমে আসবেন যা 'উমাইয়াদ মসজিদ' নামে পরিচিত। আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের (রাঃ) হত্যাকারী হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পৃষ্ঠপোষকদের নির্মিত মসজিদের মিনারে নেমে আসবেন ইসা ইবনে মরিয়ম? দুঃখিত। মুয়াবিয়া, মারওয়ান ইবনে হাকাম এবং ইয়াজিদ প্রেমীদের স্বপ্ন পুরন হবার নয়।

ইসা আঃ কাদের মাঝে নেমে আসবেন?

সাওবান (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন: আল্লাহ আমার জন্য পৃথিবীর প্রান্তকে একে অপরের কাছে টেনে এনেছেন। এবং আমি এর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত দেখেছি। এবং আমার উম্মতের আধিপত্য সেই প্রান্তে পৌঁছে যাবে যা আমার কাছে টানা হয়েছে এবং **আমাকে লাল এবং সাদা ধন-সম্পদ দেওয়া হয়েছে** এবং আমি আমার প্রভুর কাছে আমার উম্মতের জন্য প্রার্থনা করেছি যে দুর্ভিক্ষের কারণে যেন এটি (আমার উম্মত) ধ্বংস না হয় এবং তাদের মধ্যে নেই - এমন বহিঃ শত্রুর দ্বারা আধিপত্য না করা হয় যে তাদের জীবন নিতে এবং তাদের মূল ও শাখাগুলিকে ধ্বংস করতে পারে। এবং আমার প্রভু বলেছেন: মুহাম্মদ, যখনই আমি সিদ্ধান্ত নেব, সেখানে কোন পরিবর্তন হবে না। আমি তোমাকে তোমার উম্মতের জন্য

দান করছি যে, দুর্ভিক্ষের দ্বারা তা ধ্বংস হবে না এবং এমন শত্রু এদের উপর আধিপত্য করবে না যে তাদের মধ্যে নেই; এবং তাদের প্রাণ কেড়ে নেবে এবং তাদের মূল ও শাখা-প্রশাখাকে ধ্বংস করবে - যদিও (এই উদ্দেশ্যে) পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সমস্ত মানুষ একত্রিত হয় - **তবে এটি তাদের (মুহাম্মাদের সাঃ উম্মতের) মধ্য থেকে হবে। আপনার উম্মত - যাদের কিছু লোক (নিজেদের মধ্যেকার) অন্যদের হত্যা করবে বা বন্দী করবে।** (সহীহ মুসলিম ২৮৮৯ক)

লাল ধনসম্পদ বলতে বুঝায় – চরম ধরণের সফলতা। সাদা ধনসম্পদ বলতে বুঝায় পবিত্রতা, বিশ্বাসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, নব-যাত্রা, Healing / রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা ইত্যাদি।

আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাব ইবনে আল-আরাত থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে যিনি বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে উপস্থিত ছিলেন, থেকে বর্ণিত।
তিনি এক রাতে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখেছিলেন যখন তিনি ফজরের ওয়াক্ত পর্যন্ত সারা রাত সালাত আদায় করেন। যখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নামায শেষে তাসলীম বললেন, তখন খাব্বাব তাঁকে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতা ও মাতাকে আপনার জন্য মুক্তি দেওয়া হোক, গত রাতে আপনি এমন সালাত আদায় করেছেন যা আমি আপনাকে কখনও পড়তে দেখিনি।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ‘হ্যাঁ, অবশ্যই। এটি একটি আশা এবং ভয়ের প্রার্থনা যাতে আমি আমার প্রভু, পরাক্রমশালী এবং সর্বশ্রেষ্ঠের কাছে তিনটি জিনিস চেয়েছিলাম, যার মধ্যে তিনি আমাকে দুটি দিয়েছেন এবং একটি দেননি। আমি আমার প্রভুর কাছে অনুরোধ করেছি যে তিনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না যা দিয়ে তিনি আমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলিকে ধ্বংস করেছিলেন এবং তিনি আমাকে তা দিয়েছেন। এবং আমি আমার প্রভুর কাছে অনুরোধ করেছি যেন আমাদের উপর কোন শত্রুকে জয়ী না করা হয় এবং তিনি আমাকে তা দিয়েছেন। **এবং আমি আমার প্রভুর কাছে আমাদেরকে অন্তর্দ্বন্দ্ব / নিজেদের মধ্যে যুদ্ধরত/ অনৈক্যে রত দলে বিভক্ত না করার জন্য অনুরোধ করেছি এবং তিনি আমাকে তা দেননি (অর্থাৎ আমার এই দুয়া কবুল করেন নি)।"** (সুনান আন-নাসায়ী ১৬৩৮)

…………..তারপর দামেস্কের পূর্ব দিকে সাদা মিনারে (Manarat/Manarah) অবতীর্ণ হবেন ইসা ইবনে মরিয়ম। এরপর লুদের দরজায় তাকে ধরে হত্যা করবেন। (সুনান আবু দাউদ ৪৩২১)

উপরের তিনটি হাদিস ইসা আঃ কোথায় নেমে আসবেন তা বুঝার জন্য যথেষ্ট। মুহাম্মাদ (সাঃ) আমাদেরকে ইসা আঃ কোথায় নেমে আসবেন - তা বলেছেন - যাতে আমরা 'ইসা ইবনে মরিয়ম' কোথায় নেমে আসবেন তা বুঝতে পারি এবং চিনতে পারি। এখন দামেস্কের পূর্বদিকে ভারত পর্যন্ত কয়েক'শ সাদা মিনার থাকতে পারে - তাহলে ইসা আঃ কোথায় নেমে আসবেন - এটা এভাবে আমাদের পক্ষে বুঝা অসম্ভব। জায়গা

হিসেবে মিনারের কোন significance (তাৎপর্য) নেই। আপনি আমাকে বলতে পারেন যে, আপনি অমুক মসজিদে নেমে আসবেন, মসজিদের মিনারে নেমে আসবেন – এই কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই। তাহলে মিনারের কথা কেন বলা হল? সাদা মিনারের কথাই বা কেন বলা হল? সাদা মিনার তো কয়েক'শ থাকতে পারে - তাহলে আমরা এই ভাবে ইসা আঃ এর অবতরণের স্থান খুঁজে পাবো না। সুতরাং, সাদা মিনারের অন্য অর্থ খুজতে হবে আমাদের।

এখানে 'মিনার' শব্দটি একটি বিষয়কে প্রতিনিধিত্ব করে আর তাহলো ঐক্য। মসজিদের মিনারে যখন আযান দেয় তখন সকল মুসলিমকে উদ্দেশ্য করে আযান দেয়া হয়। আযান দেয়ার সময় এই কথা বলা হয় না যে - এই আযান সুন্নি বা শিয়ার জন্য দেয়া হয়েছে। শিয়া-সুন্নি সবার জন্যই আযান দেয়া হয়। সবাই মসজিদে এসে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জামাতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাজ পড়ে। তখন কে কোন দল করে, কে শিয়া, কে সুন্নি, কে ইবাদি - এই সব কোন ভেদাভেদ থাকে না। মিনার আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ করে। মিনারে আযান দিলে - যে যেখানে থাকুক সবাই মসজিদে চলে আসে। মিনার আমাদের একত্রিত করার কাজ করে। এখন যারা বলবে শিয়ারা আমার ভাই না, শিয়ারা আমাদের মসজিদে আসতে পারবে না - তারা মিনার থেকে আযান যে সকল মুসলিমের জন্য দেয়া হয়েছিল – এই কথা অস্বীকার করল। এদের মাঝে ইসা আঃ নেমে আসবেন না বরং এই ধরণের লোক ও সরকার - ইসা আঃ এর প্রতিপক্ষ হবে।

সহীহ মুসলিম ২৮৮৯ক এবং সুনান আন-নাসায়ী ১৬৩৮ নাম্বার হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম, এমন একটা সময় আসবে যখন মুসলিমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে তাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকবে, অনৈক্য থাকবে এবং এ কারণে তারা ধ্বংস হবে, পদদলিত হবে। এখন আমরা যেমন হচ্ছি। এটা শুরু হয়েছিল মুয়াবিয়া এবং আলীর যুদ্ধ থেকেই – তারপর মুসলিমরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করতে করতে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। এখন মুসলিমদের মধ্যে অনেক দল,অনেক মত থাকলেও বড় দল হিসেবে দুটি দল আবির্ভূত হয়েছে। একটি শিয়া অপরটি সুন্নি। সুন্নি দেশ বা সরকারগুলো হচ্ছে - সৌদি আরব, কাতার, আরব আমিরাত, কুয়েত, ইরাক, মিশর, পাকিস্থান, বাংলাদেশ, ইত্যাদি। অন্য দিকে শিয়া সরকার আছে এখন পৃথিবীতে একটি দেশেই – ইরান। তবে অন্য দেশগুলোতে-ও প্রচুর শিয়া আছে। **ইসা আঃ অবতরণ করবেন এমন একটি দলের মধ্যে যারা হচ্ছে বিজয়ীদের দল। আর সুনান আবু দাউদ ৪৩২১ হাদিস মোতাবেক তারা বিজয়ী হতে পারবে যদি এবং কেবল যদি তারা ঐক্যবদ্ধ হয় – একত্রিত হয়।** ইসা আঃ আসার পর কি তারা একত্রিত হবে? ইসা আঃ কি তাদের একত্রিত করবেন? না, ইসা ইবনে মরিয়ম আসার পূর্বেই তারা ঐক্যবদ্ধ হবেন এবং যুদ্ধ করতে থাকবেন। খেয়াল করে দেখুন, হাদিসের বর্ণনা মোতাবেক, ইসা আঃ বলছেন যে - তিনি এই দলের ইমাম বা নেতা হবেন না অর্থাৎ এই দলের নেতা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল এবং তার দল মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। সেই ঐক্যবদ্ধ দলে নেমে আসবেন ইসা ইবনে মরিয়ম।

সহীহ মুসলিম ২৮৮৯ক হাদিসে আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন উনাকে দুটি ধন দেয়া হয়েছে একটি লাল অপরটি সাদা। আবার একই হাদিসেই আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলছেন যে, উনার উম্মত ধ্বংস হবে অনৈক্যের কারণে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে, যারা নিজেদের মধ্যে অনৈক্য করবে তারা লাল ধন বা সাদা ধন যা আল্লাহ মুহাম্মাদ (সাঃ) কে দিয়েছেন তার একটিও পায়নি এবং পাবে না।

এখন সাদা মিনার বলতে আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) কি বুঝিয়েছেন তা আপনাদের কাছে পরিষ্কার। বহু শতাব্দী পরে মুহাম্মাদ সাঃ এর উম্মতের মধ্যে কিছু লোক মুহাম্মাদ সাঃ এর উম্মতদেরকে বিভেদ ভুলে সবাইকে একত্রিত করবে যেভাবে মিনার সবাইকে একত্রিত করে। আর তাদের মাঝেই নেমে আসবেন ইসা আঃ। সাদা মিনারের - 'সাদা' বলতে বুঝা যাচ্ছে, এই দলটি শিরক (দাজ্জাল) থেকে পবিত্র হবে, বিশ্বাসের পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হয়েছে।

ইসা আঃ তাদের মাঝে নেমে আসবেন যারা জুলকারনাইনের (রোমান সম্রাট কন্সটাইনের) মত সবাইকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে চায় – একত্রিত করতে চায়। নিজেদের মধ্যে ছোট-খাটো আকিদার দূরত্ব, সাহাবীদের নিয়ে মত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যারা মুসলিমদের - মুসলিম হিসেবে নিজেদের ভাই মনে করে এবং তাদের পক্ষে লড়াই করে - তাদের মাঝেই ইসা আঃ নেমে আসবেন। যারা ইহুদী- নাসারাদের সাথে হাত মিলিয়ে মুসলিমদের হত্যা করে তাদের মাঝে ইসা (আঃ) কখনোই নেমে আসবেন না। বর্তমানে, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, আরব আমিরাতে আমেরিকার সামরিক ঘাটি রয়েছে। আমেরিকা হচ্ছে ইসরায়েলের সবচেয়ে ভালো বন্ধু ও সহযোগী। এদিকে সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, আরব আমিরাতের বন্ধুও হচ্ছে আমেরিকা। প্যালেস্টাইনের ব্যাপারে এই সকল মুসলিম দেশ নীরব। তারা শিয়াদের ঘৃণা করে। তাদের (সুন্নি) আলেমরা প্রায়ই শিয়াদের কাফির বলে ফতোয়া দেয়। এরা ইহুদী নাসারাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহন করেছে কিন্তু মুসলিমদেরকে শত্রু হিসেবে গ্রহন করেছে। এরা তালিবানদেরও শত্রু হিসেবে গ্রহন করেছিল এবং ২০০১ সালে আমেরিকার সাথে মিলে তালিবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিল। এরা মুসলিমদের মাঝে ঐক্যকারী নয়। এরা হচ্ছে মুসলিমদের মাঝে বিভেদকারী। এরা মিনারের কাজ করছে না। এদের মাঝে ইসা আঃ নেমে আসবেন না।

এখন আমরা দেখব - কারা আযান দেয়ার মিনারের এই ঐক্যের নীতি বজায় রেখেছে? ইরানের শিয়ারা প্যালেস্তাইনের মুসলিমরা **সুন্নি** হবার পরও তাদের পক্ষে যুদ্ধ করে, কথা বলে, সাহায্য করে। তাহলে ইরান হচ্ছে মুসলিমদের মাঝে ঐক্যকারী। তাহলে ইসা আঃ কি শিয়াদের মাঝে নেমে আসবেন? না। ইসা আঃ নেমে আসবেন তাদের মাঝে যারা নিজেদেরকে শিয়া-সুন্নি বলে ভাগ করে না। আর এই দেশটির নাম হচ্ছে ইরান।

"দামেস্কের পূর্ব দিকে সাদা মিনারে অবতীর্ণ হবেন ইসা ইবনে মরিয়ম"। আপনি যদি দামেস্কের থেকে পূর্ব দিকে নাক বরাবর সোজা হাঁটেন তাহলে আপনি হাদিসে উল্লেখিত একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর পেয়ে যাবেন –

শহরটির নাম ইসফাহান। (গুগল ম্যাপ দেখে আমার কথাটা মিলিয়ে নিন) দামেস্ক থেকে পূর্ব দিকে ইসফাহান একদম সরল রেখায় অবস্থিত।

আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন, "দাজ্জালকে পার্সিয়ান শাল পড়া ইসফাহানের সত্তর হাজার ইহুদি অনুসরণ করবে।" (মিশকাত আল মাসাবিহ- ৫৪৭৮)

উপরোক্ত হাদিস থেকে কতগুলো প্রশ্ন সামনে চলে আসে।

১) দাজ্জাল পৃথিবীর প্রচুর শহর নিয়ন্ত্রনে নিবে এবং সেখানকার লোকেরা দাজ্জালকে অনুসরণ করবে; তাহলে আল্লাহ এর রসূল সাঃ বিশেষভাবে ইসফাহানের কথা কেন উল্লেখ করলেন? ইসফাহানের কথা আলাদা করে যে নবী সাঃ উল্লেখ করেছেন – এটি একটি ইঙ্গিত যে, ইসফাহানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটবে।

২) দাজ্জাল যখন আসবে তখন ইসফাহানে কি শুধু ৭০ হাজার ইহুদীই থাকবে, এছাড়া অন্য কোন মানুষ কি সেখানে থাকবে না?

যদি ইসফাহান শহরের সকল মানুষ দাজ্জালের অনুসারী হত – তাহলে মুহাম্মাদ সাঃ ইসফাহানের সকল মানুষের দাজ্জালের অনুসারী হবার কথা বলতেন কিন্তু তিনি তা বলেন নি। বুঝা যাচ্ছে, ইসফাহান শহরের ঐ ৭০ হাজার ইহুদী ব্যতীত ইসফাহানের অন্য কেউ দাজ্জালের অনুসারী হবে না। অর্থাৎ ঐ ৭০ হাজার ইহুদী যখন ইসফাহান শহর ছেড়ে দাজ্জালের অনুসারী হয়েছে তারপর ইসফাহান শহর দাজ্জাল থেকে পবিত্র হয়ে গেছে। ডেভিড লিটম্যান (David Littman) ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৮ সালের মধ্যে ইসরায়েলে অভিবাসিত ইরানি ইহুদিদের মোট সংখ্যা ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) বলে উল্লেখ করেছেন। (রেফারেন্সঃ Littman (1979), p. 5.) এরাই হচ্ছে, হাদিসে উল্লেখিত সেই সত্তর হাজার ইহুদী যারা দাজ্জালের অনুসারী হয়েছে। এরপর ইসফাহান শহরে যারা থেকে যাবে - তারা আর কেউ দাজ্জালের অনুসারী হবে না। ইসফাহান শহর দাজ্জাল থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। সাদা মিনারের 'সাদা' বলতে বুঝায় যারা পবিত্র এবং যারা বিশ্বাসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, ইসা আঃ যে স্থানে অবতরণ করবেন সে জায়গাটি দাজ্জাল থেকে পবিত্র হবে এবং সেখানের লোকেরা বিশ্বাসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। অনৈক্যের যে রোগের কারণে মুসলিমরা পদদলিত হচ্ছিল সেই অনৈক্যের রোগ থেকে তারা আরোগ্য লাভ করেছে।

বাস্তবের সাথে মিলিয়ে দেখুন – ইরানের ৭০ হাজার ইহুদী বহু আগেই ইরান ছেড়ে ইসরায়েলে চলে গেছে এবং ইরান কখনোই দাজ্জাল ইসরায়েল বা তার সহযোগী আমেরিকার সাথে বন্ধুত্ব করেনি -তাদের অনুসারী হয়নি। ইরান জানে প্যালেস্টাইনীরা **সুন্নি মুসলিম** তারপরও ইসরায়েল প্যালেস্টাইনে হামলা করলে ইরান ফুঁসে উঠে। হামাস এবং হুতি দু'টি গোষ্ঠীই ইরানের সমর্থনপুষ্ট, ইরান এদের অর্থায়ন করে ও অন্যান্য সকল সুযোগ-সুবিধা দেয়। হামাস এবং হুতিই তো ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ২০২৫ সালে ইরান ইসরায়েলে রকেট ছুঁড়ে ইসরায়েলের প্যালেস্টাইনে হামলার জবাব দিয়েছিল। ইরান এখন আবার XYZ দলকে

ইরানে আশ্রয় দিয়েছে যদিও ইরান জানে যে, **XYZ এর সদস্যরা সুন্নি।** তাহলে, ইরান-ই তো মিনারের (মানারাহ) কাজ করছে যে সুন্নি এবং শিয়াদের মধ্যে ভাই-ভাই সম্পর্ক পুনঃ স্থাপন করেছে।

মিনার শব্দটির আরবী হচ্ছে মানারাহ বা মানারাত। আরবীতে মানারাহ (**Manarah)** শব্দটির অর্থ হচ্ছে Light house কিন্তু না - আরবীতে এর আরও গভীর অর্থ আছে! Manarah signifies - the time and the place of light (আলোর সময় এবং জায়গা= আলোর সময় এবং আলোর জায়গা)।. পৃথিবীর একটি শহর/জায়গা আছে - যে শহরকে/জায়গাকে ১৭শ শতাব্দী জুড়ে 'the place of time and light' বলা হত। (সময় এবং আলোর জায়গা = সময়ের জায়গা এবং আলোর জায়গা তাহলে,আলোর জায়গা = Light house = ইসফাহান। জি, এটি হচ্ছে ইসফাহান শহর যা ইরানে অবস্থিত। ১৭শ শতাব্দীতে Naqsh-e Jahan Square কে বলা হত 'অর্ধেক পৃথিবী' (Esfahan nesf-e-jahan ast) (Half of the World)। এই শহরের নীল টাইলসের উপর আলোর প্রতিফলনে রাত আলোকিত হয়ে যায়। মিনারের আরবী হচ্ছে, মানারাহ (Manarah)। মানারাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে Light House আর ১৭শ শতাব্দী জুড়ে ইসফাহান শহরকেই বলা হত আলোর জায়গা - Light house. (the place of time and light')
'মানারাহ' (মিনার) এর আরেকটি সিগনিফিকেন্স হচ্ছে মুসলিমরা মিনারাতে উঠে আযান দেয়। আযানের ফলে মুসলিমরা মসজিদে নামাজ পড়তে আসে। মসজিদ হচ্ছে মুসলিমদের (শিয়া, সুন্নি, ইবাদি) মিলনস্থল। ইরানে সেটাই হয়েছে। আফগানিস্থান থেকে বের হয়ে XYZ দলের লোকেরা - যারা সুন্নি - তারা এখন ইরানে আস্রয় নিয়েছে। তাদের দলনেতা এখন ইরানেই আছে। বর্তমানে, ইরান হচ্ছে এখন XYZ দলের প্রধান ঘাটি। পৃথিবীর কোথাও যদি শিয়া-সুন্নি সত্যিকারের ভাই-ভাই সম্পর্ক হয়ে থাকে তাহলে সেটা ইরানেই হয়েছে। ইরান আমেরিকার চাপে XYZ কে দেশ ছাড়তে বললে ২০২৬ সালের জানুয়ারী মাসে তারা আফগানিস্থানে তালিবানদের কাছে আস্রয় চায় (তথ্য সুত্রঃ আফগানিস্থান পোস্ট নামের একটি আফগানি পত্রিকা - তথ্যটি আমি ইন্টারনেটে পেয়েছি)। কিন্তু তালিবান তাদেরকে আস্রয় দেয়নি। ইসা আঃ মিনারাতে নেমে আসবেন বলতে বুঝানো হয়েছে - তিনি যেখানে নেমে আসবেন – সেখান থেকে আযান দেয়া হয় আর আযানের মাধ্যমে মুসলিমরা (শিয়া-সুন্নি) নামায পড়তে মসজিদে আসে। আর নামাযে তারা কেউ – কে, কোন দলের তা দেখে না - সবাই একত্রে নামায পড়ে অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধ হয়। এখন ইরান হচ্ছে সেই মানারাহ (মিনার) যা শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে ঐক্য করেছে XYZ কে আস্রয় দিয়ে এবং গাজার সুন্নি মুসলিমদের পক্ষে লড়াই করে। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র ইরানই প্যালেস্টাইনে ইসরায়েলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কঠোর থাকে। ইরান হচ্ছে সেই মানারাহ (মিনার) যা শিয়া, সুন্নিদের অর্থাৎ মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করেছে।

*** সৌদি সরকার কি শিয়া হুতি বা হামাসকে কখনো আস্রয় দিবে? সৌদি সরকার তো ইসরায়েল ও আমেরিকার বন্ধু - দাজ্জালের বন্ধু। সৌদি সরকার তো শিয়া আলেমদের হত্যা করে। শুধু তাই নয় - বর্তমান সৌদি সরকার – যার প্রধান মুহাম্মাদ বিন সালমান – সৌদি আরবের বহু সুন্নি আলেমকে গুম করেছে, জেল দিয়েছে। বিখ্যাত ক্বারি আবদুল্লাহ বাসফারকে সৌদি সরকার গুম করেছিল। পরে আন্তর্জাতিক চাপে পড়ে

সৌদি সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, তারা আবদুল্লাহ বাসফারকে গ্রেফতার করেছে! মুহাম্মাদ বিন সালমানের মাঝে বাংলার নবাব সিরাজুদ্দৌলার ছায়া দেখা যায়।

হাদিসের সাথে ইতিহাস, বর্তমান সময়, পরিস্থিতি মিলিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহ চাইলে, ইসা আঃ ইরানের ইসফাহান শহরে নেমে আসবেন। উনার সাথে কাঁধে কাধ মিলিয়ে দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করবে XYZ দলের সদস্যরা, হামাস, হুতি এবং ইরানের মুসলিমরা (শিয়ারা)। তখন শিয়া-সুন্নি বলে কিছু থাকবে না। তাদের পরিচয় হবে একটা - তারা মুসলিম। যখন ইসা আঃ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবেন তখন সিরিয়াতে থাকা XYZ দলের প্রাক্তন সদস্যরাও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে। বিশ্বের সকল বিশ্বাসী মুসলিম - যারা গণতন্ত্র ও পীরতন্ত্রকে শিরক বলে - তারা একত্রে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে। শুধু কি XYZ দলই দাজ্জাল ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামবে? না, বর্তমান পৃথিবীতে এ রকম হাজারো দল আছে যারা কালো পতাকা ব্যাবহার করে - তারা সবাই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামবে। যারা জানেন না, তাদের জন্য, ইসলামের পতাকা হচ্ছে কালিমা লেখা সাদা পতাকা আর মুসলিম আর্মির পতাকা হচ্ছে কালিমা লেখা কালো পতাকা। নবীর সাঃ সময় থেকে এটাই চলে আসছে। তাই, আপনারা দেখতে পান যে, যারাই বর্তমানে ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করার দাবী করছে - তারা সবাই কালো পতাকা ব্যাবহার করে।

যারা পীরতান্ত্রিক ইসলাম, গনতান্ত্রিক ইসলাম মেনে চলেন তারা ইসা আঃ এর দলে যোগ দিতে পারবেন না বলেই মনে হয়। ইসা আঃ যে এসেছেন তা তারা হয়তো জানতেও পারবেন না। তারা গণতান্ত্রিক উপায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করতে থাকবেন আর তেলের দাম বৃদ্ধি নিয়ে টেনশন করবেন। ইসা আঃ যুদ্ধ করে সারা পৃথিবী বিজয় করবেন না। তিনি খুবই সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ করবেন বলেই হাদিসে প্রতীয়মান হচ্ছে। তিনি পৃথিবীতে অবতরণের পর দাজ্জালকে হত্যা করবেন। সম্ভবত এই দাজ্জাল হচ্ছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি। তারপর তিনি তার সঙ্গী সাথী নিয়ে তুর পাহাড়ে চলে যাবেন। আমরা তুর পাহাড় নামে যে পাহাড় চিনি, হাদিসে সেই তুর পাহাড়ের কথাই বলা হয়েছে না 'তুর পাহাড়' এর কোন প্রতীকী অর্থ আছে - সেটা গবেষণার বিষয়।

XYZ দলের সদস্যরা এর আগে কোন আধুনিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা পায়নি কিন্তু এবার পাবে। আমেরিকা যদি ইরানে হামলা করে তাহলে সেটা হবে আমেরিকার ভয়াবহ ভুল। ইরান তখন XYZ দলকে পূর্ণ সহযোগিতা করবে আরবদের (সৌদি,আরব আমিরাত) ধ্বংস করতে। আর আমরা হয়তো হাদিসে বর্ণিত একটি ঘটনা - বাস্তবে ঘটতে দেখব।

সাহাবী সাওবান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন: "তিনজন তোমাদের সম্পদের জন্য একে অপরের সাথে লড়াই করবে, তাদের প্রত্যেকেই খলিফার/রাজার পুত্র, কিন্তু তাদের কেউই তা পাবে না। **তারপর পূর্ব দিক থেকে কালো পতাকা আসবে এবং তারা তোমাদেরকে (আরবদেরকে)**

অভূতপূর্বভাবে হত্যা করবে।" তারপর তিনি এমন কিছু উল্লেখ করলেন যা আমার মনে নেই, তারপর তিনি বললেন: "যখন তুমি তাদেরকে দেখবে, তখন তাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে, এমনকি যদি তোমাকে তুষারপাতের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে হয়, কারণ তাদের মধ্যে আছেন আল্লাহর খলিফা, মাহদী।" (ইবনে মাজাহ আস-সুনানে ৪০৮৪); আল-বাজ্জার আল-মুসনাদ (২/১২০); আর-রুয়ানি (নং ৬১৯); আল-হাকিম আল-মুসতাদরাক (৪/৫১০) - এবং আল-বায়হাকী দালাইল আন-নুবুওয়াহ (৬/৫১৫) -এ তাঁর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।)

এতদিন কালো পতাকার নিচে শুধু তালিবান এবং XYZ ছিল এখন তাদের সাথে ইরান যোগ দিল। ইরান যোগ দেয়া মানে সারা পৃথিবীর সকল শিয়ারা কালো পতাকার সাথে যোগ দিয়েছে। সবার কমন শত্রু দাজ্জাল ইসরায়েল এবং আমেরিকা।

আমার মতে, আমেরিকা যদি ইরানে হামলা করে তাহলে বুঝে নিবেন যে আমরা পৃথিবীর শেষ অধ্যায়ে প্রবেশ করেছি। আমেরিকা কখনো ইরানে পদাতিক বাহিনী পাঠাবে না। আর পাঠিয়ে লাভও নাই। ইরাকে আমেরিকা হাত দিয়েছিল সেখানে কি হয়েছে? সিরিয়ায় এখন XYZ দলের প্রাক্তন সদস্যদের হাতে সরকার। আফগানিস্থানে তালিবানদের হাতে সরকার। রাশিয়া যে তালিবানকে স্বীকৃতি দিয়েছে - এখানে বড় ধরণের সিগন্যাল আছে। রাশিয়া এখন কালো পতাকার কৌশলগত সহযোগী।

ইসরায়েল ও আমেরিকার ইরানে হামলা অতঃপর?

এই ব্যাপারে কিছু লেখতে ইচ্ছা করে না। আমি ভাবছি, আমেরিকা এত বড় ভুল কিভাবে করলো? এটা তো মানবজাতির শেষের শুরু।

প্রথমে আমরা দেখতে চাই, গণতন্ত্রের নামে আমেরিকা ও ন্যাটো গত ৪০ বছরে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কতটুকু সফল?

১) আফগানিস্থান যুদ্ধঃ ২০০১-২০২১ সালঃ আমেরিকা ও ন্যাটো পরাজিত।

২) ইরাক যুদ্ধঃ ২০০৩-২০১১ সালঃ আমেরিকার কৌশলগত পরাজয়। কারণ ইরাক ধ্বংসপ্রাপ্ত। সিরিয়ায় XYZ এর প্রাক্তন সদস্যদের হাতে সরকার। ইরাক এবং সিরিয়ায় কয়েক'শ সশস্র গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। উভয় দেশের পরিস্থিতিই অস্থির এবং জটিল।

৩) লিবিয়াঃ ২০১৪-২০২০ঃ বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমেরিকা ও ন্যাটো বিজয়ী কিন্তু লিবিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত। লিবিয়ায় এখন কোন স্থিতিশীলতা নেই। বিভিন্ন সশস্র গোষ্ঠী লিবিয়ায় সক্রিয়। বলতে পারেন, এখানেও আমেরিকা এবং ন্যাটোর কৌশলগত পরাজয় হয়েছে।

এবার ইসরায়েল ও আমেরিকা হামলা করেছে এমন একটি দেশে যে দেশে ইসলামী শরিয়া আইন অনেকটুকু-ই কায়েম ছিল। বাংলাদেশের মূর্খ আলেম সমাজ নিজেরা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বসবাস করে, গনতান্ত্রিক সরকারের সকল আইন- কানুন মেনে চলে অথচ তারা শিয়াদের মুসলিম বলতে কুণ্ঠা বোধ করে। এই 'আলেমরা' জীবনে কোনদিন ইরানের সংবিধান পড়েনি। ইরানের সংসদে যত আইন হয় তা পর্যালোচনা করে দেখার জন্য আরেকটি গভর্নিং বডি Velayat-e Faqih (Guardianship of the Islamic Jurist) আছে। যারা লক্ষ্য রাখে যাতে কোন আইন ইসলামী শরিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক না হয় এবং আইনগুলো যেন ইসলামী শরিয়া মেনে করা হয়। এই গভর্নিং বডি অনুমতি দিলে তারপর ইরানের সর্বোচ্চ মুসলিম নেতা (পূর্বে আয়াতুল্লাহ খোমেনি) অনুমতি দিলে তখনই কোন আইন কার্যকর হয়। বঙ্গ দেশের সুন্নি আলেমরা বলে যে, শিয়ারা অমুক, তমুক। নিজের ঈমানের খবর নাই, তারা যায় ইরানের মুসলিমদের ঈমান খুঁজতে।

সকল হাদিস পর্যালোচনা করে আমি যা পাচ্ছি, ইরানে ইসরায়েল এবং আমেরিকা যে যুদ্ধ শুরু করেছে সেই যুদ্ধ ইসা আঃ আসার পর দাজ্জালকে (ইসরায়েলকে) ধ্বংস না করা পর্যন্ত চলবে।

আমরা কিয়ামতের কত কাছে আছি তা বলে দিবে এই হাদিসটি -
আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: শেষ সময় আসবে না যতক্ষণ না মুসলমানরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং মুসলমানরা তাদের হত্যা করবে যতক্ষণ না ইহুদিরা নিজেদেরকে পাথর বা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রাখবে এবং একটি পাথর বা গাছ বলবে: হে মুসলিম, বা আল্লাহর বান্দা, আমার পিছনে একজন ইহুদী আছে; এসে তাকে হত্যা কর; কিন্তু ঘারকাদ (বক্স থরন ঘারকাদ ট্রি) গাছ বলবে না, কারণ এটি ইহুদিদের গাছ। (সহীহ মুসলিম ২৯২২)

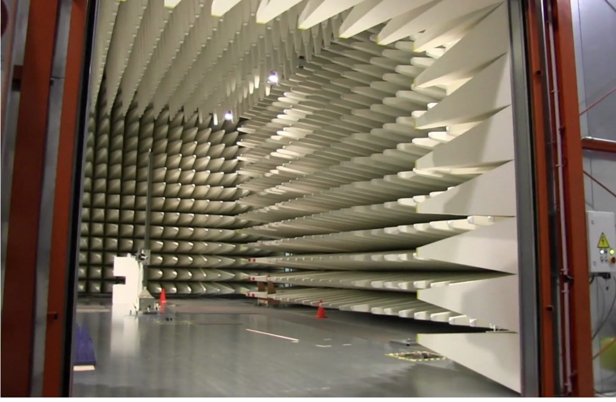
ইহুদীদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করছি আরও ১০০ বছর আগে থেকেই। কিন্তু সেই যুদ্ধ কি শুরু হয়ে গেছে যে যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন যে, "শেষ সময় আসবে না যতক্ষণ না মুসলমানরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে" - অর্থাৎ এই যুদ্ধ যদি শুরু হয় তাহলে বুঝে নিও শেষ সময় চলে এসেছে। এই যুদ্ধে ইহুদীরা পাথর এবং গাছের পিছনে লুকাবে। কিন্তু সেই পাথর বা গাছ বলবে, " হে মুসলিম, বা আল্লাহর বান্দা, আমার পিছনে একজন ইহুদী আছে; এসে তাকে হত্যা কর" অর্থাৎ ইহুদীদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে শুধু মুসলিমরা অংশ গ্রহন করবে না, তাদের সাথে অমুসলিমরাও অংশ গ্রহন করবে তার প্রমাণ, " হে মুসলিম, বা আল্লাহর বান্দা"………… খেয়াল করে দেখুন, গাছ বা পাথর কিন্তু শুধু মুসলিমদের ডাকছে না বরং এই কথা বলেও ডাকছে যে, "হে আল্লাহর বান্দা"। আমরা সবাই হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, মুসলিম সবাই আল্লাহ এর বান্দা। তাহলে, বুঝা গেলো, ইহুদীদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে এমন অনেকে অংশগ্রহন করবেন যারা মুসলিম নয়। এরা কারা? এরা হচ্ছে, প্রকৃত অর্থে বিশ্বাসী নয় – এমন মুসলিম, রাশিয়া বা রাশিয়ার অস্ত্র, চীন বা চীনের অস্ত্র।

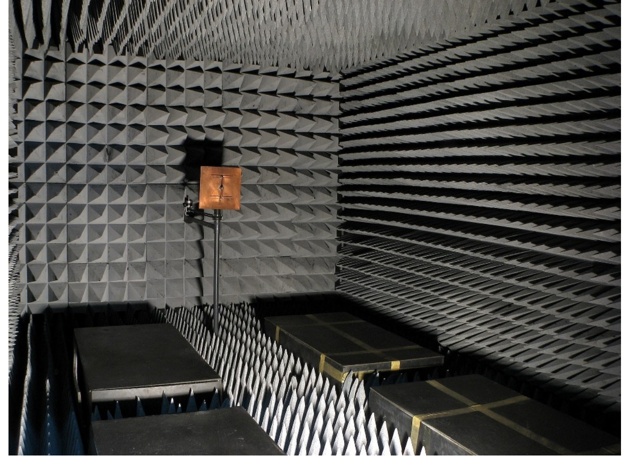
হাদিসে উল্লেখিত, "কিন্তু ঘারকাদ (বক্স থরন ঘারকাদ ট্রি) গাছ বলবে না, কারণ এটি ইহুদিদের গাছ" কথাটির অর্থ কি? গাছ কি কখনো কোন জাতির হতে পারে? গাছ বা পাথর যদি মুসলিমকে বলে আমার পিছনে ইহুদী লুকিয়ে আছে তাহলে তো এটি একটি মিরাকল – এই কথা যখন ইহুদী শুনবে তখন ইহুদী বা ইহুদীরা সাথে সাথেই ইসলাম গ্রহন করবে। এখন আলেম সমাজ বলবেন যে, "এই কথা শুধু মুসলিমই শুনতে পাবে, ইহুদীরা শুনতে পাবে না"। ভাইজান, আল্লাহ এর রসূল সাঃ ঘাড়কাদ গাছ বলতে কোন গাছের কথা বুঝান নি, তিনি ঘারকাদ গাছ বলতে একটি টেকনোলজির কথা বুঝিয়েছেন - যে টেকনোলজির সাথে ঘারকাদ গাছের বৈশিষ্ট্যের মিল আছে। এই টেকনোলজি কখনোই মুসলিমদের হাতে আসবে না, এটি ইহুদী, নাসারা ও অন্যান্য বিশ্বাসে বিশ্বাসী লোকদের হাতে থাকবে। কিন্তু মুসলিমদের সাথে উক্ত যুদ্ধে এই টেকনোলজি ইহুদীদের কাছেই থাকবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই টেকনোলজি কখনোই মুসলিমদের হাতে আসবে না। এদিকে ইঙ্গিত করেই মুহাম্মাদ সাঃ বলেছেন যে, এটি ইহুদীদের গাছ অর্থাৎ ইহুদীদের টেকনোলজি।
উক্ত হাদিসে উল্লেখিত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে যখন stealth aircraft বা টেকনোলজি আবিষ্কার হয়েছে এবং ইরান ইসরায়েলে প্যালেস্টাইনের মুসলিমদের পক্ষে তার প্রথম মিসাইলটি ২০২৫ সালে নিক্ষেপ করেছিল।

আপনি কি জানেন বর্তমানে যে মিসাইল নিক্ষেপ করা হয় তার গতিপথ এবং গন্তব্য কিভাবে নির্ধারণ করা হয়? রাডারের মাধ্যমে আর হিট সিকিং টেকনোলজির মাধ্যমে, অন্যান্য আরও কিছু টেকনোলজি আছে তবে এই দু'টিই প্রধান। রাডার থেকে তরঙ্গ প্রেরিত হয় এবং সেই তরঙ্গ আবার রাডারে ফিরে আসলে বিভিন্ন হিসাব করে মিসাইলের জন্য লক্ষ্যবস্তু ও গতিপথ নির্ধারণ করা হয়। মিসাইল চলেও এভাবে। অনেক ধরণের মিসাইল আছে তবে এটাই মিসাইলের চলার মুলনীতি। আকাশে অর্থাৎ এয়ার টু এয়ার অথবা সার্ফেস টু এয়ার মিসাইলের ক্ষেত্রে সাধারণত হিট সিকিং (Heat Seeking) মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়।
ঘাড়কাদ গাছের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে - এটি কাঁটাযুক্ত এবং ছোট পাতা যুক্ত ঝোপের মত গাছ। অন্য সকল গাছের তুলনায় এই ধরণের (Lycium ferocissimum) গাছ সবচেয়ে বেশী তাপ শোষণ করে।

আপনি কি জানেন - তীক্ষ্ণ প্রান্ত এবং একটি কোণে মাউন্ট করা সমতল পৃষ্ঠগুলি আয়নার মতো কাজ করতে পারে যা রাডার সংকেতকে বিচ্যুত করতে পারে এবং একটি রাডার সিস্টেমকে সঠিক তথ্য পেতে বাধা প্রদান করে।
বিকিরণ-শোষক উপাদান (radiation-absorbent material (RAM)) হল এমন একটি উপাদান যা ঘটনা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির (RF) বিকিরণ (অ-আয়নাইজিং বিকিরণ হিসাবেও পরিচিত) শোষণ করার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে এবং আকৃতি দেওয়া হয়েছে যাতে ঘটনার দিক থেকে যতটা সম্ভব কার্যকরীভাবে বিকিরণ শোষণ করে নিতে পারে। **RAM** যত বেশি কার্যকর হবে**,** প্রতিফলিত **RF** বিকিরণের ফলে স্তর তত কম হবে। অর্থাৎ রাডার থেকে যে তরঙ্গ বের হবে তা এই ধরণের সার্ফেসে পড়লে তা থেকে রাডারে কোন তরঙ্গ ফেরত যাবে না ফলে রাডার কোন বস্তু বা স্থানকে চিহ্নিত করতে পারবে না ফলে সেই

বস্তু বা জায়গাকে লক্ষ্য করে মিসাইল নিক্ষেপ সম্ভব নয়। সর্বশেষ stealth aircraft -এ বা যুদ্ধবিমানে এই টেকনোলজি ব্যাবহার করা হয়েছে।













ছবি; গবেষণাগারে বিকিরণ-শোষক উপাদানের পরীক্ষা (radiation-absorbent material (RAM) এবং **কাঁটাযুক্ত** ঘাড়কাদ গাছ এবং stealth যুদ্ধবিমান

১৪০০ বছর আগে আল্লাহ এর রসূল সাঃ কিভাবে বুঝাবেন যে, রাডারের তরঙ্গ প্রতিরোধী stealth প্রযুক্তি মুসলিমদের কাছে আসবে না - এটা ইহুদীদের কাছেই থাকবে আর যখন মুসলিমরা তাদের রাডার চালু করবে মিসাইল মারার জন্য তখন এই stealth প্রযুক্তিযুক্ত জায়গা, ট্যাঙ্ক বা যুদ্ধ বিমানগুলো থেকে কোন তরঙ্গ তাদের রাডারে ফিরে আসবে না। অর্থাৎ এই রকম বিকিরণ-শোষক উপাদান সমৃদ্ধ জায়গা, ট্যাঙ্ক বা যুদ্ধবিমান, ইত্যাদি মুসলিমদের বলবে না যে, ইহুদীরা কোথায় আছে। কিন্তু যে সকল স্থানে বা যুদ্ধবিমানে এই প্রযুক্তি ব্যাবহার করা হয়নি সেগুলো মুসলিমদের রাডারকে বলে দিবে যে, (ইসরায়েলের) ইহুদী কোথায় লুকিয়ে আছে।

ঘাড়কাদ গাছের আরেকটি বিশেষ গুণ হচ্ছে এই জাতের (Lycium ferocissimum) গাছ সবচেয়ে বেশী তাপ শোষণ করে। এর অর্থ হচ্ছে মুসলিমরা যখন এয়ার টু এয়ার অথবা সার্ফেস টু এয়ার মিসাইলে হিট সিকিং (Heat Seeking) টেকনোলজি ব্যাবহার করবে তখন তাদের মিসাইল লক্ষ্যভেদ করতে পারবে না যদি ইহুদীরা সেই বিমানে stealth টেকনোলজি ব্যাবহার করে থাকে। তাপ বা heat শোষণ করে নেয়া ঘাড়কাদ গাছের আরেকটি গুণ যা stealth টেকনোলজি বা রাডার ফাকি দেবার অন্য কোন টেকনোলজির সাথে মিলে যায়। অর্থাৎ ঘাড়কাদ গাছ বা stealth টেকনোলজি মুসলিমদের রাডারকে বলছে না যে, ইহুদী কোথায় লুকিয়ে আছে। কিন্তু এই টেকনোলজি যে সকল জায়গায় (যেমনঃ সেনা ক্যাম্প, ট্যাঙ্ক, যুদ্ধবিমানে,অস্ত্রাগারে) ব্যাবহার করা হবে না - সেই সকল জায়গাকে মুসলিমদের রাডার সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারবে এবং মিসাইলও ছুড়তে পারবে। হাদিস থেকে আরেকটি ব্যাপারও পরিষ্কার যে, stealth টেকনোলজি কখনো মুসলিমদের হাতে আসবে না। এই হাদিসে মুসলিম কারা - জানেন তো? যারা গণতন্ত্র, পীরতন্ত্রকে অস্বীকার করে ইসলাম গ্রহন করেছে তারা। পাকিস্থান বা তুরস্কের সরকার stealth টেকনোলজি হাতে পেলে আমাকে আবার জিজ্ঞেস করবেন না - 'ভাই, মুসলিমরা stealth টেকনোলজি পেয়ে গেছে কিন্তু আপনি তো

বলেছিলেন মুসলিমরা এই টেকনোলজি হাতে পাবে না'। পাকিস্থান সরকার হচ্ছে দাজ্জাল যারা - ইসলামের সাথে গনতন্ত্রকে মিশিয়ে ফেলেছে।
যদি গাছ বা পাথর মুসলিমকে মৌখিকভাবে বলে দেয় যে, "হে মুসলিম, বা আল্লাহর বান্দা, আমার পিছনে একজন ইহুদী আছে; এসে তাকে হত্যা কর" – তাহলে এটা একটা মিরাকল আর এই ধরণের কোন মিরাকল এই জমানায় হবে না। ইসা আঃ আসবেন আল্লাহ এর একজন সাধারণ বান্দা হিসেবে, কোন নবী হিসেবে নয়। ইসা ইবনে মরিয়ম নবী হিসেবে আল্লাহ এর অনুমতিক্রমে যে সকল মিরাকল আগে দেখিয়েছিলেন এবার তার কিছুই দেখাতে পারবেন না। কারণ এবার তিনি আসবেন আল্লাহ এর একজন সাধারণ বান্দা হিসেবে -নবী হিসেবে নয়।

এখন আলেমরা বলবেন যে, ইসা আঃ মিরাকল নিয়ে আসবেন যার কথা বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত আছে। বড় ভাইয়েরা, সহীহ মুসলিম ২৯২২ হাদিসে উল্লেখিত পাথর এবং গাছের মুসলিমদের সাথে কথা বলার ব্যাপারটি আপনারা এত বছর মিরাকল ভেবে বসে ছিলেন। কিন্তু এটা কোন মিরাকল নয় – এটা হচ্ছে আধুনিক একটি টেকনোলজীর বর্ণনা। ইসা ইবনে মরিয়ম যদি কোন মিরাকল নিয়ে আসতেন তাহলে উনাকে ইয়াজুজ-মাজুজের কারণে সমাজ ছেড়ে তুর পাহাড়ে চলে যেতে হত না। আল্লাহ এর রসূল সাঃ আমাদেরকে বর্তমান সময়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন টেকনোলজির কথা বলেছেন ১৪০০ বছর আগে। ইসা আঃ কোন ধরণের টেকনোলজি ব্যাবহার করবেন তা বিভিন্ন হাদিসে বলা আছে কিন্তু সেই হাদিসগুলো ব্যাখ্যা করার মত জ্ঞান আপনাদের না থাকলে কি করার আছে? ইসা আঃ কোন ধরণের যুদ্ধ অস্ত্র ব্যাবহার করবেন তা নিম্নের হাদিসে বলা আছে।
…………………...মরিয়মের পুত্র অবতরণ করবেন এবং তাদের নেতৃত্ব দেবেন। যখন আল্লাহর শত্রু তাকে দেখতে পাবে, তখন তা (অদৃশ্য হয়ে যাবে) যেমন লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং যদি তিনি (ঈসা) তাদের মুখোমুখি না হতেন, তাহলেও তা সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ তাদের নিজ হাতে হত্যা করবেন এবং তিনি তাদের রক্ত তার (ইসার) বর্শায় দেখাবেন। (সাহিহ মুসলিমঃ ২৮৯৭)

আপনি যদি কোন মাদ্রাসার আলেমকে বলেন, তুমি কি জানো, “M13 মিনিগান থেকে মিনিটে ৬,০০০ বুলেট বের হয়”। সে বলবে, “এটা অসম্ভব”। আপনি বলবেন, “ইন্টারনেট দেখো, এটা সত্যি”। সে বলবে, “তাহলে তো এটা মিরাকল, প্রতি সেকেন্ডে ১০০ বুলেট বের হলে এটাকে মিরাকল ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে”। আল্লাহ এর রসূল সাঃ হাদিসে টেকনোলজির কথা বলেছেন, টেকনোলজির বর্ণনা করেছেন আর তারা এটাকে মিরাকল ভেবে বসে আছে।

তবে আমি এটা বলতে পারি, ইসা ইবনে মরিয়ম এসে দাজ্জালকে হত্যা করলে এই দেশের ইয়াজুজ-মাজুজ এবং দাজ্জালের অনুসারীরা ইরানকে খুব গালাগালি করবে। আলেম সমাজ বলবে, “আমরা আগেই বলেছিলাম, শিয়াদের আকিদা ঠিক নাই, তা না হলে এমন কাজ কেউ করে”। সরকার টেনশনে থাকবে, আহা, তেলের দাম বেড়ে গেছে, কি করি? এদিকে জামাতে ইসলামী গনতান্ত্রিক উপায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার

চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছে। তেলের দাম কমে যাবে, তারপর কয়েক বছর চলে যাবে। সবকিছু এখন যেমন চলছে তেমনি স্বাভাবিকভাবে চলবে। তখন আল্লাহ সেই কীট (ভাইরাস) পাঠাবেন যা দিয়ে তিনি ইয়াজুজ-মাজুজকে হত্যা করবেন যাদের সংখ্যা বর্তমান পৃথিবীতে ৬৫০ কোটির কম হবে না। তারা এক রাতে এক সাথে সবাই মারা যাবে। তারপর ইসা আঃ তুর পাহাড় থেকে নেমে আসবেন। তারপর কিয়ামত হবে। ইসরায়েল এবং আমেরিকা ইরানে হামলা করার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর শেষ অধ্যায়ে প্রবেশ করেছি।

ইসা আঃ আসার আর কত বছর বাকি? পরিস্থিতি যে পর্যায়ে গেছে, এখন থেকে যে কোন দিন ইসা আঃ চলে আসবেন। তবে আপনারা কেউই ইসা ইবনে মরিয়মকে চিনতে পারবেন না, জানতেও পারবেন না যে, ইসা ইবনে মরিয়ম এসেছেন এবং দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং তুর পাহাড়ে চলেও গেছেন। কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে - নিম্নে বর্ণিত হাদিসেঃ

বুখারি ও মুসলিম বর্ণিত একটি সংস্করণে তিনি (মুহাম্মাদ সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন মারিয়ামের পুত্র (ঈসা) অবতরণ করবেন এবং তোমাদের ইমাম হবেন তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন?" জাবির (রা.) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, "**আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সত্যের পক্ষে লড়াই চালিয়ে যাবে এবং বিজয়ী থাকবে।"** তিনি আরও বলেন যে, অতঃপর মারিয়ামের পুত্র ঈসা (আ.) অবতরণ করবেন; তখন **তাদের সেনাপতি (কমান্ডার)** তাঁকে এগিয়ে এসে সালাতের ইমামতি করার আহ্বান জানাবেন। কিন্তু তিনি বলবেন, "না; বরং তোমাদেরই কাউকে কাউকে অন্যদের উপর স্থাপন করা হয়েছে - এটি এই উম্মতের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ সম্মান।" (মিশকাত আল-মাসাবিহ ৫৫০৭)

আমি এখন সকল হাদিস ব্যাখ্যা করি আর আপনারা আমাকে বলেন যে, আমি অমুক দলের লোক। দরকার নাই, ভাই। যতটুকু বলেছি, বাকিটুকু নিজে বুঝে নিন। ইসা আঃ ইরানে কোন দলের লোকদের মধ্যে অবতরণ করবেন তা উপরের হাদিসে বলা আছে।

বাংলার আলেম সমাজসহ সারা পৃথিবীর আলেম সমাজ ভাবছেন, ইসা ইবনে মরিয়মের সময় তরবারি আর বর্শা দিয়ে যুদ্ধ হবে - তারা কি ঘুমের ভিতর স্বপ্ন দেখছেন? মুফতি কাজি ইব্রাহীমের স্বপ্ন দেখার টীম আছে - তাদের কাজ হচ্ছে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখা। হাসছেন কেন ভাই – আপনি জানেন না- উনি কত বড় মুফতি! এই কথা কোথায় পেলাম? এই কথা মুফতি কাজি ইব্রাহীম নিজেই বলেছেন। সারাদেশে এত জোঁকার – আমরা তো হাসতে হাসতে কেদেই দিচ্ছি।
কি বলছেন - মুফতি কাজি ইব্রাহীম আলেম? উনাকে আলেম বলে স্বীকার করলে আমার কবীরা গুনাহ হবে। মূর্খকে নবীর ওয়ারিশ বলে অভিহিত করে - আমি কি জাহান্নামে যাবো?

মাহফুয আনামের সাথে আমার সাক্ষাৎ

বহু কষ্টে মাহফুয আনাম স্যারের appointment যোগাড় করা গেছে। উনি খুব ব্যস্ত মানুষ। হুমকি-ধামকি দিয়ে সারা দিন ফোন আসতেই থাকে। এই তো কিছুক্ষন আগে বিএনপির এক মন্ত্রী ফোন দিয়ে উনাকে শাসালেন, অমুক খবর যেন ছাপানো না হয়। মজা নিচ্ছেন ভাই? মুনাফিক বিএনপিকে নিয়ে মজা নিবো না - তো কি করবো? জুলাই না হলে ওরা জেলে থাকত, এখন ওরা জুলাই যোদ্ধাদের নামেই মামলা দেয়ার হুমকি দেয়। হায়রে ছাত্র সমাজ, তোমরা যে কত বড় ভুল করেছো - বিএনপিকে মুক্ত করে। ওরা হচ্ছে ইহুদীদের মত। মুনাফিক বন্ধুর চেয়ে প্রকাশ্য নীতিবান শত্রু অনেক শ্রেয়। যদি দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় – এজন্য দায়ী থাকবে তারেক জিয়া এবং বিএনপি। ছাত্রদের পিছনে মৃত্যুর ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। নাহিদ, সাদ্দাম, সাদিক কায়েমরা যদি নবীর আদর্শ মেনে চলে, তাহলে তারা সফল হবে। নবীর কথা মানবে না - পরাজিত হবে। শিয়ালের কোন সাহস থাকে না কিন্তু সে হয় ধূর্ত। ঠিক তোমাদের তারেক জিয়ার মত। গনতন্ত্র তোমাদেরকে এমন নেতাই উপহার দিবে যে হবে মুনাফিক ও ধূর্ত অথবা হাসিনার মত দাজ্জাল। এবং গনতন্ত্রের কারণে তোমাদেরকে মৃত্যুর পর আগুনে পুড়তে হবে।

আমাদের হাতে সময় খুবই কম। ইসা ইবনে মরিয়ম যেই দাজ্জালকে হত্যা করবেন সম্ভবত সেই দাজ্জাল আবির্ভূত হয়ে গেছে। তার নাম বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। 'নেতানিয়াহু' উনার বংশের নাম নয়, সারনেম নয়। 'নেতানিয়াহু' শব্দটি উনার দাদা 'নাথান মিলেইকোভস্কি' উনাদের নামের শেষে যোগ করেছিলেন। 'নেতানিয়াহু' শব্দের অর্থ হচ্ছে " গিফট ফ্রম গড" অর্থাৎ "আল্লাহ এর উপহার"। বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নামের অর্থ করলে দাড়ায় "বেনিয়ামিন আল্লাহ এর উপহার"।

ইসা ইবনে মরিয়ম হচ্ছেন আল্লাহ এর পক্ষ থেকে মরিয়মের প্রতি একটি উপহার। এই কথা কোরআনে বলা আছে।
"তিনি (জিব্রাইল) বললেন, "না, আমি তো তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন রসূল (দূত), তোমাকে পবিত্র পুত্রের উপহার (এর সংবাদ) দেওয়ার জন্য (এসেছি)"। (সূরা মরিয়মঃ১৯) (কোরআন ১৯ঃ১৯)

এখন যারা বলবেন, আমরা তো কোরআনের বাংলা অনুবাদে উপহার শব্দটি খুঁজে পাচ্ছি না। আরবি একটি শব্দের অনেক অর্থ থাকে।
“He responded, “I am only a messenger from your Lord, ˹sent˺ to bless you with a pure son.”” (সূরা মরিয়মঃ ১৯, Quran translated by Dr. Mustafa Khattab.)
He said: "Nay, I am only a messenger from thy Lord, (to announce) **to thee the gift of a holy son.** (সূরা মরিয়মঃ ১৯, Quran translated by Abdullah Yusuf Ali)

ইসা আঃ হচ্ছেন আল্লাহ এর তরফ থেকে মরিয়মের জন্য একটি উপহার। তাহলে, **ইসা ইবনে মরিয়ম হচ্ছেন "আল্লাহ এর উপহার" অন্যদিকে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলছেন, "আমি হচ্ছি আল্লাহ এর উপহার" (গিফট অফ গড)। দাজ্জালকে বলা হয় "Anti- Christ" (ইসার শত্রু)।** দাজ্জালকে 'মাসিহ আদ – দাজ্জাল' ও হয়।

"..................উম্মে শারিক বিনতে আবি'আকার বললেন: 'হে আল্লাহর রাসূল, সেদিন আরবরা কোথায় থাকবে?' তিনি বললেন: 'সেদিন তারা সংখ্যায় কম হবে, এবং তাদের অধিকাংশই বায়তুল-মাকদিসে (জেরুজালেমে) থাকবে এবং তাদের নেতা হবে একজন ধার্মিক ব্যক্তি। যখন তাদের নেতা তাদের সুবাহ নামাজে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অগ্রসর হবেন, তখন ঈসা বিন মরিয়ম তাদের কাছে নেমে আসবেন। তাদের নেতা পিছিয়ে যাবেন যাতে 'ঈসা ইবনে মরিয়ম এগিয়ে আসতে পারে এবং লোকদের নামাজে নেতৃত্ব দিতে পারেন, কিন্তু 'ঈসা ইবনে মরিয়ম' তার কাঁধের মধ্যে তার হাত রাখবেন এবং তাকে বলবেন: "এগিয়ে যাও এবং নামাজ পড়ো, কারণ তোমার জন্য ইকামা দেওয়া হয়েছিল।" তারপর তাদের নেতা তাদের নামাজে ইমামতি করবেন। যখন তিনি শেষ করবেন, তখন ঈসা (আঃ) বলবেন: "দরজা খুলো।" সুতরাং তারা তা খুলবে এবং এর পিছনে দাজ্জাল থাকবে সত্তর হাজার ইহুদী নিয়ে, তাদের প্রত্যেকের হাতে অলংকৃত তরবারি থাকবে এবং তাদের পড়নে সবুজ রঙের চাদর থাকবে। দাজ্জাল যখন তার দিকে তাকাবে তখন সে গলতে শুরু করবে যেমন পানিতে লবণ গলে যায়। সে পালিয়ে যাবে এবং ঈসা (আঃ) বলবেন: "তোমার জন্য আমার কাছে শুধু একটি আঘাতই আছে, যা থেকে তুমি পালাতে পারবে না!" তিনি তাকে লুডের পূর্ব দিকের গেটে ধরবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর আল্লাহ ইহুদীদের পরাজিত করবেন, এবং আল্লাহর সৃষ্টির এমন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না যা ইহুদীদের লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে, যাকে আল্লাহ কথা বলাবেন না - কোন পাথর, কোন গাছ, কোন প্রাচীর, কোন প্রাণী - তবে আল-ঘাড়কাদ ব্যতীত, কারণ এটি তাদের (ইহুদীদের) গাছ, এবং তারা এই কথা ব্যতীত অন্য কিছুই বলবে না: "হে মুসলিম – আল্লাহ এর বান্দা, এখানে ইহুদি আছে, এসো তাকে হত্যা করো!................" (সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০৭৭)

আমরা অন্য একটি হাদিসে জেনেছিলাম, ইসা ইবনে মরিয়ম নেমে আসবেন দামেস্কের পূর্ব দিকের সাদা মিনারে কিন্তু বাইতুল মাকদিস দামেস্ক থেকে পশ্চিম দিকে। এর অর্থ কি? 'বাইতুল মাকদিস' আরবী শব্দের অর্থ হচ্ছে 'পবিত্রদের ঘর' বা 'পবিত্র ঘর'। আমরা পূর্বে জেনেছিলাম যে, সাদা মিনারের 'সাদা' (সাদা ধনসম্পদ বলতে বুঝায় পবিত্রতা) বলতে বুঝায় পবিত্র- যারা দাজ্জাল (শিরক) থেকে পবিত্র। তাহলে, সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০৭৭ নাম্বার হাদিসে 'বাইতুল মাকদিস' বলতে 'বাইতুল মাকদিস' মসজিদকে বুঝাচ্ছে না। বাইতুল মাকদিস বলতে বুঝাচ্ছে, পবিত্রদের ঘর – এই ঘরে যারা আছে তারা দাজ্জাল (শিরক) থেকে পবিত্র। তাহলে বুঝা গেলো ইসা ইবনে মরিয়ম জেরুজালেমের বাইতুল মাকদিসে অবতরণ করবেন না। তিনি অবতরণ করবেন, ইরানে (ইসফাহানে)। হাদিসে বলা আছে, "ঈসা (আঃ) বলবেন: "দরজা খুলো।" এর অর্থ হচ্ছে, যাদের মধ্যে ইসা ইবনে মরিয়ম অবতরণ করবেন, তারা নিজেদের দাজ্জাল থেকে লুকিয়ে (আড়াল

করে) রাখবে। ’দরজা খুলো’ অর্থাৎ আড়াল থেকে বের হয়ে দাজ্জালের মুখোমুখী হও - তোমাদের পরিচয় প্রকাশ করো। দরজা খুলতেই দেখা যাবে দাজ্জাল ৭০ হাজার ইহুদী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই ইহুদী কারা? এই ইহুদী হচ্ছে ইসফাহানের সেই ৭০ হাজার ইহুদী বা ইহুদীর বংশধর। তারা সবুজ রঙের চাদর পরিহিত থাকবে - আপনি কি জানেন পার্সিয়ান চাদরকে সবুজ তায়ালিশ বলে? অর্থাৎ, মিশকাত আল মাসাবিহ-৫৪৭৮ হাদিসে যে পার্সিয়ান চাদরের কথা বলা হয়েছে, সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০৭৭ হাদিসে একই চাদরের কথা বলা হচ্ছে। Littman এর কাছ থেকে আমরা জেনেছি যে, ইরানের ৭০ হাজার ইহুদী আরও ৫০-৫৫ বছর আগেই ইরান ছেড়ে ইসরায়েলে চলে গেছে। তাদের বংশধর-রাই দাজ্জালের সাথে থাকবে। তাহলে, ইসরায়েলের অন্য ইহুদীরা কি দাজ্জালের (তাদের প্রধানমন্ত্রীর) সাথে থাকবে না? জি থাকবে। তবে তাদের নাম তো আলাদা, তারা হচ্ছে জিওনিসট। মুহাম্মাদ সাঃ যে সকল ইহুদী ইসরায়েলে জিওনিসট মুভমেন্টের মাধ্যমে ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে এসেছে তাদেরকে ইহুদী হিসেবে স্বীকৃতি দেন নি। আসলে মুহাম্মাদ সাঃ এখানে আমাদের জন্য clue বা সুত্র রেখে গেছেন। যে ইহুদীরা ইসফাহান থেকে বের হয়েছিল সেই ইহুদীরা যেখানে যাবে এবং যেখান থেকে বের হবে সেখানেই তোমরা দাজ্জালকে খুঁজে পাবে। এই হাদিস থেকে আরেকবার প্রমানিত যে, ইসরায়েলের সরকার প্রধানের পদটি হচ্ছে দাজ্জালের পদ। তাহলে, সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০৭৭ হাদিসে ’বাইতুল মাকদিস’ এর দুটি অর্থ আছে। একটি শাব্দিক অর্থ যা দিয়ে আমরা ইসার অবতরণের জায়গা খুঁজে পাচ্ছি আর অন্য অর্থ দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে, দাজ্জাল বাইতুল মাকদিস যেখানে সেখানে থাকবে অর্থাৎ জেরুজালেমে থাকবে। অর্থাৎ ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর পদ-ই হচ্ছে দাজ্জাল।

”দাজ্জাল যখন তার দিকে তাকাবে তখন সে গলতে শুরু করবে যেমন পানিতে লবণ গলে যায়। সে পালিয়ে যাবে এবং ঈসা (আঃ) বলবেন: "**তোমার জন্য আমার কাছে শুধু একটি আঘাতই আছে,** যা থেকে তুমি পালাতে পারবে না!" তিনি তাকে লুডের পূর্ব দিকের গেটে ধরবেন এবং তাকে হত্যা করবেন।”

আমি মনে করি, হাদিসে উল্লেখিত এই কথাগুলোর অর্থ হচ্ছে, দাজ্জাল নিজেকে এমন ভাবে অদৃশ্য করতে চাইবে যেভাবে পানিতে লবণ গলে মিশে যায় কারণ ইসা আঃ এর কাছে এমন কোন অস্ত্র থাকার খবর - দাজ্জালের কাছে পৌঁছে যাবে যে, সে না লুকিয়ে থাকতে পারবে না, কিন্তু ইসা আঃ লুডের দরজায় তাকে ধরে ফেলবেন এবং হত্যা করবেন।

…………………...মরিয়মের পুত্র অবতরণ করবেন এবং তাদের নেতৃত্ব দেবেন। যখন আল্লাহর শত্রু তাকে দেখতে পাবে, তখন তা (অদৃশ্য হয়ে যাবে) যেমন লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং যদি তিনি (ঈসা) তাদের মুখোমুখি না হতেন, তাহলেও তা সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ **তাদের** নিজ হাতে হত্যা করবেন এবং তিনি **তাদের** রক্ত তার (ইসার) বর্শায় দেখাবেন। (সাহিহ মুসলিমঃ ২৮৯৭)

সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০৭৭ এবং সাহিহ মুসলিমঃ ২৮৯৭ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ইসা ইবনে মরিয়ম মিসাইল ধরণের কোন অস্ত্র ব্যাবহার করবেন। এটা খুবই শক্তিশালী বোমা? হতে পারে কারণ এক আঘাতে দাজ্জালকে এবং তার বাহিনীকে ধ্বংস করতে হলে তো অনেক বড় বোমা ব্যাবহার করতে হবে। সাহিহ

মুসলিমঃ ২৮৯৭ হাদিসে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাদেরকে হত্যা করবেন কিন্তু রক্ত দেখাবেন ইসা ইবনে মরিয়মের বর্শায়। বর্শা এমন একটি অস্ত্র যা ছুঁড়ে দিয়ে তরবারির চেয়ে অনেক দূরে আঘাত করা যায়। তীর দিয়েও অনেক দূরে আঘাত করা যায় কিন্তু তীরের চেয়ে বর্শার আঘাত গুরুতর হয়। তাহলে ইসা ইবনে মরিয়ম গুরুতর কোন মিসাইল ব্যাবহার করবেন কারণ সাহিহ মুসলিমঃ ২৮৯৭ হাদিসে বলা হচ্ছে - তাদের রক্ত ইসা ইবনে মরিয়মের বর্শায় আল্লাহ দেখাবেন, যদিও ইসা ইবনে মরিয়ম তাদের মুখোমুখী না হন – মিসাইল ছাড়া এর অন্য কোন অর্থ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। হাদিসে বহুবচন 'তাদের রক্ত' শব্দটি ব্যাবহার করার ফলে বুঝা যাচ্ছে এই মিসাইল গুরুতর কোন মিসাইল হবে তবে তা পারমাণবিক বোমা হবে না বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

আমার শ্রদ্ধেয় আলেম, ইমরান নাযার হুসেইন বহু বার বলেছেন, রাশিয়াকে আর কোনঠাসা করবেন না। এর পরিনতি হবে পারমাণবিক যুদ্ধ।
ন্যাটো রাশিয়ার দরজায় চলে আসছে তাই রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লিপ্ত হয়েছে, সিরিয়া রাশিয়ার হাত থেকে ছুটে গেছে, এখন মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়ার একমাত্র বন্ধু ইরানও আক্রান্ত। রাশিয়ার উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা চলছে। অর্থনৈতিক দুরাবস্থার মধ্যে ফেলে ন্যাটো রাশিয়াকে আবার ভেঙ্গে ফেলতে চাইছে যেভাবে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভেঙ্গে ফেলেছিল। কিন্তু এবার কি পুতিন তা মানবেন?

তাহলে, বঙ্গ অঞ্চলে বা বিশ্বে কি হবে? তেমন কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে না। ইসা ইবনে মরিয়ম খুবই সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ করবেন। উনি দাজ্জালকে হত্যা করেই চলে যাবেন তুর পাহাড়ে। ঐ সময় অল্প কিছু দিন তেলের দাম বাড়তে পারে। তারপর অল্প কিছু দিন বা অল্প কিছু বছর, এখন যেমন সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চলছে তেমনি চলবে, তারপর আল্লাহ সেই কীট (ভাইরাস) পাঠাবেন যা ইয়াজুজ-মাজুজকে ঘাড়ে আক্রান্ত করবে ফলে তারা সবাই এক রাতেই মারা যাবে, আমার মতে ইয়াজুজ -মাজুজের সংখ্যা বর্তমান পৃথিবীতে ৬৫০ কোটির কম হবে না। ইসা আঃ তুর পাহাড় থেকে নেমে আসবেন। কিছু বছর শাসন করবেন। তারপর কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। আল্লাহ যখন ইয়াজুজ-মাজুজকে কীট পাঠিয়ে হত্যা করবেন তার আগে এই অঞ্চলের মুসলিমদের ঘুম ভাঙবে না। আমরা তো ইরানের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রীর নাম-ই জানি না।

ইসা আঃ আসতে কত সময় বাকি? কোন সময় বাকি নেই। যে কোন দিন, যে কোন মুহূর্তে ইসা আঃ চলে আসতে পারেন। যেহেতু ইসা ইবনে মরিয়মের শত্রু আবির্ভূত হয়ে গেছে - যে নিজেকে 'আল্লাহ এর উপহার' বলে দাবী করে ফেলেছে এবং ইসফাহানেও দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে - তাহলে সময় আর বাকি থাকে কিভাবে? আমেরিকা যদি ইরানকে ধুলার সাথে মিশিয়ে দেয়? সেটা করলে পৃথিবীর শেষটা হয়তো খুব দ্রুতই আমরা দেখতে পারব।

আমরা জানি, দাজ্জাল আবির্ভূত হয় অতিরিক্ত রাগের সময়। ইসা ইবনে মরিয়ম দাজ্জাল বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে হত্যা করবেন – এটা আমি নিশ্চিত নই। তবে আমি এটা নিশ্চিত যে, বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু, ইসা ইবনে মরিয়মের শত্রু কারণ উনি নিজেকে 'আল্লাহ এর উপহার' (গিফট অফ গড) বলে দাবী করেছেন।

আল্লাহ একজন নারীর গর্ভে একজন নবীকে পাঠিয়েছেন কোন পুরুষের সংস্পর্শ ছাড়াই এবং আল্লাহ মিরাকল ঘটিয়ে সেই নারী যে সতী তা প্রমাণ করেছেন। ইসা মায়ের কোলে থাকতেই নিজের মায়ের পক্ষে কথা বলে ইহুদী আলেমদের কাছে প্রমাণ করে দেন যে, মরিয়ম একজন সতী- সাধ্বী নারী। তাহলে ইসা ইবনে মরিয়ম কাদের বিরুদ্ধে নিজের মাকে সতী প্রমান করেছিলেন? ইহুদী আলেমদের বিরুদ্ধে। ইহুদীরাই তো ইসা ইবনে মরিয়মকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

শেষ জমানা সম্পর্কিত হাদিসে মুহাম্মাদ সাঃ ইসাকে -'ইসা ইবনে মরিয়ম' নামে সম্মোধন করেছেন। ইসার নামের সাথে উনার মাতা মরিয়মের নামও আসছে, কিন্তু কোন পুরুষের নাম আসছে না কারণ ইসার তো বাবাই নেই। শেষ জমানায় বিজয়ী হতে হলে আপনাকে অবশ্যই নারীদেরকে সম্মান করতে হবে, তাদেরকে সহযোদ্ধা হিসেবে গ্রহন করতে হবে। তারা হিজাব করে কি - করে না, তারা জিন্সের প্যান্ট – গেঞ্জি পড়ে কি না - সেটা নিয়ে সারাদিন তাদেরকে নসিহত করতে আপনাকে বলা হয়নি। প্যালেস্টাইনের যে - জিন্সের প্যান্ট, গেঞ্জি পড়া - মেয়ে ইসরায়েলের ট্যাঙ্কের দিকে একটি মাটির ঢিল ছুঁড়েছে - আপনি আপনার সারা জীবনের সকল নফল ইবাদাত দিয়ে তার সমান হতে পারবেন না কারণ আপনি নফল রোজা, তাহাজ্জুত, দান -সদকা করলে আপনার জীবনের উপর কোন ঝুঁকি আসে না এবং এতে মুসলিম সমাজ কোন ভাবে উপকৃত হয় না। কিন্তু ঐ মেয়ে একটি মাটির ঢিল ছুঁড়েছে - এই কথা জেনে যে, তাকে গুলি করে হত্যা করা হতে পারে, তাকে তুলে নিয়ে জেল দেয়া হতে পারে বা ধর্ষণ।

মেয়ে হয়ে ছেলের পোশাক পড়েছে?

- তো? এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই ব্যাপারে সে আল্লাহ এর কাছে জবাবদিহিতা করবে - এই ব্যাপারে তো মুসলিম খলিফারও আইন করার কোন অধিকার নেই। তোমরা কি নিম্নের হাদিসটি পড়ো নি?

হুযাইফাহ ইবনে ইয়ামান থেকে বর্ণিত,

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেনঃ "ইসলাম এমনভাবে ক্ষয়ে যাবে যেভাবে কাপড়ের উপর থেকে সূচিকর্ম ক্ষয়ে যায়, যতক্ষণ না - কেউ জানবে না রোজা, নামায, (হাজ্জ) আচার-অনুষ্ঠান এবং দান-খয়রাত কি। রাত্রে আল্লাহর কিতাব তুলে নেওয়া হবে, এবং এর একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না, এবং কিছু বৃদ্ধ পুরুষ এবং বৃদ্ধ নারী থেকে যাবে, যারা বলবে, " আমাদের পিতাদের এই শব্দগুলি বলতে শুনেছি: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তাই আমরাও সেগুলি বলি।" সিলাহ তাকে (হুযাইফাহকে রাঃ) বললেন: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে তাদের কী লাভ

হবে, যখন তারা জানে না যে রোজা, নামায, (হাজ্জ) আচার এবং দান কি?" হুযাইফা (রাঃ) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি তার প্রশ্নটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন, এবং হুজাইফা তিনবার তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তৃতীয়বার তিনি (হুজাইফা (রাঃ)) তার দিকে মুখ ফিরালেন এবং তিনবার বললেনঃ হে সিলাহ! এটি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে"। (সুনান ইবনে মাজাহঃ ৪০৪৯)

এখন বাংলার আলেমরা , সৌদির আলেমরা কালিমার অর্থ কি জানে না, মানে না। সারা দিন গনতন্ত্র, রাজতন্ত্র আর পিরতন্ত্র করে আবার এরাই নারীদের পর্দা নিয়ে কান ঝালা-পালা করে দেয়। আরে বেটা, এই জমানায় কেউ জানে না, সালাত কি, সওম কি, হাজ্জ কি, দান কি - এখন যে তার কালিমা ঠিক রাখবে, সে জাহান্নামের আগুন থেকে বেচে যাবে। তোরা আগে তোদের কালিমা ঠিক কর। তোদের তো কালিমাই ঠিক নাই। সারা দিন দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন আর হাতপাখায় ভোট দিন করিস। ননসেন্স কোথাকার।

প্রফেসর ইউনুস জাতিসংঘে গিয়ে প্যালেস্তাইনের মুসলিমদের পক্ষে বক্তব্য দিয়ে যে ভালো কাজ করেছেন তা জামাত -শিবিরের সকল নেতাকর্মীর সম্মলিত ভালো কাজের চেয়ে বেশী কারণ তোমরা কথা কেউ শুনতে পায় না আর প্রফেসর ইউনুস সারা পৃথিবীর মানুষকে প্যালেস্টাইনের কথা শুনিয়ে দিয়ে আসছেন। প্রফেসর ইউনুস মুসলিম রোহিঙ্গাদের রক্ষা করতে জাতিসংঘের মহাসচিবকে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি আমেরিকার সহায়তায় রাখাইন মুক্ত করে মুসলিম রোহিঙ্গাদের সেখানে পুনর্বাসনের একটি উদ্যোগ নিয়েছিলেন বলেই প্রতীয়মান হয়েছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে বঙ্গ অঞ্চলের সেনাপ্রধানের টয়লেট চাপায় উদ্যোগটি ভেস্তে যায়। আমার মনে করি, জান্নাতে যেতে ডক্টর ইউনুসের শুধু কালিমা গ্রহন করাটাই বাকি আছে।

কিন্তু আকুজ সাহেব যে, ৪ বার হাজ্জ আর ৭ বার ওমরা হাজ্জ করলেন, তার কি হবে? সুদের টাকা, ঘুষের টাকা খেয়ে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহন করে , ভোট দিয়ে - হাজার বার হাজ্জ করলেও লাভ নাই। শিরককারীর কোন ইবাদাত কবুল হবে না। কালিমা ঠিক করেন। কালিমা ঠিক – সব ঠিক।

মাহফুয আনাম, মতিউর রাহমান, প্রফেসর ইউনুস, জেনারেল ওয়াকার এবং উনাদের মত সবাই জান্নাত থেকে শুধু এতটুকু দূরে যে, উনারা এই কালিমা গ্রহন করবেন যে, "আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য পাবার অধিকার নেই, আল্লাহ ছাড়া কোন আইনদাতা নেই, গনতন্ত্র শিরক, পিরতন্ত্র শিরক; মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহ এর গোলাম এবং আল্লাহ এর দূত"। এরপর আপনি শিরকে কখনো ফিরে যাবেন না। গনতন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু না বলতে পারেন, গনতন্ত্রের পক্ষে কিছু বলবেন না।

বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে করা - আপনার জীবনে একটি ভালো কাজ আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। যেমনঃ কোন বিশ্বাসীকে তার বিশ্বাসের জন্য নির্যাতন করা হচ্ছে - আপনি এর বিরুদ্ধে বললেন বা কালিমার অর্থ বুঝিয়ে আপনার স্ত্রীকে বললেন বা আপনার সন্তানকে বললেন বা কোন বিশ্বাসীকে গণতন্ত্রবিহীন এবং

পিরতন্ত্রবিহীন ইসলাম প্রতিষ্ঠায় ২০০ টাকা দিলেন। আল্লাহ চাইলে, যদি কালিমা ঠিক থাকে তাহলে এই রকম একটি ভালো কাজ আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। সারা জীবনে - এই রকম একটি ভালো কাজ করা কি খুব কঠিন? সালাত (নামাজ)? কালিমা গ্রহন করার পর আপনি নামাজ পড়বেন না - এই কথা আমি বিশ্বাস করি না। নামাজ তো অবশ্যই পড়ব। সওম (রোজা)? যতগুলো পারেন - রাখবেন, বাকীগুলোর জন্য ফিদিয়া দিয়ে দিবেন, ফিদিয়া দিতে না পারলে, যা পারেন - দান করে দিবেন। যেমনঃ ৫ টি রোজা রাখেন নি। আপনার দান করার সামর্থ্যই আছে ১০ টাকা। ১০ টাকা দান করে দিবেন। এটাই যথেষ্ট। দান করার জন্য ১০ টাকাও নেই। দান করা লাগবে না। আল্লাহ এমনি এমনি মাপ করে দিবেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:
আমরা যখন নবী (সাঃ)-এর সাথে বসেছিলাম, তখন এক ব্যক্তি এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি।" আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তার কী হয়েছে। সে উত্তর দিল, "রোজা থাকা অবস্থায় আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি।" আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি একজন দাসকে মুক্ত করার সামর্থ্য রাখো?" সে নেতিবাচক উত্তর দিল। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি পরপর দুই মাস রোজা রাখতে পারো?" সে নেতিবাচক উত্তর দিল। নবী (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ষাটজন দরিদ্র ব্যক্তিকে খাওয়ানোর সামর্থ্য রাখো?" সে নেতিবাচক উত্তর দিল। নবী (সাঃ) চুপ করে রইলেন এবং আমরা যখন সেই অবস্থায় ছিলাম, তখন নবী (সাঃ)-এর কাছে খেজুর ভর্তি একটি বড় ঝুড়ি আনা হলো (যা নবীকে অন্য কেউ উপহার হিসেবে দিয়েছে)। তিনি (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "প্রশ্নকারী কোথায়?" সে উত্তর দিল, "আমি (এখানে)।" নবী (সাঃ) তাকে বললেন, "এই খেজুরের ঝুড়িটি নাও এবং দান করে দাও।" লোকটি বলল, "আমি কি এটা আমার চেয়েও গরীব কোনো ব্যক্তিকে দেব? আল্লাহর কসম, এর (অর্থাৎ মদিনার) দুই পাহাড়ের মাঝে আমার চেয়ে গরীব কোনো পরিবার নেই।" নবী (সাঃ) এমনভাবে হাসলেন যে তাঁর সামনের দাঁতগুলোও দেখা যাচ্ছিল এবং তারপর বললেন, "এটা দিয়ে তোমার পরিবারকে খাওয়াও।" (সহীহ আল-বুখারী ১৯৩৬)

চিন্তা করে দেখুন, ঐ ব্যাক্তি নবীর সাঃ কাছে গিয়েছিল, সে সওম ভেঙ্গে ফেলেছে এমন ভাবে - যার জন্য অনেক কঠিন কাফফারা দেয়ার নিয়ম আছে কিন্তু সে যেহেতু ঐ সকল কাজ করতে অপারগ, তাই শেষ পর্যন্ত সে নিজেই এক ঝুড়ি খেজুর তার পরিবারের জন্য পেয়ে গেলো। তাহলে, কি বুঝা গেলো, সওম না রাখলে বা সওম ভেঙ্গে ফেললে সর্বনিম্ন কাফফারা হচ্ছে যা পারো দান করো, দান করার সামর্থ্য না থাকলে সেটাও করতে হবে না। আল্লাহ দেখবেন আপনার হৃদয়। আপনি সৎ কি না, সত্যবাদী কি না - সেটাই আসল বিষয়।
আপনি যে ইসলাম গ্রহন করেছেন তা কাউকে বলার ও দরকার নেই। নির্যাতন, বিপদের আশংকা থাকলে, আপনার ইসলাম গ্রহন গোপন রাখুন, কিন্তু শিরক থেকে বেচে থাকবেন।

আল্লাহ চাইলে, কঠিন কঠিন গুনাহে ভরা আমলনামার বিপরীতে শিরক্‌মুক্ত কালিমা এবং সারা জীবনে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে করা একটি ভালো কাজ আপনাকে জান্নাতে নেবার জন্য যথেষ্ট হবে কারণ আপনি জান্নাতে যাবেন আল্লাহ এর দয়ায়, আপনার ভালো কাজের বিনিময়ে নয়। তবে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে আপনাকে সারা জীবনে অন্তত একটি ভালো কাজ করতে হবে - তা যত ছোটই হোক না কেন। আমি এত বছর এই পথে হেটে এটাই জেনেছি, এটাই পেয়েছি। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

একদা আল্লাহ এর রসূল সাঃ এক ব্যাক্তির জানাজা দিতে যাচ্ছিলেন, উনার সাথে ওমর রাঃ ছিলেন। ওমর রাঃ বার বার নবীকে সাঃ উক্ত ব্যক্তির জানাজা দিতে নিষেধ করলেও নবী সাঃ ওমরের কথা শুনলেন না। জানাযা দেয়া শেষে নবী আগত লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেউ কি এই (মৃত) ব্যাক্তির সম্পর্কে একটি ভালো কথাও জানো (বা একটি ভালো কাজ – যা সে করেছিল)? কেউ কিছু বলল না, কেউ উঠে দাঁড়াল না। কিছুক্ষন পর এক লোক বললেন, আমি উক্ত মৃত ব্যাক্তি সম্পর্কে একটি ভালো কাজের কথা জানি - যা সে করেছিল। উক্ত মৃত ব্যাক্তি একদা মরুভূমিতে একদল মুসাফির লোকের মেহমানদারী করেছিল। মুহাম্মাদ সাঃ বললেন, আমি সাক্ষী দিচ্ছিঃ 'উক্ত মৃত ব্যাক্তি জান্নাতী'। (হাদিসটি নিজের ভাষায় বললাম) (হাদিসটি সাহিহ, আমি রেফারেন্স খুঁজে পেলাম না, ইন্টারনেটে খুঁজলে পেয়ে যাবেন)

যার সম্পর্কে অতজন লোকের মধ্যে মাত্র একজন - উক্ত লোকের সম্পর্কে কেবল একটি ভালো কাজের কথা জানেন। যার জানাযা দিতে ওমর রাঃ নবীকে নিষেধ করেছিলেন। তথাপি একটি ভালো কাজ-ই তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ এর রসূল সাঃ সাক্ষী দিলেন যে, ঐ ব্যক্তি জান্নাতী। উনি কি নামায পড়তেন না ? নিশ্চয়ই, পড়তেন। নবীর সাঃ সময়ে নামায এবং যাকাত সব মুসলিম আদায় করতেন।

আল্লাহ বলেছেন, যে তার বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে কোন ভালো কাজ করেনি - তার ঈমান আনা - তার কোন কাজে আসবে না। এখন মানুষ ভালো কাজ কাকে বলে - তা জানে না। নামাজ, রোজা, হাজ্জ, দান - সদকা কি - জানে না। এখন আলেম সমাজ বলবেন, "কি, আমরা নামাজ কি তা জানি না - এত বড় কথা?" নামাজ কি তা আপনারা জানেন না বলেই তো, নামাযে বুকে হাত বাধা আর নাভির নিচে হাত বাধা এবং সূরা ফাতিহা পড়া শেষে 'আমিন' জোরে বলা বা আস্তে বলা নিয়ে তর্ক -বিতর্ক জুড়ে দেন। বিতর্কের বড় বড় 'বাহাস' আয়োজন করেন। অনেক সময় আপনাদের মধ্যে এই সব বিষয় নিয়ে জুতা ছুড়া-ছুঁড়ি, মারামারি পর্যন্ত হয়ে যায়।

এজন্য আমি বললাম, একজন ব্যক্তি যদি বর্তমান সময়ে, কালিমা বুঝে গ্রহন করে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তার সামর্থ্য ও জ্ঞান অনুযায়ী পড়ে, রোজা যতগুলো পারে রাখে এবং তার সারা জীবনে শিরকমুক্ত (গনতন্ত্রমুক্ত ও পীরতন্ত্রমুক্ত) ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য, বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে, একটি ভালো কাজ করে তাহলে আশা করা যায়, আল্লাহ তাকে জান্নাত দিবেন। তাকে অবশ্যই শিরক-মুক্তভাবে মৃত্যু বরণ করতে

হবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বলতে আমি শুধু ফরয নামাজ বুঝাচ্ছি। অর্থাৎ আপনি শুধু ফজরের ২ রাকাত ফরয, যোহরে ৪ রাকাত ফরয, আসরে ৪ রাকাত ফরয, মাগরিবে ৩ রাকাত ফরয, এশার ৪ রাকাত ফরয নামাজ পড়লেই হবে। মাঝে মাঝে বিতরের তিন রাকাত নামাজ পড়বেন। এত টুকুই যথেষ্ট। যদি ফযরে ঘুম থেকে উঠতে না পারেন তাহলে যখন উঠবেন তখন পড়ে নিবেন, সকাল 10:30 am এর আগে পড়লেই হবে। তাহলে যে প্রতি ওয়াক্তে সুন্নত নামাজ আছে - সেগুলো পড়ব না? আসলে ঐ নামাজগুলো নফল নামাজ যা আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) সারা জীবন পড়েছেন কিন্তু কাউকে পড়তে নির্দেশ দেন নি বা কাউকে পড়তে বলেন নি। আপনার ইচ্ছা হলে পড়তে পারেন, নেকি পাবে - না পড়লেও কোন সমস্যা নেই। ইনশা-আল্লাহ, এইটুকু করলে, আপনি জান্নাতে যাবেন। এখন কিছু লোক যারা সুশিক্ষিত হয়ে দৃঢ় চিত্তের অধিকারী হয়েছেন, যারা অন্যায় – অবিচার সহ্য করতে পারেন না, যারা ঘুষ, চুরির কারণে দরিদ্র শিশুদের অনাহারে থাকা, ধর্ষণ সহ্য করতে পারেন না, যারা ধর্মের নামে নারীদের গৃহবন্দি করে রাখা সহ্য করতে পারেন না - তারা এর চেয়ে অনেক বেশী করবেন।

আল্লাহ আপনাকে অনেক ভালোবেসে সৃষ্টি করেছেন। ফেরেশতারা 'না' করেছিল তবু আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন - জাহান্নামে পোড়াবার জন্য নয় কিন্তু আপনি নিজেই যদি জাহান্নামে যেতে চান, তাহলে আল্লাহ এর কি করার আছে?
আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, " আমার সকল উম্মত (অনুসারী) জান্নাতে প্রবেশ করবে শুধু তারা ছাড়া (যারা এতে প্রবেশে অস্বীকার করে)।" তারা বলল, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! কে অস্বীকার করবে?" তিনি বললেন, "যে আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে, সে-ই (জান্নাতে প্রবেশ করতে) অস্বীকারকারী।" (সহীহ আল-বুখারী ৭২৮০)

মুহাম্মাদের (সাঃ) আনুগত্য করা খুবই সহজ। বর্তমান সময়ে তা কেমন হবে তা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। মুহাম্মাদ সাঃ কখনো কারো ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করেন নি। তিনি কোন নারীকে পর্দা না করার কারণে শাস্তি দেন নি বা শাস্তি দিতে বলেন নি। তিনি কোন নারী পুরুষের পোশাক পড়লে তাকে শাস্তি দেন নি বা দিতে বলেন নি। কেউ কোন নারীর সাথে গল্প করলে বা চুমু দিলে বা প্রেম করলে তাকে শাস্তি দেন নি বা দিতে বলেন নি। মুহাম্মাদ সাঃ তো শুধু আল্লাহ এর হুকুম জানিয়েছেন যে, এই কাজ করলে কিয়ামতের দিন তোমার কি কি শাস্তি হতে পারে, এখন তুমি এই সকল কাজ করবে কি না - এটা তোমার ব্যাক্তিগত ব্যাপার। মেয়েরা চাকরী করলে, ব্যবসা করলে, টি- শার্ট , প্যান্ট পড়ে ঘুরলে - এতে মুসলিম শাসক ঐ মেয়েকে শাস্তি দেয়ার কোন অধিকার - আল্লাহ তাকে দেন নি। তাহলে ইসলামী শরিয়া আইনে যে শাস্তির কথা আছে? ইসলামী শরিয়া আইনে খুব কম বিষয়েই শাস্তির কথা আছে। যারা এই বিষয়ে জানতে চান তারা "অবিশ্বাসী ও দুনিয়াদার সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার রূপরেখা এবং গাযওয়াতুল হিন্দ" পড়ে নিতে পারেন। বইটি ইন্টারনেটে সার্চ দিলে আশা করি পেয়ে যাবেন।

"কিন্তু আমরা তো বসে আছি, ইসা ইবনে মরিয়ম আসবেন। আমরা উনাকে দেখব, চিনব তারপর ঈমান আনব; তারপর উনি আমাদের উদ্ধার করবেন"। - যারা এই আশায় আছেন, তাদের জন্য কথা হচ্ছে, যারা মুহাম্মাদকে বিশ্বাস করেনি তাদেরকে আল্লাহ ইসাকে দিয়ে ঈমান আনাবেন – এই রকম কিছু কল্পনাও করবেন না। আপনাকে উদ্ধার করার ক্ষমতা ইসা ইবনে মরিয়মের (আঃ) নেই, মুহাম্মাদ (সাঃ) এর-ও নেই।

"আল্লাহ উত্তর দিলেন, "আমি এটা (জান্নাতের খাবার ভরা টেবিল) তোমাদের কাছে নাযিল করছি, কিন্তু (এরপর) তোমাদের মধ্যে যে কেউ (বিশ্বাস করতে) অস্বীকার করবে, তার উপর এমন শাস্তি হবে যা আমি আমার সৃষ্টির কাউকে দেইনি।" (সূরা মায়েদাঃ ১১৫)

খ্রিস্টানরা জানেন কোরআনের এই আয়াতে ইসা ইবনে মরিয়মের জীবনের কোন ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। হে আমার খ্রিস্টান ভাই, তোমরা কি জানো না - ইসা ইবনে মরিয়মকে কারা হত্যা করতে চেয়েছিল? তোমরা কি জানো না - কাদের হাত থেকে নিজের মাকে বাচাতে ইসা শিশু অবস্থায়-ই কথা বলে উঠেছিল? তারপরও তোমরা তাদের গোলামী করাকেই প্রাধান্য দিলে! অথচ আমরা কখনো ভুলতে পারি না যে - আবিসিনিয়ায় একজন খ্রিস্টান রাজা সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ সাঃ এর অনুসারী - আমাদের পূর্বপুরুষদের আশ্রয় দিয়েছিল। কোরআনে আল্লাহ খ্রিস্টানদের প্রশংসা করেছেন। রোমান সম্রাট কন্সটাইনই তো জুলকারনাইন যার কথা আল্লাহ কোরআনে বলেছেন। তোমরা কিভাবে ইসা ইবনে মরিয়মের বিরুদ্ধে দাজ্জালের দলে যোগ দিলে?

নবীর মত দৃষ্টিভঙ্গি

আপনি যখন কোরআন পড়তে বসবেন, দেখতে পাবেন, আল্লাহ বিভিন্ন নবীদের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কোন নবী তার অনুসারীদের কি বলেছিলেন, তাদের অনুসারীরা তাদের কি বলেছিল। আল্লাহ কি বলেছিলেন, আল্লাহ কি করেছিলেন। এই সকল ঘটনা আল্লাহ মুহাম্মাদ সাঃ এর মাধ্যমে আমাদের জানিয়েছেন কেন? আমরা কেউই তো নবী নই। তাহলে? আপনি নবী না হলেও, আপনাকে নবীর দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে হবে। নবীদের মত আপনাকে বিশ্বাসী হতে হবে। আপনি যখন ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজ করতে যাবেন তখন আপনি নবীর চোখ দিয়ে লোকদের দিকে তাকাবেন।

এমন কোন নবী নেই, যিনি দাজ্জালের ব্যাপারে তার উম্মতকে সতর্ক করেন নি। দাজ্জালের বিরুদ্ধে আল্লাহ ইসা ইবনে মরিয়মকে পাঠাবেন লড়াই করতে। ইসা এখন নবী হিসেবে আসবেন না। তিনি আল্লাহ এর একজন অনুগত বান্দা হিসেবে আসবেন। এই ঘটনার তাৎপর্য এটা যে, আল্লাহ তাদেরকে সম্মানিত করেছেন যারা দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার জন্য আল্লাহ এমন একজনকে পাঠাচ্ছেন যিনি পূর্বে নবী হিসেবে পৃথিবীতে এসেছিলেন। এই নবী হচ্ছেন - মুহাম্মাদ সাঃ এর সবচেয়ে কাছের মানুষ।

আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেন, "দুনিয়াতে এবং আখিরাতে, আমি ইসা ইবনে মরিয়মের সবচেয়ে কাছের মানুষ। নবীরা চাচাতো ভাই, তাদের মা ভিন্ন, কিন্তু তাদের ধর্ম এক।" (সহীহ বুখারি ৩৪৪৩)

রাসুল (সাঃ) বললেনঃ আমি যদি আমার ভাইদের সাথে দেখা করতে পারতাম। সাহাবীগণ বললেনঃ আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি (নবী) বললেনঃ তোমরা আমার সাথী, কিন্তু আমার ভাই তারা যারা আমাকে বিশ্বাস করেছে যদিও তারা আমাকে দেখেনি। (আহমাদ, অনুরুপ তথ্যঃ হাদিসঃ সাহিহ মুসলিম ২৪৯ক)

যে দাজ্জালকে পরাজিত করতে একজন নবীকে আল্লাহ পাঠাচ্ছেন সেই দাজ্জালের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি। এই লড়াই কিসের লড়াই? নির্যাতিত হবার লড়াই, জেলে থাকার লড়াই, আয়নাঘরে থাকার লড়াই, অপমানিত হবার লড়াই। আমরা জানি, এই পৃথিবীতে আমাদের কেউ নেই। আপনারা আমাদের যত খুশী নির্যাতন করতে পারেন, ইলেকট্রিক শক দিতে পারেন, পিটিয়ে অজ্ঞান করতে পারেন, ধর্ষণ করতে পারেন, জেল দিতে পারেন, হত্যা করতে পারেন – আপনাদের যত খুশী তত। আর আমরা নিজের সাথে লড়াই করতে থাকি - আমাকে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না - সরিষার দানা পরিমাণ বিশ্বাস নিয়ে আমরা নিজেকে বলতে থাকি - এই তো আর একটু; দাজ্জাল ও তার বাহিনী হয়তো নির্যাতন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তারা ক্লান্ত হয় না।

দাজ্জালকে হত্যার জন্য আল্লাহ ইসা ইবনে মরিয়মকে পাঠাবেন – এতে আল্লাহ এই কিশোর, যুবকদের সম্মানিত করেছেন। যেই দাজ্জালকে হত্যা করতে নবী আসবেন, সেই দাজ্জালের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই করে গেছো অথচ তোমরা কেউই নবী ছিলে না এবং তোমাদের মাঝে তখন কোন নবীও ছিল না।

আবু থা'লাবাহ আল খুশানী (রা:) বর্ণনা করেন যে, নবী (সাঃ) বলেছেন:
"...নিশ্চয়ই তোমাদের সামনে এমন (কঠিন) দিন রয়েছে, যখন দ্বীনের (ইসলামের) উপর অবিচল থাকা হবে জ্বলন্ত অঙ্গার আঁকড়ে ধরার মতো। যারা সেই দিনগুলোতে সৎকর্ম করবে, তারা তোমাদের মতো পঞ্চাশ জন সৎকর্মকারীর পুরষ্কার পাবে। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহিমাহুল্লাহ) আরও (অন্য একজন শিক্ষকের সূত্রে) বর্ণনা করেন, পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, হে রাসূলুল্লাহ! তারা কি তাদের মতো পঞ্চাশ জন লোকের (সমান) পুরষ্কার পাবে, নাকি আমাদের মতো পঞ্চাশ জন লোকের? নবী (সাঃ) উত্তর দিলেন: 'তোমাদের মতো পঞ্চাশ জন'!"(সুনান তিরমিযী, হাদীস: ৩০৫৮ এবং সুনান আবি দাউদ, হাদীস: ৪৩৪১)

বর্তমান সময়ে যারা দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, করছেন এবং ভবিষ্যতে করবেন তারা সাহাবীদের ৫০ জনের সমান পুরষ্কার পাবেন। অর্থাৎ আবু-বকর রাঃ, ওমর রাঃ, ওসমান রাঃ, আলী রাঃ, জাফর রাঃ, আবু হুরাইরার রাঃ মত ৫০ জন সাহাবীর সমান পুরষ্কার আল্লাহ আপনাকে দিবেন।

আর এদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা অন্যদের চেয়ে বিশ্বাস ও কাজের দিক থেকে আরও বেশী উন্নত – তাদের জন্য কথা হচ্ছে - যদি আল্লাহ মুহাম্মাদ সাঃ এর পর কাউকে নবী বানাতেন তাহলে আপনাকে নবী বানাতেন। অর্থাৎ নবী হবার সকল যোগ্যতাই আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন কিন্তু যেহেতু মুহাম্মাদ সাঃ এরপর আল্লাহ আর কাউকে নবী বানাবেন না - তাই তিনি আপনাকে নবী বানান নি। আমি এই কথা নিম্নে বর্ণিত হাদিসের উপর ভিত্তি করে বললাম।

উকবাহ ইবনে আমির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি: "আমার পরে যদি কোনো নবী আসতেন, তবে তিনি হতেন উমর ইবনুল খাত্তাব।" (ইমাম আহমদ ১৭৪০৫,তিরমিযী ৩৬৮৬, আল-হাকিম ৪৪৯৫)

দাজ্জালের বাহিনী যদি জানত তারা কাদের গায়ে হাত তুলছে, কাদেরকে পিটিয়ে অজ্ঞান করছে, কাদেরকে ধর্ষণ করছে - তাহলে তারা এই সব কাজ করার চেয়ে নিজেদের মাথা বালির ভিতর ঢুকিয়ে রাখতো আর হাসিনাকে বলত, আমি কিছু দেখি নাই, তাদের কোন খোঁজ-খবর পাই না।

দাজ্জাল ও দাজ্জালের বাহিনী যদি জানত মৃত্যুর পর তাদের জন্য কি শাস্তি অপেক্ষা করছে - তাহলে তারা এখন-ই (আতংকে) স্ট্রোক করে মরে যেত।

ক্লাস-9 এ পড়া একটি ছেলে তার ভালোবাসার মেয়েটির জন্য দিনের পর দিন টিফিনের টাকা, রিক্সা ভাড়ার টাকা বাঁচিয়ে দামী চকলেট আর ফুল কিনে নিয়ে যায় কিন্তু মেয়েটি কখনো জানে না যে, ছেলেটি কত কষ্ট করে এই ফুল আর চকলেট কিনেছে কিন্তু আল্লাহ বুঝেন আপনি কততুকু ব্যথা পান যখন আপনার পুরুষ অঙ্গে ইলেকট্রিক শক দেয়া হয় বা আপনাকে ধর্ষণ করা হয়। আল্লাহ যে বুঝতে পারেন – এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট – আল্লাহ এর প্রতি আমাদের ভালোবাসা আল্লাহ যে বুঝতে পারছেন – এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর আল্লাহ আমাদের যে পুরষ্কার দিবেন তা তো আমাদের জন্য অতিরিক্ত। আল্লাহ এর কাছে কখনো বিনিময় চাই না, পুরষ্কার চাই না। হে আল্লাহ, আমাকে তুমি শুধু ভালোবাসা দিও যা তুমি আমাকে সব সময়ই দিয়ে গেছো। এটাই হচ্ছে জান্নাতের চেয়ে দামী জিনিস যা খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এই বইয়ে। আমাদের প্রতি আল্লাহ এর ভালোবাসা আমরা বুঝতে পেরেছি এখন আল্লাহ যদি উনার প্রতি আমাদের ভালোবাসাকে গ্রহন করে নেন, তাহলে আর কিছুর দরকার নাই।

খাটো দাজ্জাল

মেম বললেন, রিয়াজ তুমি কি ভয় পাও?

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

- তুমি কি সত্য গোপনকারীদের দলে থাকতে চাও?

- বুঝিয়ে বলুন।

- নবী (সাঃ) বললেনঃ দাজ্জাল সম্পর্কে আমি তোমাদের এত কিছু বলেছি যে, আমি ভয় পাচ্ছি যে, তোমরা হয়তো বুঝতে পারবে না। দাজ্জাল খাটো, মুরগির আঙ্গুলযুক্ত, পশমের কেশযুক্ত (woolly-haired), একচোখা, একচোখ ক্রুটিযুক্ত এবং (যা) ফোলা বা গভীরে উপবিষ্ট নয়। তোমরা যদি তার সম্পর্কে বিভ্রান্ত হও তবে জেনে রাখো যে তোমাদের রব ক্রুটিযুক্ত নন। (সুনান আবি দাউদ ৪৩২০ হাদিসের গ্রেড: সহীহ (আল-আলবানী))

এই হাদিসে কারা খাটো দাজ্জাল – তা কি তুমি জানো না?

- আমি চুপ করে রইলাম – তারপর বললাম। আপনিই -ও তো জানেন। আপনি বলে দিন।

- দাজ্জাল 'খাটো' - খাটো বলতে একটা সিস্টেমের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যেই সিস্টেমে এই দাজ্জালরা আসবে। এরা হচ্ছে তারা যাদের দলে যোগ দিতে হলে সর্বনিম্ন উচ্চতার কথা বলা হয়। যেমনঃ বাংলা অঞ্চলের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হলে সর্বনিম্ন উচ্চতা সৈন্যের জন্য ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি আর অফিসারের জন্য ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি। যখন কোন সেনাপ্রধান বা আর্মির লোক রাষ্ট্র প্রধান হয়ে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন সিস্টেমে মুসলিমদের শাসন করেন তখন তিনি দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হন। যেমনঃ বাংলা অঞ্চলে জিয়াউর রাহমান, হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ, পাকিস্থানে পারভেজ মুশাররফ। কিন্তু তারা তো অনেক লম্বা - ৬ ফুটের কাছাকাছি, তাহলে? নবী সাঃ কোন ব্যক্তির উচ্চতার কথা বলেন নি। তিনি সেই সিস্টেমের কথা বলেছেন, যেই সিস্টেমে এই দাজ্জালরা আসবে। বঙ্গ বা বাংলা অঞ্চলের আর্মির নিয়ম অনুযায়ী সর্ব নিম্ন ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতার একজন লোক – সেনাপ্রধান হবার জন্য উপযুক্ত – এজন্য এরা হচ্ছে খাটো দাজ্জাল কারণ তারা যেই সিস্টেমে এসেছে সেখানে সর্ব নিম্ন উচ্চতার কথা বলা আছে। আশা করি, ব্যাপারটা বুঝা গেছে। পৃথিবীর অনেক সামরিক বাহিনীতেই উচ্চতার সর্বনিম্ন requirement আছে - বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে।

(এখন রাজনীতিবিদ এবং সাংবাদিকরা বলবেন "ভাই, ঠিক, ঠিক – একদম ঠিক, এদেরকে তো আমরা একনায়ক বলে থাকি যারা একনায়কতন্ত্র কায়েম করে দেশকে লুটে খায়।

আর্মিদের সমস্যা হচ্ছে এরা শুধু নিজের স্বার্থ দেখে - জনগণের স্বার্থ দেখে না, তাদের একজনকে কিছু করলে - তারা দুনিয়া উল্টে ফেলবে কিন্তু জনগণকে মেরে ফেললেও তারা ফিরে তাকাবে না। প্রমানঃ হাজি সেলিম এবং মেজর সিনহার ঘটনা।

আমেরিকায় একটা নিয়ম আছেঃ RIGHT TO BEAR ARMS. আমেরিকার জনগণ অস্ত্র বহন করতে পারে, এজন্য তাদের কোন লাইসেন্স লাগে না। যখন বারাক ওবামা এই আইন বাতিল করতে চাইলেন তখন জনগণ বলল, " যদি এই আইন বাতিল করা হয় তাহলে গণতন্ত্রের আবরণে দেশে স্বৈরাচার আসবে, সরকার এবং আর্মিরা সবকিছু লুটেপুটে খাবে"। তারা একদম ঠিক কথা বলেছিল। আমেরিকার উন্নতির পিছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে তাদের founding father রা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ) সকল ধরণের স্বৈরাচার আসার পথ বন্ধ করে দিয়েছিল এই RIGHT TO BEAR ARMS নিয়ম করে।যদি কখনো মার্কিন সরকার বা আর্মি স্বৈরাচার হয়ে যায় তাহলে জনগণ যেন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে দেশের মালিকানা বুঝে নিতে পারে - এজন্য তাদের founding father রা এই 'RIGHT TO BEAR ARMS' নিয়ম করে রেখে গেছে।

আচ্ছা, সবকিছু মেনে নিলাম, আর্মি অফিসাররা প্রচুর সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছে, নেক। আমার দেশের আর্মি ই-তো। কিন্তু আপনারা মেরুদণ্ডহীন কেন? আপনারা বিলাসিতা আর অহংকারে নিমজ্জিত কেন? গত ৫৫ বছরে একটি যুদ্ধ ও তো আপনারা করেন নি। একটা অত্যাধুনিক রাইফেল আপনারা বানাতে পারেন না। **দেশের টাকা পাচার হয়ে যায় – আপনারা চেয়ে চেয়ে দেখেন।** হাসিনার মত দাজ্জালের পিছনে কেন পড়ে ছিলেন আপনারা? চাকরি হারানোর ভয়ে? কোর্ট মার্শাল হবার ভয়ে? গুম হবার ভয়ে? মৃত্যু ভয়ে?

"তুমি অবশ্যই তাদেরকে অন্য যেকোনো জাতির চেয়ে, এমনকি মুশরিকদের চেয়েও – জীবনের প্রতি - বেশি আকৃষ্ট দেখতে পাবে। **তাদের প্রত্যেকেই হাজার বছর বেঁচে থাকতে চায়।** কিন্তু যদি তারা এত দিন বেঁচে থাকে, তবুও তা তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে না। আর আল্লাহ তাদের কর্মকাণ্ড দেখেন।" (সূরা বাকারাঃ ৯৬)

যুদ্ধের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ দরকার কিন্তু যুদ্ধ করতে বা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে যে, হৃদয়ের ট্রেনিং-ও দরকার – এটা কি বুঝেন না আপনারা? কোরআনে ,হাদিসে মৃত্যু ভয় দূর করার জন্য প্রচুর উপদেশ দেয়া আছে। কোন দিন কি আর্মিদের সেগুলো বলা হয় যাতে তারা মৃত্যুকে ভয় না পায়? অন্যায়ের প্রতিবাদ করে শহীদ হলে কেন এত মর্যাদার কথা আল্লাহ বললেন – যাতে আপনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে ভয় না পান।)

আমি বললাম, মেম, আপনার সাহস আমার চেয়ে বেশী।

- সাহসটা এসেছে কিভাবে - সেটা বুঝা জরুরী।

- মেম, আপনার ডিফেন্স মেকানিসমটা আমাকে বলবেন?

- সবার চিন্তা-ভাবনা একরকম হয় না আর আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করিও না। বলতে পারো আমরা নিজেরাই এখন কোরআনের তাফসিরকারক, হাদিসের ব্যাখ্যা আমরা নিজেদেরটা নিজেরাই করি। ২৫ বছর এই পথে চলার পর আমি বুঝতে পেরেছি যে, বর্তমান সময়ে দিক নির্দেশনা দেবার মত ইসলামের কোন আলেম (জ্ঞানী ব্যক্তি) বাংলাদেশে নেই। আমরা যে পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছি পূর্বের কোন প্রজন্মই এরূপ

সমস্যার মধ্যে পড়েনি। যখন গুম ঘরে (আয়না ঘরে) আমাকে প্রতি রাতে ধর্ষণ করার জন্য ২-৩ জন করে লোক ঢুকত – তখন আমি কি করবো - এই মাসলা- মাসায়েল আমি কোরআনের কোন তাফসিরে পাবো? ম্যাডামের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। আমরা দাজ্জালের জমানায় আছি - তাই বর্তমানে এমন ঘটনা ঘটবে - যা আগে কখনোই ঘটেনি।

আমি দেখলাম, মেমের চোখের পানিগুলো তারার মত জ্বলছে। ওরা যেন বলছে - আমরা আকাশ থেকে নেমে এসেছিলাম - এই নারীর চোখ থেকে ঝড়বো বলে।

মেম চোখ মুছতে মুছতে বললেন, রিয়াজ আমি তো অপবিত্র হয়ে গেছি।

আমি বললাম – মেম, আপনি যদি অপবিত্র হয়ে থাকেন তাহলে পৃথিবীর সকল পানি অপবিত্র হয়ে গেছে, সকল মাটি অপবিত্র হয়ে গেছে। পানি আর মাটি যদি অপবিত্র হয়ে যায় তাহলে মুসলিমরা আর কখনোই অজু বা তায়াম্মুম করে নিজেদের পবিত্র করতে পারবে না। আপনি তো হচ্ছেন সেই পানি আর মাটি যাকে আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন মুসলিমদেরকে পবিত্র করতে - যে নিজেই পবিত্রকারী সে কিভাবে অপবিত্র হবে?

কিছুক্ষন চুপ থাকার পর বললাম-

বিয়ের জন্য আমি এমন কাউকে খুজছিলাম যে ইসলামের জন্য আপনার মত নির্যাতিত হয়েছে, ……… বাকিটা আর বলতে পারলাম না। সাহস হল না।

মেমের মুখ হা হয়ে গেছে।

ছুরির মত ধারালো কণ্ঠে মেম বললেন, তুমি কি আমার পরিচয় জানো?

- আপনি আমার টিচার ছিলেন। তাতে কি হয়েছে? আপনি আমার চেয়ে বয়সে ২০ বছরের বড়, তো? আমরা কি সমাজকে বহু আগেই অস্বীকার করি নাই? তাহলে তো ছাত্র বা বয়স এই ক্ষেত্রে কোন factor হতে পারে না।

মেম বরফ শীতল কণ্ঠে বললেন, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম – তুমি আমার পরিচয় জানো কি না?

দেখা যাচ্ছে, তুমি তো আমার পরিচয় জানো না।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মেমের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তুমি এখন আসতে পারো।

যাবার আগে - আপনি কে - সেটাতো বলে দিন।

মেম আমার দিকে তাকিয়ে শান্ত, স্থির দৃষ্টি রেখে বললেন, আমি হচ্ছি দুই সাগরের মিলনস্থল এবং মুসার হারিয়ে যাওয়া সেই মাছ যেখানে দুই ধরণের জ্ঞান মিলিত হয়। আর তুমি আমাকে করুণা দেখাতে এসেছো?

I felt dishonored. You people will never learn how to propose a woman.

সুযোগটা হাতছাড়া হবার আগেই আমি বললাম, মেম, দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আপনার মত একজন সহযোদ্ধা আমার দরকার।

মেম কিছুটা সময় নিয়ে তারপর অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন, am I the companion for you?

- Yes, you are. It's becoming hard for me to walk on this path alone.

- In that case, I can't say NO. but under one condition – তুমি রোমান্টিকতার জন্য আরেকটা বিয়ে করে নিবা।

আমি উত্তর দেবার আগেই আর্মির সেই মেজর রুমে ঢুকলেন যিনি আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। ভাই, আপনি দ্রুত এখান থেকে চলে যান। ওরা আপনাকে ট্রেক করে ফেলেছে। ওরা আসছে - যে কোন মুহূর্তে ওরা চলে আসবে।

- আপনি ওদের সাথে নাই?

- না, আমি দাজ্জালের দল ছেড়ে ইসার দলে যোগ দিয়েছি। চাকরি করলেও আমি এখন একজন বিশ্বাসী।

- কিন্তু ওরা তো এখন মেমকে ধরবে।

মেম বললেন, আমার কথা চিন্তা করতে হবে না। তুমি এখনি চলে যাও। পালাও রিয়াজ, পালাও।

....

"হে আল্লাহ, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আমি দাজ্জাল ও তার বাহিনী থেকে আপনার কোরআনের আয়াতসমূহের পিছনে নিজেকে লুকালাম। দাজ্জাল ও তার বাহিনী যেন আমাকে খুঁজে না পায়।"

যেহেতু আল্লাহ আমার দুয়া কবুল করেছেন তাই আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিলেন -

"তাদের কি পা আছে যা দিয়ে তারা চলে? নাকি তাদের হাত আছে যা দিয়ে তারা আঘাত করে? নাকি তাদের চোখ আছে যা দিয়ে তারা দেখে? নাকি তাদের কান আছে যা দিয়ে তারা শোনে? বলুন, "তোমাদের 'বন্ধুদের' ডাকো এবং আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো এবং আমাকে কোন সুযোগ দিও না।" (সূরা আরাফঃ ১৯৫)

সম্পূরক অংশ

*** হে আমার বাংলা অঞ্চলের মুসলিম ভাইয়েরা, তোমরা ভয় পেয়ো না, তোমাদের পারমাণবিক বোমা নেই – এজন্য তোমরা কাউকে ভয় পেয়ো না। মনে রেখো, পারমাণবিক বোমা দিয়ে একটি শহরকে, একটি দেশকে ধ্বংস করা যায় কিন্তু যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া যায় না। তোমরা যদি শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই চালিয়ে যাও তাহলে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত ভারত ধ্বংস করে দিতে পারবে কিন্তু যুদ্ধে বিজয়ী হতে পারবে না। যুদ্ধে বিজয় তো তখনই বলা হবে - যদি তারা এই অঞ্চলের সম্পদ আহরণ করতে পারে কিন্তু পারমাণবিক

বোমা ব্যাবহার করলে তো এই অঞ্চলে কোন সম্পদ-ই থাকবে না। যুদ্ধের উদ্দেশ্য তো যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া। যদি তারা তোমাদের দখল করে নেয় তাহলে তোমরা পরাজিত হলে আর তারা যদি পারমানবিক বোমা ব্যাবহার করে এই অঞ্চলকেই ধ্বংস করে দেয় তাহলে যুদ্ধ অমীমাংসিত কারণ তখন এই অঞ্চলের সম্পদ কেউই ভোগ করতে পারলো না। আমাদের উদ্দেশ্য তো ভারতকে এই অঞ্চল ভোগ করতে না দেয়া। তাহলে তোমরা পারমানবিক বোমাকে ভয় পাও কেন? ভারত পারমাণবিক বোমা ব্যাবহার করলে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত সবাই মারা যাবো? - 'তো? যদি আমরা বিশ্বাসী হয়ে থাকি তাহলে আমরা শহীদ হব'।

*** মুহাম্মাদ সাঃ এর সময়ে আরবে একটি নিয়ম ছিল – যুদ্ধে তোমাকে তখনই বিজয়ী বলা হবে যখন তুমি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে আসতে পারবে, অন্যথায় তুমি বিজয়ী হতে পারো নি। কারণ যুদ্ধ মানে খরচ কিন্তু তুমি যদি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে আসতে না পারো তাহলে তোমার যুদ্ধের খরচ উঠবে কোথা থেকে? তুমি তো যুদ্ধ করে অর্থনৈতিক ক্ষতির মধ্যে পড়ে গেলে।

*** তোমাদের সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীরা জীবনে একবারও কোরআন বুঝে বুঝে পড়ে নাই, হাদিস পড়ে নাই – তাই ওরা নিজেরা ভয় পায় এবং তোমাদেরকেও ভয় দেখায়। কোরআন বুঝে বুঝে পড়ো - তোমার ভয় হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। Sorry জাসসাসা, তোমাদের মধ্যে ভারতের 'র'- এর অনেক এজেন্ট আছে। এটা সবাই জানে। ভারত অনেক চালাক – তারা তাদের এজেন্ট জাসসাসাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে - যাতে কোন এজেন্ট ধরা পড়লেও বাংলাদেশের প্রশাসন কিছু করতে না পারে - কারণ কিছু করলে তখন ভারত ও পশ্চিমা বিশ্ব চিতকার করবে - "স্বাধীন সাংবাদিকতায় হস্তক্ষেপ"। ডিজিএফআই তো ভারতের 'র' এর এজেন্ট দিয়ে ভরপুর। তেমনি রেব, ডিবি, বিচার বিভাগ, প্রশাসন, আর্মি সব জায়গায় ভারতের 'র' এর এজেন্ট আছে।

*** ইয়াজুজ-মাজুজ এবং দাজ্জাল এবং ইসা আঃ এর দ্বিতীয়বার আগমন সম্পর্কে বই লেখার সময় আমার মনে হয়েছে যে, আমি ছাড়া এই তথ্যগুলো হয়তো আল্লাহ আর কাউকে দেন নি। আমি যদি এই তথ্য গোপন করে রাখি তাহলে মৃত্যুর পর আল্লাহ এর কাছে কি জবাব দিবো? এখন আপনি - যার কাছে এই বইটি পৌঁছে গেছে, যিনি বইগুলো পড়েছেন তিনি যদি এই বইগুলো অন্যদের সাথে শেয়ার না করেন তাহলে আপনি - আপনার প্রতি আল্লাহ যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন – তা পালন করলেন না।
বইটির পিডিএফ ডাউনলোড লিঙ্ক খুব সহজেই অন্যদের সাথে শেয়ার করা যায়, অন্তত আপনাদের বন্ধুদের সাথে?

*** বইটি শেয়ার করে দাজ্জালের বিরুদ্ধে ইসা আঃ এর দলে যোগদান করতে পারেন। বর্তমান সময়ে ইসার (আঃ) দলে যোগদান না করলে আপনি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবেন না। এই কথা আমি পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বলছি।

*** ইসা আঃ ইসফাহান শহরে নেমে আসবেন – এটা আমি নিশ্চিত নই। একমাত্র আল্লাহই জানেন ভবিষ্যতে কি হবে। আমি তো শুধু আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে হাদিসের ব্যাখ্যা লিখেছি।

*** আল্লাহ এর রহমতে, আমি আপনাদের হাদিসে উল্লেখিত প্রায় সকল দাজ্জালের বর্ণনা দিয়েছি। গাযওয়াতুল হিন্দ শেষ হয়ে গেছে - এটাও প্রমানিত। ইয়াজুজ-মাজুজ কারা সেটাও আমরা জানি। ইসা আঃ এর দল কোনটি সেটাও আমরা জেনে গেছি। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ এর জন্য।

*** বইটির ২ ধরণের ending দেখে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, এই বইয়ের গল্প এবং চরিত্রগুলো কাল্পনিক তবে বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে তৈরি। গল্পের আকারে ইসলাম সম্পর্কে বলার জন্য এই সকল চরিত্র এবং কাহিনীর অবতারনা করা হয়েছে।

আমি এই বইয়ে যা কিছু লিখেছি তাতে ভালো কিছু থাকলে তা আল্লাহ এর পক্ষ থেকে আর ভুল বা মন্দ কিছু থাকলে তা আমার এবং শয়তানের পক্ষ থেকে। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।